ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায় ইসলামী শরী'য়ার প্রয়োগ ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

(Implimentation of Islamic Shariah in Bank and Insurance System: Perspective Bangladesh)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মদ ইউসুফ

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

498823

গবেষক

মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন

রেজি নং ঃ ৫৭/ ২০১১-২০১২

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মে, ২০১৬

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন. এম. ফিল. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপস্থাপিত **"ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায় ইসলামী শরী'য়ার প্রয়োগ ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** শীর্ষক থিসিসটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পাদিত হয়েছে । এ থিসিসটি তাঁর নিজস্ব গবেষণার ফল। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত থিসিসটি সম্পূর্ণ কিংবা অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়নি। সুতরাং গবেষককে এম. ফিল. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্তে থিসিসটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেয়ার সুপারিশ করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

498823

(ড. মুহাম্মদ ইউসুফ)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায় ইসলামী শরী'য়ার প্রয়োগ ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ"** শীর্ষক থিসিসটি পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম। আমার জানামতে এ শিরোণামে ইতিপূর্বে কেউ গবেষণা করেননি।

23.10.16

(মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন)
এম. ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

498823

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায় ইসলামী শরী'য়ার প্রয়োগ ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" গবেষণামূলক থিসিসটি শেষ করতে পেরে সর্ব প্রথম মহান আল্লাহ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করছি।

আমার শ্রদ্ধেয় গাইড ড. মুহাম্মদ ইউসুফ, অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও তাঁর মূল্যবান সময় দিয়ে থিসিসের প্রতিটি শব্দ পাঠ করে প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করে অত্র থিসিসটি বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত হতে সহায়তা করেছেন। সবসময়ই মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছেন এ কাজে, আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সাথে সাথে আল্লাহর নিকট তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এছাড়া আরও অনেকে যাঁরা বিভিন্ন দিক দিয়ে সহযোগিতা করেছেন যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে নিজেকে অপরাধী মনে করব। তাঁরা হলেন 'সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ' ও ' সেন্ট্রাল শরী'য়াহ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স অব বাংলাদেশ' এর চেয়ারম্যান আমার শিক্ষক অধ্যক্ষ সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী, 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব এম আযীযুল হক, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের সাবেক এমডি ও বর্তমান চীফ কনসালটেন্ট এবং ইসলামী বীমার অন্যতম পথিকৃত জনাব কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, 'প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের' শরী'য়াহ কাউন্সিলের সদস্য সচিব জনাব মির্জা ওয়ালি উল্লাহ, 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এর এসইভিপি ও শরী'য়াহ কাউন্সিলের সিনিয়র কর্মকর্তা জনাব মোঃ শামসুল হুদা, 'সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ' এর সেক্রেটারী জেনারেল ও এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এর এসএভিপি জনাব মোঃ সফিউল্লাহ আরিফ, সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ' এর সিনিয়র গবেষণা কর্মকর্তা এভিপি সৈয়দ সাখাওয়াতুল ইসলাম, 'সেন্ট্রাল শরী'য়াহ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স অব বাংলাদেশ' এর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব এবিএম মাসুম বিল্লাহ প্রমুখ। তাঁরা আমাকে বই পত্র, বিভিন্ন গবেষণা পেপার, জার্নাল, স্বরনিকা, প্রবন্ধ, এ্যানুয়াল রিপোর্ট ইত্যাদি দিয়ে অকৃপণভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এবং উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে মানসিক শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। আমি তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

Dhaka University Institutional Repository

অত্র থিসিস এর তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সমস্ত লাইব্রেরী থেকে আমি উপকৃত হয়েছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড এর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, ঢাকা। সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ এর লাইব্রেরী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয় শরী'য়াহ বোর্ড সেক্রেটারিয়েটে অবস্থিত লাইব্রেরী, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা প্রভৃতি। এসব প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আমার শ্রদ্ধেয় মা ফাতেমা বেগম যিনি সবসময় আমার জন্য কখনো আল্লাহর দরবারে সাজদার মাধ্যমে, কখনো দু'টো হাত উত্তোলনের মাধ্যমে, কখনো দু'টি চোখের পানি ফেলার মাধ্যমে সবসময় ভালবাসা ও দু'আ দিয়ে জীবনটাকে ধন্য করেছেন। আল্লাহর কাছে তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও দুনিয়া এবং আখিরাতে শান্তি কামনা করছি। আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা ক্বারী মোঃ সোহরাওয়ারদী কে, যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে ইলমে দ্বীন ও তারবিয়াত শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমাকে বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাহফিল, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে নিয়ে জ্ঞানের চক্ষুকে খুলে দিয়েছেন আল্লাহর কাছে তাঁরও সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘজীবন ও দুনিয়া এবং আখিরাতে শান্তি কামনা করছি।

আমি গভীর ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমার শ্রদ্ধেয় শশুড় আলহাজ্ব মোঃ সিরাজুল ইসলাম এবং শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ী আলহাজ্জা রোকেয়া বেগম যাঁরা আমাকে বিভিন্ন সময় বুদ্ধি ও উৎসাহ দিয়ে গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নেয়ার ভূমিকা রেখেছেন।

পরিশেষে আমার স্ত্রী নাসরিন আক্তার, একমাত্র ছেলে জাহিদ ইবন শাহাদাত, ছোট ভাই মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, বোন শিরিন আক্তার, মাহমুদা আক্তার, মাকসুদা আক্তার, জোসনা আক্তার, কানিজ সুলতানা ও হাবসা আক্তার এবং বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁরা আমার গবেষণা কাজে আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতা প্রদান, উৎসাহ দান, কল্যাণ কামনা ও দু'আ করেছেন। আমি তাঁদের সকলের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দু'আ করছি তিনি যেন তাঁদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করেন।

(মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন)

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ সংকেত

স.	= সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
আ.	= 'আলাইহিস সালাম
রা.	= রাদিয়াল্লাহু 'আনহু
র.	= রহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
ড.	= ডক্টর
AAOIFI	= Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution
IDRA	= Insurance Development & Regulatory Authority
HPSM	= Hire Purchase under Sirkatul Milk
IFSB	= Islamic Financial Services Board
MIB	= Mudarabah In land Bill
MPI	= Mudarabah Post Import
OIC	= Organisation of Islamic Cooperation
IDB	= Islamic Development Bank
IMF	= International Monetary fund
INCEIF	= International Centre for Education in Islamic Finance
FBP	= Foreign Bill Purchase
FBN	= Foreign Bill Negotiation
IBG A/C	= Islami Bank General Account
SLR	= Statutory Liquidity Reserve
CRR	= Cash Reserve Ratio
VAT	= Value Added Tax
FC	= Foreign Currency
WWW	= World Wide Web

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	প্রসঙ্গ কথা	১৩
প্রথম অধ্যায় ঃ	ব্যাংক ও বীমার পরিচয়	(১৫-৬৫)
	ব্যাংক এর পরিচয়	১৫
	ইসলামী ব্যাংকের পরিচয়	১৬
	ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা	১৭
	ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৭
	ইসলামী ব্যাংকের কর্মনীতি	১৯
	ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য	১৯
	ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের ইতিহাস	২১
	বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিকাশধারা	২৬
	পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক	২৮
	শাখা ধারী ইসলামী ব্যাংক	২৯
	উইংধারী ইসলামী ব্যাংক	২৯
	বীমার পরিচয়	৩০
	ইসলামী বীমার পরিচয়	৩১
	কুর'আন হাদীসের আলোকে ইসলামী জীবন বীমা	৩৪
	তাওয়াক্কুল এর ব্যাখ্যা	৩৮
	ইসলামী বীমার নিষিদ্ধ তিনটি উপাদান	৪০
	সুদ বা রিবা	৪০
	সুদের প্রকারভেদ	৪১
	সুদ সম্পর্কে আল কুর'আনুল কারীম এর কতিপয় আয়াত	৪৩
	সুদ সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর কতিপয় হাদীস	৪৬
	মাইসির বা জুয়া	৪৯
	আল গারার বা প্রতারণা	৫০
	যেভাবে ইসলামী বীমা নিষিদ্ধ তিনটি উপাদান থেকে মুক্ত	৫১
	ইসলামী জীবন বীমা কার্যক্রমের একটি দৃষ্টান্ত	৫৩
	সাধারণ তাকাফুল	৫৩
	বীমার প্রকারভেদ	৫৪
	ইসলামী বীমার স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য	৫৫
	ইসলামী বীমা ও প্রচলিত বীমার মধ্যে পার্থক্য	৫৮
	ইসলামী বীমা আন্দোলন	৬০
	বাংলাদেশে ইসলামী বীমার বিকাশধারা	৬৩

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বীমা কোম্পানি (লাইফ) ৬৪
ইসলামী বীমা উইং (লাইফ) ৬৪
পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বীমা কোম্পানি (নন-লাইফ) ৬৫
ইসলামী বীমা উইং (নন লাইফ) ৬৫

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইসলামী ব্যাংক ও বীমার কর্মপদ্ধতি (৬৬-৭৪)
ইসলামী ব্যাংকের জমাগ্রহণের পদ্ধতি ৬৬
ওয়াদি'য়া ৬৭
মুদারাবা ৬৮
আমানাহ ৬৮
মুনাফা বণ্টনের নীতিমালা ৬৯
ইসলামী জীবন বীমার জমা গ্রহণের নীতিমালা ৭০
সাধারণ (তাকাফুল) বীমার জমা গ্রহণ পদ্ধতি ৭০
ইসলামী বীমা কোম্পানির মুনাফা বণ্টন নীতিমালা ৭১

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইসলামী ব্যাংক ও বীমার বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহ (৭৫-১৩৪)
ঋণ ও বিনিয়োগের পার্থক্য ৭৫
বিনিয়োগের গুরুত্ব ৭৬
ইসলামী ব্যাংক ও বীমার বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য ৭৬
ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি ৭৬
অংশিদারিত্ব পদ্ধতি ৭৭
ভাড়া দান পদ্ধতি ৭৭
বাই মুয়াজ্জাল ৭৭
বাই মুয়াজ্জাল বৈধ হওয়ার দলীল ৭৭
বাই মুয়াজ্জাল এর পদ্ধতি ৭৮
বাই মুয়াজ্জালের উদাহারণ ৭৮
আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বাই মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্য ৭৯
আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বাই মুয়াজ্জাল অনুশীলনের ধারাবাহিকতা ৭৯
বাই মুয়াজ্জালে যে সকল কারণে শরী'য়াহ লংঘিত হতে পারে ৭৯
বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগে শরী'য়াহ লংঘন : একটি কেস স্টাডি ৮০
হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (এইচপিএসএম) ৮১
হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক পদ্ধতির উদাহরণ ৮১
হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক বৈধ হওয়ার দলীল ৮২
আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক এর প্রয়োগ ৮৩
হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

অবকাশ কালীন সময়ে ভাড়া চার্জ করণ ৮৪
যে সকল কারণে এইচপিএসএম বিনিয়োগে শরী'য়াহ লংঘন হতে পারে ৮৪
এইচপিএসএম পদ্ধতিতে শরী'য়াহ লংঘিত হওয়ার একটি উদাহরণ ৮৫
বাই সালাম ৮৬
বাই সালামের উদাহরণ ৮৬
বাই সালাম বৈধতার পক্ষে দলীল ৮৭
বাই সালামের শর্তাবলী ৮৮
আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বাই সালামের প্রয়োগ ৮৮
যে সকল কারণে বাই সালামে শরী'য়াহ লংঘন হতে পারে ৮৯
শরী'য়াহ লংঘনের একটি কেস স্টাডি ৮৯
বাই মুরাবাহা (লাভে বিক্রয়) ৯০
বাই মুরাবাহা এর উদাহরণ ৯১
বাই মুরাবাহা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে শর'য়ী দলীল ৯১
বাই মুরাবাহা এর প্রকারভেদ ৯২
বাই মুরাবাহা চুক্তিতে যে সকল কারণে শরী'য়াহ লংঘন হতে পারে ৯৩
বাই মুরাবাহর শরী'য়াহ লংঘনের একটি কেস স্টাডি ৯৪
বাই ইসতিসনা ৯৫
ইসতিসনা পদ্ধতিতে অর্থায়ন ৯৫
ইসতিসনা পদ্ধতির উদাহরণ ৯৬
বাই মুশারাকা (Partnership Business) ৯৭
মুশারাকা বিনিয়োগের উদাহরণ ৯৭
মুশারাকা জায়েজ হওয়ার দলীল ৯৮
মুশারাকার প্রকারভেদ ৯৯
আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মুশারাকা পদ্ধতির প্রয়োগ ৯৯
যে সকল কারণে মুশারাকা বিনিয়োগে শরী'য়াহ লংঘন হতে পারে ১০০
মুশারাকা বিনিয়োগে শরী'য়াহ লংঘনের উদাহরণ ১০১
বাই মুদারাবা ১০২
মুদারাবা পদ্ধতির উদাহরণ ১০২
মুদারাবা বৈধ হওয়ার দলিল ১০৩
মুদারাবা এর প্রকারভেদ ১০৪
মুদারাবা পদ্ধিতির প্রয়োগ : আমানত গ্রহণের ক্ষেত্রে ১০৪
ভাড়া বা লিজিং পদ্ধতি ১০৫
ইজারা বা লিজিং এর উদাহরণ ১০৫
ইজারা বা ভাড়া বৈধ হবার শর্তাবলী ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

ইজারা বৈধ হওয়ার দলীল ১০৬
সম্ভাব্য বিনিয়োগ খাতসমূহ ১০৬
ইসলামী ব্যাংকিং এর সমস্যাবলী ১০৮
ইসলামী বীমার সমস্যাবলী ১২৭

চতুর্থ অধ্যায় ঃ **ইসলামী শরী'য়াহ, শরী'য়াহ বোর্ড ও মুরাকিব** (১৩৫-১৬৬)
ইসলামী শরী'য়ার পরিচয় ১৩৫
ইসলামী শরী'য়ার পরিধি ও বিস্তৃতি ১৩৬
ইসলামী শরী'য়ার বৈশিষ্ট্য ১৩৭
ইসলামী শরী'য়াহ ও প্রচলিত আইনের মাঝে কতিপয় পার্থক্য ১৩৯
ইসলামী শরী'য়ার উৎস ১৪২
ইসলামী ব্যাংক ও বীমাতে শরী'য়াহ বোর্ড ১৪৯
শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা ১৫০
শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড গঠন ও বোর্ডের সদস্যের যোগ্যতা ১৫২
শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের সভা ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা ১৫৩
শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড এর সদস্য সংখ্যা ১৫৪
শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড নির্বাহী কমিটি গঠন ১৫৪
শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের সিদ্ধান্ত পরিপালনের অপরিহার্যতা ১৫৫
শরী'য়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব নিয়োগ ১৫৭
মুরাকিব বা শরী'য়াহ অডিটর ১৫৭
মুরাকিবের যোগ্যতা ১৫৯
মুরাকিব নিয়োগ ১৫৯
মুরাকিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৫৯
শরী'য়াহ বোর্ডের জন্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের করণীয় ১৬১
শরী'য়াহ বোর্ডের ভূমিকা ও কার্যাবলী ১৬৪

পঞ্চম অধ্যায় ঃ **ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কার্যক্রমের মূল্যায়ন** (১৬৭-১৭৮)
ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'য়াহ অডিটের বিবেচ্য বিষয়সমূহ ১৬৭
জেনারেল ব্যাংকিংয়ে বিবেচ্য বিষয়াবলী ১৬৭
বিনিয়োগ কার্যক্রমে বিবেচ্যবিষয় ১৬৮
বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ১৬৯
বাই মুরাবাহা (MIB/MPI) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ ১৭০
বাই সালাম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ ১৭১
ইসতেসনা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

মুশারাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ ১৭২
মুদারাবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ ১৭২
হায়ার পার্চেজ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ ১৭৩
ক্যাপিটাল মার্কেট এর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ ১৭৪
ব্যালেন্স শীট নিরীক্ষা ও সন্দেহযুক্ত আয় পৃথকীকরণ ১৭৫
ইসলামী বীমা কোম্পানিতে শরী'য়াহ পরিপালনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ ১৭৭

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সুপারিশ ও প্রস্তাবনা (১৭৯-১৮৫)
জনগণ ১৭৯
সরকার ১৭৯
কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১৮০
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বা IDRA ১৮১
ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির পরিচালকগণ ১৮২
শরী'য়াহ কাউন্সিল বা বোর্ড ১৮২
ইসলামী ব্যাংকসমূহ ১৮৩
ইসলামী বীমাসমূহ ১৮৪
অন্যান্য সহায়ক প্রতিষ্ঠান ১৮৫

পরিশিষ্ট ঃ (১৮৬-২১৯)
ক. ব্যাংকিংয়ে শরী'য়ার বাস্তবায়ন জানার নিমিত্তে তৈরিকৃত ফরমেট ১৮৬
খ. ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরী'য়াহ অডিটের ফরমেট ১৯১
গ. ব্যাংকিংয়ে শরী'য়াহ সুপারভাইজরী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদনের নমুনা ১৯৭
ঘ. সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ এর পরিচিতি ও কার্যক্রম ১৯৮
ঙ. বীমায় শরী'য়াহ বাস্তবায়ন জানার নিমিত্তে তৈরিকৃত একটি ফরমেট ২০৩
চ. ইসলামী বীমায় শরী'য়াহ অডিটের ফরমেট ২০৮
ছ. ইসলামী বীমায় শরী'য়াহ কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদনের নমুনা ২১৩
জ. সেন্ট্রাল শরী'য়াহ্ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইনসিওরেন্স অব বাংলাদেশ এর পরিচিতি ও কার্যক্রম ২১৪
উপসংহার ২১৭
গ্রন্থপঞ্জী ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রসঙ্গ কথা

প্রচলিত সুদ ভিত্তিক ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করে সমসাময়িক বিশ্বে অভূতপূর্ব সাফল্যের সোপান রচনা করতে সক্ষম হয়েছে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা। চলতি শতকের মধ্যবর্তী অবস্থা পর্যন্ত যা ছিল শুধু মুসলিম উম্মাহর কাছে স্বপ্ন আজ তা শুধু বাস্তবই নয়, প্রচলিত সুদী ব্যবস্থা থেকে অনেক দিক থেকেই অগ্রসর ও সাফল্যের দাবীদার। মানব মনে প্রশ্ন ছিল কিভাবে সুদ বর্জন করে ব্যাংক ও বীমা পরিচালিত হবে? সুদ ছাড়া কিভাবে ব্যাংক ও বীমা চলবে? ইসলামের সেই বিধি-বিধানগুলো কি কি যার মাধ্যমে সুদকে উপেক্ষা করা যায়? ব্যাংক ও বীমা কার্যক্রমে কিভাবে শরী'য়ার বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা যায়? যেই ব্যাংক ও বীমাতে চাকরী করা হারাম বলা হত সেই ব্যাংক ও বীমাকে কিভাবে ইসলাম অনুমোদন করে?

কথা হলো আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। জাগতিক জীবনে আল্লাহর বিধান পালনের জন্য তিনিই মানুষকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর আল্লাহ সাধ্যাতিত কোন কাজ মানুষের উপর চাপিয়ে দেন না। বর্তমান যুগে ব্যাংক ও বীমার প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যকীয়। তাই এ সকল ক্ষেত্রেও রয়েছে ইসলামের সুস্পষ্ট নীতিমালা যা পালন করা হলে সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হবে ও সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ বয়ে আনবে। ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায় কিভাবে ইসলামী শরী'য়াহ বাস্তবায়ন হচ্ছে সেই বিষয়ে আমার এই গবেষণা।

আমার এ থিসিসে প্রথমেই আমি ব্যাংকের পরিচয়, ইসলামী ব্যাংকের পরিচয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা, ক্রম বিকাশ ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করেছি। তারপর বীমা ও ইসলামী বীমার পরিচয়, উভয়ের মাঝে পার্থক্য, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা পেশ করেছি। ক্রমান্বয়ে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থার কর্মপদ্ধতি ও বিনিয়োগ পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এভাবে ইসলামী শরী'য়াহ, শরী'য়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। তারপর শরী'য়াহ বোর্ড ও শরী'য়াহ বোর্ডের কার্যক্রম, মুরাকিব ও মুরাকিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

পরবর্তীতে ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায় শর'য়ী ক্রটিসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সকল শর'য়ী সমস্যাসমূহ দূর করণে করণীয় সম্পর্কে প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত বলতে চাই মানুষ শব্দটি বাংলা তাঁর আরবী 'ইনসান' এটি 'নাসইউন' থেকে এসেছে যার অর্থ হলো ভুলে যাওয়া বা ভুল করা। মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার বিধান পালনে অনিচ্ছায় ভুল হবে এটিই স্বাভাবিক তবে মানুষ ইচ্ছাকৃত ভুলে নিমজ্জিত থাকবে না। প্রচলিত ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায় ইসলামী শরী'য়াহ পরিপালনের অনেক চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য দূর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। আশা করা যায় এ গবেষণার মাধ্যমে ব্যাংক ও বীমা ব্যাবস্থার সাথে জড়িত ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে মুসলিমগণ ইসলামী শরী'য়াহ মানার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও উপকৃত হতে পারবেন। সুতরাং ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায় ইসলামী শরী'য়াহ বাস্তবায়নের মাধমে সমাজে অর্থের সুষম বণ্টন, শোষনের অবসান ও আর্থ-সামাজিক জীবনে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং সুদের ভয়াবহ অভিশাপ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে যা ইসলামী শরী'য়ার মূল লক্ষ্য।

(মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন)
এম. ফিল. গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়

ব্যাংক ও বীমার পরিচয়

ব্যাংক এর পরিচয়

আধুনিক যুগে "ব্যাংক" শব্দটির অর্থ অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। সাধারণত ব্যাংক বলতে ঐ সকল ব্যক্তি, ফার্ম, প্রতিষ্ঠান কিংবা কর্পোরেশনকে বুঝায় যাঁরা অর্থ ও ঋণের ব্যবসা করে থাকে। নিম্নে ব্যাংকের কতিপয় সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলোঃ

R. P. Kent এর মতে- "A Bank is an institution, the Principle function of which is to collect the unutilized money of the people and to lend it to others"

অর্থাৎ ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যার প্রধান কাজ হচ্ছে জনগণের অলস টাকা সংগ্রহ করা এবং তা অন্যদের ধার দেয়া।[১]

Professor Chambers এর মতে- "A Bank is an office or institution for the keeping, lending and exchanging etc. of money"[২]

অর্থাৎ ব্যাংক হলো একটি কার্যালয় বা প্রতিষ্ঠান যার কাজ হলো অর্থ গ্রহণ ও রক্ষণ, ঋণদান এবং বিনিময় ইত্যাদি কার্যাদি।

The Imperial Dictionary অনুযায়ী-

"A Bank is an establishment which trades is money, an establishment for deposit, custody and issue of money and also for granting loans and discounting bills and facilitating transmission of remittances from one place to another'[৩]

অর্থাৎ: ব্যাংক এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান, যা অর্থ দিয়ে ব্যবসা করে, নিজস্ব জিম্মায় টাকা জমা রাখে ও অর্থ প্রচলন করে এবং ঋণ মঞ্জুর করে, বিল বাট্টা করে এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে রেমিটেন্স স্থানান্তর করে।

---

১. মজিবুর রহমান, *'ব্যাংকিং'* (ঢাকা: আতিকুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২), পৃষ্ঠা নং ২
২. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান, *'উচ্চতর ব্যাংকিং ও বীমা'* (ঢাকা: দি যমুন পাবলিশার্স, ২০০০), পৃষ্ঠা নং ৩
৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে আমরা বলতে পারি ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী কারবারী প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের নিকট থেকে আমানত গ্রহণ করে, গৃহীত আমানত অধিক লাভে বিনিয়োগ করে, নোট ও চেক প্রচলন, অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণ, অর্থ ও ঋণের দলিল বিনিময়, বিল বাট্টাকরণ, অর্থ স্থানান্তর ও অন্যান্য অর্থসংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করে মুনাফা অর্জন করে।

ইসলামী ব্যাংকের পরিচয়

ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংকিং খাতে ইসলামের অর্থনৈতিক ও আর্থিক নীতিমালার বাস্তবায়ন করা।

ইসলামী ব্যাংকের পরিচয় সম্পর্কে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) অভিমত হলো:

"Islamic Bank is a financial institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations'.[৪]

অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা তাঁর উদ্দেশ্য মূলনীতি এবং কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরীয়তের সকল নীতিমালা মেনে চলে এবং তার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে।

ইসলামী ব্যাংকিং আইন ১৯৮৩ মালয়েশিয়া অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক হলো:

"Islamic Bank is a company which carries on Islamic Banking business. Islamic Banking business means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the religion Islam'[৫]

অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি কোম্পানি যা ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায় নিয়োজিত, ইসলামী ব্যাংকিং হলো এমন এক ধরনের ব্যবসা যার লক্ষ্য এবং কার্যক্রমের কোথাও এমন কোন উপাদান নেই যা ইসলাম অনুমোদন করে না।

---

৪. সম্পাদনা পরিষদ, '*টেক্সট বুক অন ইসলামিক ব্যাংকিং*' (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, প্রথম সংস্করণ, ২০০৩), পৃষ্ঠা নং ৭১

৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, '*ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*' (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৮), পৃষ্ঠা নং ৮১

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে ইসলামী ব্যাংক হলো আর্থিক মধ্যস্থতার এমন একটি পদ্ধতি যা তার লেনদেনে সুদ গ্রহণ ও প্রদান করে না এবং এর কার্যাবলী এমনভাবে পরিচালনা করে যাতে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হয় ও লেনদেনে ইসলামী নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা

সমাজকল্যাণকামী হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনাতীত। তার মধ্য থেকে দুটি দিক বেশি গুরুত্ববহন করে।

১. মহান আল্লাহ তা'য়ালা ব্যবসাকে করেছেন হালাল আর সুদ করেছেন হারাম।[৬] মুমিন হিসেবে এ ঘোষণা আসার পর সুদী কারবারে জড়ানোর কোন সুযোগ নেই। সুদী কারবারের মূল উৎপাটন করতে ও হালাল উপায়ে ব্যবসা বানিজ্য পরিচালনা করার জন্য ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে পরে। কতিপয় কাজ করা যেমনিভাবে ফরজ তেমনিভাবে কতিপয় কাজ থেকে বেঁচে থাকাও ফরজ। তাই সালাত যাকাত এর মত সুদ থেকে বেঁচে থাকাও ফরজের অন্তর্ভুক্ত ।[৭]
২. সুদভিত্তিক ব্যাংকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি। সুদনির্ভর প্রতিষ্ঠান সুদের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে শোষণ করে। সুদের কারণে ব্যবসায়ীর নৈতিকতা নষ্ট হয়। পণ্যের ওপর সুদের বাড়তি মূল্য যোগ হওয়ায় বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। ফলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী কমে যায়। এ সকল অবস্থার মুকাবিলায় ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্ব অপরিসীম।[৮]

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য এক একটি লক্ষ্যস্থল রয়েছে ঐদিকেই সে মুখমন্ডল প্রত্যাবর্তীত করে।[৯] ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পেছনেও কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিহিত আছে। এসকল লক্ষ্য উদ্দেশ্য ইসলামী অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক নিষিদ্ধ সুদের ভয়াবহ শোষণ থেকে সমাজকে মুক্ত করাই ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য। ইসলামী ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় উদ্দেশ্য নিম্নে পেশ করা হলো-

---

৬. আল কুরআন, ২ : ২৭৫
৭. ইকবাল কবীর মোহন, *'ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং'* (ঢাকা: জেরিন পাবলিশার্স, সপ্তম প্রকাশ, মে ২০১৪), পৃষ্ঠা নং ১২৮
৮. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৮৩
৯. আল কুর'আন, ২: ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

১. সুদের বিলোপ সাধন
সুদের কুফল থেকে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে মুক্ত করা ও আয়ের উৎস হিসেবে শ্রমের মর্যাদা পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করা।

২. সম্পদের সুষম বণ্টন
আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক আকাশ ছোয়া বৈষম্য দূরিকরণে ইসলাম সাদকা, যাকাত, উশর, কর ও সম্পদ হস্তান্তর নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। আর এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৩. আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা
অর্থ সম্পদ যেন এক শ্রেণী লোকের কাছে পুঞ্জীভূত না হয় বরং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ অর্থ দ্বারা উপকৃত হতে পারে সে লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক কাজ করে। সম্পদ কতিপয় লোকের নিকট যেন আবর্তিত না হয় সে ব্যাপারে কুর'আন সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করেছে-
"আল্লাহ্ এ জনপদবাসীদের নিকট থেকে তাঁর রাসূল (সা.) কে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রাসূল (সা.) এর, স্বজনগণের ও ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যাঁরা বিত্তবান তাঁদের মধ্যেই ঐশ্বর্য আবর্তন না করে"[১০]

৪. বেকারত্ব দূরীকরণ
ইসলামী ব্যাংক বিত্তবান, স্বল্প বিত্ত ও বিত্তহীন লোকদেরকে বিনিয়োগ প্রদান করে। এ সকল লোক ব্যাংকের বিনিয়োগ নিয়ে উৎপাদনশীল খাতে খরচ করে বিধায় কর্মসংস্থানের সুযোগ হয় ও বেকারত্ব দূর হয়।[১১]

৫. অলস পুঁজি একত্রকরণ ও বিনিয়োগ করা
অনেকেরই স্বাভাবিক জীবন যাপনের পর কিছু সম্পদ অলসভাবে পরে থাকে। এ সম্পদগুলো একত্র করে শিল্প স্থাপন করা যায় যা মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষ উৎপাদন করবে । ইসলাম যেমনিভাবে অতিরিক্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত করতে নিষেধ করেছে তেমনি অলস সম্পদ উৎপাদনমুখী কাজে লাগানোকে উৎসাহিত করেছে। এ সকল কাজগুলো সম্পাদনে ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সম্পদ অলস না রাখার ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেন-

১০. আল কুর'আন, ৫৯: ৭
১১. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

"যে ব্যক্তির জমি রয়েছে সে যেন তা চাষ করে। সে যদি চাষ করতে অক্ষম হয় তবে তা তাঁর মুসলিম ভাইকে দিয়ে দিবে চাষ করার জন্য"[১২]

ইসলামী ব্যাংকের কর্মনীতি

- শরী'য়াহ মোতাবেক সকল কাজ পরিচালনা করা।
- আর্থিক কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে সুদমুক্ত করা।
- ব্যাংকিং কার্যক্রমকে জনকল্যাণেল লক্ষ্যে পরিচালিত করা।
- বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামী নীতির অনুসরণ করার কারণে কেবলমাত্র মুনাফাকে অগ্রাধিকার দানের পরিবর্তে সমাজের সাধারণ চাহিদার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিনিয়োগ খাতের অগ্রাধিকার নিরূপণ করা।
- ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।
- মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।
- ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।[১৩]

ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত সুদী ব্যাংকের মাঝে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা পূর্বক যে সকল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা নিম্নে পেশ করা হলো:

ক্রমিক	ইসলামী ব্যাংক	সুদভিত্তিক ব্যাংক
১	ইসলামী ব্যাংকিং ইসলামী অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ	সুদভিত্তিক ব্যাংক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বাই প্রডাক্ট
২	ইসলামের আর্থ সামাজিক সুবিচার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের উদ্দেশ্য	ব্যাংকের মালিকদের পুঁজি বাড়ানোই সুদভিত্তিক ব্যাংকের উদ্দেশ্য
৩	সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দিকে সম্পদের প্রবাহ ধাবিত করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম কৌশল	সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থায় সম্পদের প্রবাহ পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের দিকে ধাবিত হয়

২য় সংস্করণ,
১২. মাকতাবাতুশ শামেলা, ~~প্রাগুক্ত~~, ইমাম আবু আবদির রহমান আহমাদ ইবনু শুয়াইব আন নাসাঈ, *'সুনানে নাসাঈ'* হাদীস নং ৩৮১৪
১৩. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৮৪

ক্রমিক	ইসলামী ব্যাংক	সুদভিত্তিক ব্যাংক
৪	আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস এবং সকল স্তরের মানুষের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক অগ্রাধিকার খাতে বিনিয়োগ করে	বিত্তবানদের স্বার্থে সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। অর্থায়নের জন্য প্রকল্প নির্বাচনে কোন নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের মানদন্ড কাজ করে না
৫	হালাল পদ্ধতিতে জমা গ্রহণ করে এবং হালাল খাতে হালাল পন্থায় বিনিয়োগ করে	জমা সংগ্রহ ও বিনিয়োগে হালাল হারামের বিধান অনুসরণ করা হয় না
৬	মুদারাবা পদ্ধতিতে জমাকারীগণ বিনিয়োগের ঝুঁকি বহন করে	জমাকারী কোন ধরনের ঝুঁকি বহন করে না। মূল জমা পূর্ব নির্ধারিতহারে সুদসহ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা ভোগ করে
৭	পুঁজির স্বাভাবিক বিকাশে সহায়তা করে	পুঁজির স্বাভাবিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয় এবং অর্থনীতিতে ভারসাম্যতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে
৮	অনগ্রসর সমাজের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রাধান্য দেয়	ব্যবসার সামগ্রিক আয়োজন কতিপয় পুঁজিবাদির মুনাফা বাড়ানোর লক্ষ্যে নিবেদিত
৯	ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক হলো মুদারিব ও সাহিবে মাল, ক্রেতা ও বিক্রেতা, কারবারের অংশিদার কিংবা ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতা	ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক হলো ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা
১০	কার্যক্রম শরী'য়াহসম্মত ভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নিশ্চিত করে শরী'য়াহ কাউন্সিল	শরী'য়াহ বোর্ডের প্রয়োজন মনে করে না বা স্বীকার করে না
১১	সম্পর্ক ভ্রাতৃত্বমূলক হওয়ায় পারস্পরিক সহযোগীতা ও আস্থা বৃদ্ধি পায়	একে অন্যের দুঃসময়ে হাত বাড়াতে উদ্বুদ্ধ করে না। পারস্পরিক অনাস্থা ও বিশ্বাসহীনতার জন্ম দেয়
১২	বহুমূখি বিনিয়োগ পদ্ধতির ব্যবস্থা আছে	বিনিয়োগ পদ্ধতি সীমিত
১৩	প্রকল্প বাস্তবায়নের সফলতা ব্যর্থতার বিষয়টি মূল্যায়ন করে	প্রকল্প বাস্তবায়নের সফলতা ব্যর্থতার বিষয়টি মূল্যায়ন না করে সহায়ক জামানতের উপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়
১৪	বিনিয়োগ পদ্ধতি সরাসরি পণ্যের সাথে সম্পৃক্ত ও এক খাতের টাকা অন্য খাতে নেয়ার সুযোগ কম বিধায় পাওনা অনাদায়ী হওয়ার আশংকা কম	টাকা বেচা কেনার পদ্ধতিতে টাকার লেনদেন হয় ও এক খাতের টাকা অন্য খাতে নেয়ার সুযোগ থাকায় অনাদায়ী পাওনার পরিমাণ বেড়ে যায়

Dhaka University Institutional Repository

১৫	গ্রাহকের ব্যক্তি চরিত্র, নীতি নৈতিকতা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দিয়ে এ ব্যাংক কাজ করে	গ্রাহক কর্তৃক সুদ ফেরত দেয়ার সামর্থের দিকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। গ্রাহকের ব্যক্তি চরিত্র, নীতি নৈতিকতা এবং সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব দেয় না
১৬	শরী'য়াহ অননুমোদিত খাত থেকে পাওয়া অর্থ ব্যাংকের আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না তা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয়	যে কোন উৎস থেকে পাওয়া অর্থ ব্যাংকের আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয় হালাল হারামের কোন বাছ বিচার করা হয় না[১৪]

ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের ইতিহাস

পরাধীন মুসলিম দেশগুলোতে মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা দাবির সাথে তাঁদের বিশ্বাসভিত্তিক নিজস্ব বিধি বিধানের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা যুক্ত ছিল। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজ পুনর্গঠনের এই আকাঙ্খা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে অধিকতর সংহত রূপ লাভ করে। এ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে ইসলামী অর্থনীতি ও সমাজ রচনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের চিন্তার রাজ্যে ঝড় তোলেন আল্লামা ইকবাল, হাসান আল বান্না ও মওদুদীর মতো কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য ইসলামী পন্ডিতগণ। পঞ্চাশের দশকে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষে চিন্তা ও গবেষণা কার্যক্রম অধিকতর জোরদার হয়। এ ক্ষেত্রে হিমালয়ান উপমহাদেশের ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা হিফযুর রহমান ও সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী চল্লিশের দশকের শুরুর দিকে প্রকাশিত তাঁদের গ্রন্থে ইসলামী অর্থনীতির উপর আলোকপাত করেন। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আনোয়ার ইকবাল কোরেশী ইসলামী ব্যাংকিং এর একটি কাঠামোগত ধারণা পেশ করেন।

১৯৫২ সালে শেখ মাহমুদ আহমদ তাঁর 'Economics of Islam' নামক প্রবন্ধে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয় উত্থাপন করেন। ১৯৫৫ সালে মোহাম্মদ উযায়ের তাঁর 'An outline of interestless banking' শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামী ব্যাংকের কর্মপদ্ধতিতে মুদারাবা মূলনীতি সংযুক্ত করার কথা বলেন।

১৪. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

১৯৬১ সালে মিসরে ইসলামী গবেষণার সর্বোচ্চ কেন্দ্ররূপে 'কলেজ অব ইসলামিক রিসার্চ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। [১৫] ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসের ৭ তারিখ এ কলেজের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ৪০টিরও বেশি মুসলিম দেশের শতাধিক নেতৃস্থানীয় ইসলামী বিশেষজ্ঞ যোগদান করেন। তাঁরা সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার বিকল্পরূপে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি গড়ে তোলার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন।[১৬] ১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় কিস্তিতে হজ্জের অর্থ জমা গ্রহণের উদ্দেশ্য 'পিলগ্রিমস সেভিংস কর্পোরেশন' নামে সুদমুক্ত একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৬৩ সালে ডক্টর আহমদ আল নাজ্জারের উদ্যোগে মিসরের কায়রো থেকে একশ কিলোমিটার দূরে 'মিটগামার' নামক এক গ্রামে আধুনিক বিশ্বের প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৬ সালে মোহাম্মদ আল আরাবী ও ১৯৬৪ সালে এস এ ইরশাদ ইসলামী ব্যাংকের কর্মকৌশল হিসেবে মুদারাবা নীতি অনুসরণের পরামর্শ দেন। ১৯৬৮ সালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের দুই স্তর বিশিষ্ট মডেল উপস্থাপন করেন।

১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ায় পার্লামেন্টে আইন পাস করার মাধ্যমে ইসলামী শরী'য়াহভিত্তিক সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানরূপে 'তাবুং হাজী' প্রতিষ্ঠা করা হয়[১৭]। ১৯৭০ সালে ও.আই.সি. দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে মিসরের কায়রোতে 'নাসের সোস্যাল ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালে ও.আই.সি দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৭৪ সালে ও.আই.সি. দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ আই.ডি.বি চার্টারে স্বাক্ষর করেন। ১৯৭৪ সালে ইসলামী সম্মেলনে সংস্থাভুক্ত দেশগুলো শরী'য়াহভিত্তিক ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সনদ স্বাক্ষর করে।[১৮] ১৯৭৫ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক যাত্রা শুরু করে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠাতা অবিভাবকের ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে।[১৯] ১৯৭৫ সালে 'দুবাই ইসলামিক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' নামে মিসর ও সুদানে দুটি বেসকরকারী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৭ সালে জর্দানে 'ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৮ সালে জর্ডানে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২০] ১৯৭৯

১৫. প্রাগুক্ত
১৬. প্রাগুক্ত
১৭. প্রাগুক্ত
১৮. প্রাগুক্ত
১৯. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত
২০. এ. এ. এম. হাবীবুর রহমান *'ইসলামী ব্যাংকিং'* (ঢাকা: হেলেনা পারভীন, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ ২০১৩), পৃষ্ঠা নং ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সালে ইরান সরকার তার সামগ্রিক ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[২১]

১৯৮০ সালের মে মাসে ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একাদশ সম্মেলন ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর শামস উল হক এ সম্মেলনে ইসলামী আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহবান জানান যার শাখা সকল সদস্য দেশে সম্প্রসারিত হবে। তিনি ইসলামিক কমন মার্কেট প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে মক্কা ও তায়েফে তৃতীয় ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে মুসলমানদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ব্যাংকব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়ে বলেন:

'The Islamic countries should develop a separate banking system of their own in order to facilitate their trade and commerce'[22]

১৯৮২ সালে এম মোহসিন আধুনিক পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে একটি বিস্তৃত কাঠামোগত ধারণা পেশ করেন।

১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়ায় ও তুরস্কে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাস করা হয়। ১৯৮৩ সালে দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামী ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে ১ জুলাই থেকে পাকিস্তানে সুদভিত্তিক ব্যাংকিং লেনদেন সম্পুর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়।[২৩] ১৯৯০ সালে ২৬ ফেব্রুয়ারী আলজিয়ার্সে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একাউন্টিং, অডিটিং, গভর্নেস, ইথিকস এবং শরী'য়াহ বিষয়ক স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের লক্ষ্যে 'আওইফি' প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৪] ২০০২ সালে ৩ নভেম্বর মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে আই.এফ.এস.বি যাত্রা শুরু করে আই.ডি.বি, আওইফি ও আই.এম.এফে এর সহযোগিতায়।[২৫] ২০০৬ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন ইন ইসলামিক ফাইন্যান্স বা

---

২১. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৩৫
২২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত
২৩. প্রাগুক্ত
২৪. *ইসলামিক ফাইন্যান্স* (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, বুলেটিন, দ্বিতীয় সংখ্যা, মে ২০০৫) পৃষ্ঠা নং ৬
২৫. ওয়েবসাইট ঃ http//:www.ifsb.org

Dhaka University Institutional Repository

ইনসেইফ (INCEIF) যেখানে শিক্ষার্থীদের ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানদানের পাশাপাশি মাস্টার্স ও পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।[২৬]

নিম্নোক্ত দেশগুলোতে ইসলামী ব্যাংক কার্যক্রম চালু রয়েছে:

১. মিসর
২. মালয়েশিয়া
৩. সৌদি আরব
৪. দুবাই
৫. সুদান
৬. জর্দান
৭. পাকিস্তান
৮. ইরান
৯. বাংলাদেশ
১০. আলজিয়ার্স
১১. আফগানিস্তান
১২. আলজেরিয়া
১৩. আলবেনিয়া
১৪. আর্জেন্টিনা
১৫. অস্ট্রেলিয়া
১৬. বাহামা
১৭. বাহরাইন
১৮. ব্রুনেই
১৯. কেইমান দ্বীপপুঞ্জ
২০. সাইপ্রাস
২১. ডেনমার্ক
২২. জিবুতি
২৩. জার্মানি
২৪. গিনি

২৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

২৫. গাম্বিয়া
২৬. ভারত
২৭. ইন্দোনেশিয়া
২৮. ইরাক
২৯. কাজাকিস্তান
৩০. কিবরিজ তুর্কী প্রজাতন্ত্র
৩১. কুয়েত
৩২. লেবানন
৩৩. লিচটেনস্টিন
৩৪. লুক্সেমবার্গ
৩৫. মৌরিতানিয়া
৩৬. মরক্কো
৩৭. নাইজার
৩৮. প্যালেস্টাইন
৩৯. ফিলিপাইন
৪০. কাতার
৪১. রাশিয়া
৪২. সেনেগাল
৪৩. দক্ষিন আফ্রিকা
৪৪. সুইজারল্যান্ড
৪৫. থাইল্যান্ড
৪৬. তিউনেশিয়া
৪৭. তুরস্ক
৪৮. সংযুক্ত আরব আমিরাত
৪৯. যুক্তরাজ্য
৫০. যুক্তরাষ্ট্র
৫১. ইয়ামেন
৫২. বসনিয়া

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবসায়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কারণে বহু সুদভিত্তিক আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানও ইতিমধ্যে ইসলামী পদ্ধতির প্রতি ঝুঁকছে। বিশ্বের কর্তৃত্বশীল সিটি গ্রুপের 'গ্লোবাল ইসলামিক ফিন্যান্স গ্রুপ' দি ইউ.এস. গ্রুপ এর 'ইসলামিক ফান্ড' এইচ.এস.বি.সি এর 'গ্লোবাল ইসলামিক ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্ট' তাঁদের গ্রাহকদের সামনে শরী'য়াহ অনুমোদিত নানা পদ্ধতি ও সেবা উপস্থিত করছে।[২৭]

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের বিকাশধারা

বাংলাদেশ যে রাষ্ট্রটি দীর্ঘ ৯০ বছর ব্রিটিশ সাম্রজ্যবাদের কলোনীরূপে শাসিত হচ্ছে তারও আগে ১০০ বছর যাবৎ এ দেশটি ইস্ট ইন্ডিয়া নামক একটি বিলাতি ব্যবসায়ী কোম্পানি ও তাঁদের কলকাতাকেন্দ্রিক দালাল সহযোগী শ্রেণীর মিলিত শোষণ ও লুণ্ঠনের ক্ষেত্র ছিল। এ সময় সুদখোর মহাজনদের নিষ্ঠুর নির্যাতন এ অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের নিত্যদিনের ভাগ্যলিপিতে পরিণত হয়। এদেশের মানুষ দীর্ঘদিন উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এবং তাঁদের দেশীয় লুটেরা সহযোগীদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। তাঁদের এ লড়াইয়ে রাজনৈতিক আযাদী হাসিলের আকাঙ্খার সাথে জড়িয়ে ছিল তাঁদের বোধ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার স্বপ্ন। বিশ্বাসগত কারণে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সুদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমূলক মনোভাব গড়ে উঠেছে। সুদের বিরুদ্ধে তাঁরা যুগ যুগ সংগ্রাম করেছেন।

বাংলাদেশের ফকির বিদ্রোহ, কৃষক বিদ্রোহ, ফরায়েযী আন্দোলন এবং শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির আন্দোলন সুদ উচ্ছেদের দাবি ছিল সমুচ্চারিত। সুদের প্রতি ঘৃণাভাব এদেশের মানুষ বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। তাই একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, সাতজন সুদখোরের নাম লিখে গরুর গলায় ঝুলিয়ে দিলে সে গরুর ঘায়ের পোকা পড়ে যায়। মহাজনী সুদের মতো প্রাতিষ্ঠানিক সুদের ব্যাপারেও জনগণের মনোভাব এক ও অভিন্ন।

সুদ বিলোপের আকাংখা পূরণের লক্ষ্যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিট্রিশ শাসনাধীন বাংলাদেশের কক্সবাজার ও যশোরসহ একাধিক এলাকায় সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। কিন্তু তৎকালীন আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে সে সব উদ্যোগ স্থায়ী হয়নি।

---

২৭. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৪২

বাংলাদেশ ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই এ দেশের অধিকাংশ মানুষের মনে আদর্শিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে তাঁদের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়। ১৯৪৮ সালে পহেলা জুলাই স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যাংকের প্রথম গভর্ণর জনাব জাহিদ হোসেন দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে শরী'য়ার নীতিমালার ভিত্তিতে পুনর্গঠনের আহবান জানান। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন[২৮]। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ১২ তারিখ পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তানের জন্য কুর'আন সুন্নাহ ভিত্তিক 'আদর্শিক মূলনীতি প্রস্তাব' গৃহীত হয়। পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভের পর মূলত মুসলিম বিশ্বে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন শক্তিশালী হয়। ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক বা আই.ডি.বি এর চার্টারে স্বাক্ষর করে ও নিজ দেশে ইসলামী শরী'য়ার ভিত্তিতে অর্থনীতি ও ব্যাংকিং কার্যক্রম প্রচলনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত ইসলামিক পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা অনুমোদন করা হয়।[২৯] ১৯৭৯ সালে নভেম্বর মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ মহসিন দুবাই ইসলামী ব্যাংকের ন্যায় বাংলাদেশে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য পররাষ্ট্র সচিবের নিকট চিঠির মাধ্যমে সুপারিশ করেন। ১৯৮০ সালে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালিন গবেষণা পরিচালক এ এস এম ফখরুল আহসান দুবাই, মিসর ও কায়রো সফর করে একটি প্রতিবেদন পেশ করেন যাতে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। ১৯৮০ সালের ১৫-১৭ ডিসেম্বর ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরোর উদ্যোগে ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় তাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীণ গভর্ণর জনাব নুরুল ইসলাম বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়ে ভাষণ দেন। ১৯৮১ সালের ২৬ অক্টোবর থেকে সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজে ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর এক মাস স্থায়ী এক সার্বক্ষণিক আবাসিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয় তাতে ৩৭ জন ব্যাংকার বিভিন্ন ব্যাংক থেকে অংশগ্রহণ করেন। ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ওয়ার্কিং গ্রুপ ফর ইসলামী ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ, বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশসহ আরো অনেক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ইসলামিক ব্যাংকিং এর সেমিনার আয়োজন করেন। ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে আসেন।

---

২৮. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত
২৯. প্রাগুক্ত

তাঁরা বাংলাদেশে বেসরকারী খাতে যৌথ উদ্যোগে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় আই.ডি.বি অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন।[৩০]

বহু গবেষণা ও পর্যালোচনার পর ১৯৮৩ সালে দক্ষিন এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড" প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সফল অগ্রযাত্রার ফলে পরবর্তীতে আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৮৭ সালে "আল বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড" প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যার বর্তনাম নাম "আইসিবি ইসলামী ব্যাংক"।

১৯৯৫ সালে "আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড" ও " সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড (বর্তমান নাম সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড)" ব্যাংক দুটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩১] ধারাবাহিকভাবে অনেক উদ্যোগতাই তাঁদের ব্যাংকগুলোকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংকিং শাখা ও ইসলামী উইং খুলে কার্যক্রম শুরু করেন যার তালিকা ও প্রতিষ্ঠাকাল নিম্নে প্রদান করা হলো-

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৮৩
২. আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ১৯৮৭
৩. আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ১৯৯৫
৪. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ১৯৯৫
৫. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ২০০১
৬. এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৪
৭. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৯
৮. ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড, ২০১৩[৩২]

৩০. প্রাগুক্ত
৩১. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৩৭
৩২. মোঃ ফরিদ উদ্দিন, *'ইসলামী ব্যাংকিং এ্যান্ড ফাইন্যান্স শীর্ষক ২৭তম প্রশিক্ষণ'* ব্যাংকিং লেনদেনে শরীয়াহ পরিপালন-বিষয়ক লেকচার, (এক্সিম ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংক অব বাংলাদেশ, এপ্রিল ৪-৯, ২০১৫)

Dhaka University Institutional Repository

শাখা ধারী ইসলামী ব্যাংক

১. প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড, ১৯৯৫
২. ব্যাংক আল ফালাহ, ১৯৯৭
৩. ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৩
৪. যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৩
৫. সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৩
৬. দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৩
৭. দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৩
৮. স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লিমিটেড,২০০৪
৯. এইচএসবিসি ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৪
১০. এবি ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৫

উইংধারী ইসলামী ব্যাংক

১. ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ২০০৮
২. ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড, ২০০৮
৩. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, ২০০৯
৪. পূবালী ব্যাংক লিমিটেড, ২০১০
৫. সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, ২০১০
৬. অগ্রনী ব্যাংক লিমিটেড, ২০১০[৩৩]

৩৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বীমা

বীমার পরিচয়

মানুষের জীবন যাত্রার প্রতিটি পর্যায়ে বিপর্যয়জনিত অনিশ্চয়তা প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনার ফলে সম্পদ ও সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঝুঁকি থেকে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা এবং অনিশ্চয়তা থেকে সৃষ্ট ক্ষয় ক্ষতি পূরণ করার চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা বীমা নামে পরিচিত। বীমাকে বহু ব্যক্তির মধ্যে ক্ষতি বণ্টনের সমবায় পন্থা হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। বীমা হলো মানুষের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকির বিপক্ষে এক ধরনের আর্থিক প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা। বীমা হলো ঝুঁকি বণ্টনের একটি সহায়কমূলক ব্যবস্থা। বীমা হলো ভবিষ্যতে ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে আগাম ব্যবস্থা।

বীমা হলো দু'ই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি যার মাধ্যমে এক বা একাধিক পক্ষ বীমাকারীর নিকট নির্দিষ্ট অংকের প্রিমিয়াম বা নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদার বিনিময়ে সম্পূর্ণ বা আংশিক ঝুঁকির ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয় এবং বীমাচুক্তিপত্রে উল্লেখিত নির্দিষ্ট কারণে বীমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে বীমাকারী চুক্তির শর্তানুযায়ী বীমাগ্রহীতা বা তাঁর প্রতিনিধিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ বা অর্থ প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়।

Prof. Mark R. Greene এর মতে:

"Insurance is an economic institution that reduces risk both to society and to individuals by combining under one management a large group of objects so situated that the aggregate losses to which society is subject become predictable within narrow limits"[৩৪]

অর্থাৎ "বীমা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা একটি মাত্র ব্যবস্থাপনার অধীনে বহুসংখ্যক উদ্দেশ্যকে এমনভাবে সমন্বিত করে যাতে করে সমাজ যেসব ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে সে সবকে সীমিত পরিসরে অনুমানপূর্বক সমাজ ও ব্যক্তি উভয়েরই ঝুঁকি হ্রাস করা যায়।"

Prof. M. N. Mishra বীমার কার্যভিত্তিক সংজ্ঞায় বলেন:

"Insurance is co-operative form of distributing a certain risk over a group of persons, who are exposed to it"[৩৫]

৩৪. আজিজ আহমেদ সাদেক রেজা এম. এ. কালাম, '*বীমা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা*' (ঢাকা: কমার্স পাবলিকেশন্স, সপ্তম প্রকাশ, জুন, ২০১১), পৃষ্ঠা নং ৭
৩৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ "বীমা হচ্ছে এমন এক সমবায়ভিত্তিক যৌথ লোকসান বণ্টন ব্যবস্থা, যেখানে নির্দিষ্ট ঝুঁকিজনিত ক্ষয় ক্ষতি একাধিক সম্পৃক্ত ব্যাক্তির মধ্যে বণ্টন হয় এবং যাঁরা উক্ত ঝুঁকির বিরুদ্ধে নিজেদের বীমাবন্দি করতে সম্মত থাকে।"

প্রখ্যাত বীমা বিশারদ মি. পোর্টার বলেন:

'Human life is sorunded with lots of danger, Creating preventive measure against these danger is insurance.'[৩৬]

অর্থাৎ "মানুষের জীবন ও তাঁর কার্যাবলী বিভিন্ন প্রকার বিপদাপদে বেষ্টিত। এসব অজানা বিপদাপদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যবস্থাই হলো বীমা।"

সুতরাং একজনের ক্ষতি ভাগাভাগি করে নেয়ার ধারণা থেকে বীমা ব্যবস্থার উদ্ভব।

ইসলামী বীমার পরিচয়

বীমা বা ইন্স্যুরেন্স শব্দটি আমাদের নিকট অতি পরিচিত। তবে ইসলামী বীমার পরিচয় আমাদের অনেকের কাছে খুব পরিচিত নয়। ইসলামী বীমা "তাকাফুল" নামে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তাকাফুল শব্দটি আরবী "كفالة কাফালা" থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে যৌথ নিশ্চয়তা বা কারো আর্থিক প্রয়োজন পুরণের দায়িত্ব গ্রহণ করা।[৩৭]

তাকাফুল ব্যবস্থার অধীনে একদল লোক (পলিসি গ্রহণকারীগণ) নির্ধারিত কিছু বিপত্তির (Peril) দরুন সৃষ্ট ক্ষতি বা লোকসান কাটিয়ে উঠার জন্য নিজেদের মধ্যে যৌথ নিশ্চয়তা প্রদান করতে একমত হন। অংশগ্রহণকারী দলের সকল সদস্য চাঁদা প্রদান করে একটি তাবাররু (অনুদান) তহবিল গড়ে তোলেন। অতঃপর দলের কেহ যদি "তাকাফুল" সনদে বর্ণিত কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাহলে উক্ত তাবাররু (অনুদান) তহবিল থেকে তাঁর ক্ষতিপুরণ কিংবা তাকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। মূলতঃ তাকাফুল হচ্ছে একদল লোকের মধ্যে "অংশগ্রহণকারী বা Policy holders একটি সমঝোতা চুক্তি যেখানে তাঁরা কোন নির্দিষ্ট "চুক্তি পত্রে বর্ণিত" দুর্ঘটনা ঘটার ক্ষেত্রে পরস্পরকে আর্থিক সহযোগিতা করার নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। তাকাফুল ব্যবস্থার ভিত্তি হলো ভ্রাতৃত্ব, (Brotherhood), সংহতি (Solidaridy) ও পারস্পরিক সহযোগিতা (Mutual assistance), অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা গঠিত তাবাররু (অনুদান) তহবিলটি পরিচালনা করে একটি নিবন্ধিত তাকাফুল প্রতিষ্ঠান। ইসলামের মূলনীতির আওতায় তাকাফুল স্কীম পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য এর যাবতীয় লেনদেন ইসলামী চুক্তি

---

৩৬. প্রাগুক্ত

৩৭. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান,*'আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান'* (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ, মার্চ, ২০১১), পৃষ্ঠা নং ৬০৮

Dhaka University Institutional Repository

আইন মোতাবেক হতে হবে। তাই ইসলামী বীমা চুক্তি মুদারাবাহ বা লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ নীতিমালার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।[৩৮]

প্রখ্যাত ইসলামী গবেষক ও পন্ডিত আল্লামা ইউসুফ ইবন আব্দুল্লাহ আল সুবাইলি বলেন:

"ইসলামী তাকাফুল হচ্ছে, এমন একটি যৌথ চুক্তি, যা কিছু বিপত্তির দরুন সৃষ্ট ক্ষয় ক্ষতি বা লোকসান কাটিয়ে উঠার নিমিত্তে সমজাতীয় ঝুঁকির আশংকাকারী একদল লোক নিজেদের মধ্যে নিষ্পন্ন করে থাকেন। এর পদ্ধতি হচ্ছে : অংশগ্রহণকারী দলের সকল সদস্য চাঁদা প্রদান করে একটি স্বতন্ত্র আর্থিক দায় দায়িত্ব সম্পন্ন বীমা বা ক্ষতিপূরণ তহবিল গড়ে তোলেন। অতঃপর দলের কেউ যদি তাকাফুল সনদে বর্ণিত কোন ক্ষতির সম্মুখিন হন, তাহলে উক্ত ক্ষতিপূরণ তহবিল থেকে তাঁর ক্ষতিপূরণ বা তাকে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। এই তহবিল পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে বীমা সনদধারীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গের দ্বারা গঠিত একটি সংস্থা কিংবা স্বতন্ত্র কোন কোম্পানি এবং বীমা কার্যক্রম পরিচালনার বিপরীতে পারিশ্রমিক বা বিনিময় গ্রহণ করে। তদ্রুপ সে তহবিলে পুঁজি বিনিয়োগ করেও ওয়াকিল বা মুদারিব হিসেবে লাভের নির্ধারিত অংশ বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করে থাকে।"[৩৯]

প্রখ্যাত ইসলামী গবেষক ও পন্ডিত আব্দুল হামীদ বালী এ প্রসঙ্গে বলেন:

" التأمين التكافلي هو طريقة من خلالها تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد ودفع الغرر، أي جلب النفع للغير ودفع الضرر عنهم"[৪০]

অর্থাৎ "তাকাফুল হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সমাজবদ্ধ মানবশক্তি ব্যক্তিবর্গের স্বার্থরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত হতে পারে।" অর্থাৎ তাঁদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে এবং তাঁদের দুঃখ-কষ্ট, ক্ষয়-ক্ষতি প্রতিহত করে।

বিখ্যাত বীমা বিশারদ কাজী মোরতুজা আলী তাঁর ইসলামী বীমা : পরিচিতি ও প্রেক্ষাপট গ্রন্থে ইসলামী বীমার সংজ্ঞা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে:

---

৩৮. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, '*ইসলামী বীমা : পরিচিতি ও প্রেক্ষাপট*' (ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, দ্বিতীয় প্রকাশ, মে ২০১১), পৃষ্ঠা নং ৬

৩৯. ড. বি. এম. মফিজুর রহমান আল আযহারী, ' *জাতীয় সেমিনার স্মরণিকা-০৯*' (ঢাকা: ইসলামী বীমার শরয়ী ভিত্তি' *শীর্ষক প্রবন্ধ*, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, ২০০৯), পৃষ্ঠা নং ১

৪০. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

"ইসলামী বীমা হলো ভ্রাতৃত্ববোধ, সংহতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি সামাজিক ব্যবস্থা। ইসলামী বীমা স্কীমে অংশগ্রহণকারীগণ স্বেচ্ছায় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ একটি অনুদান তহবিলে প্রদান করতে সম্মত হয়। যার মাধ্যমে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়"।[৪১]

বীমা গবেষক প্রফেসর ড. আ ক ম আবদুল কাদের ইসলামী বীমার সংজ্ঞায় বলেন:

"ইসলামী জীবনবীমা হচ্ছে ব্যক্তি বা পরিবারের কল্যাণার্থে গৃহীত পলিসির নাম যেখানে পলিসি হোল্ডারগণ ইসলামী শরী'য়ার ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতার নিমিত্তে একটি সমঝোতা বা চুক্তিতে উপনীত হন এবং সেই চুক্তির আলোকে পারস্পরিক আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে "তাবাররু" বা অনুদান প্রদানের মাধ্যমে একটি তহবিল গঠন করেন। এ ক্ষেত্রে ইসলামী জীবনবীমা কোম্পানি সমন্বয়কারী বা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। আর এর সামগ্রিক লেন-দেনে শরী'য়াহ পরিপন্থী কোন উপাদান থাকবে না।"[৪২]

তাকাফুলের সংজ্ঞা মালয়েশিয়া তাকাফুল আইনে যেভাবে পাওয়া যায়:

"Takaful business means business of takaful whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the Shariah'[৪৩]

---

৪১. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, প্রাগুক্ত

৪২. প্রফেসর ড. আ ক ম আবদুল কাদের, *'কুর'আন-হাদীসের আলোকে ইসলামী জীবনবীমা'* (ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, ফেব্রুয়ারী ২০১৪), পৃষ্ঠা নং ৯

৪৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কুর'আন হাদীসের আলোকে ইসলামী জীবন বীমা

কুর'আন ও সুন্নাহতে সরাসরি তাকাফুল বা বীমার পরিভাষা পাওয়া যায়নি তবে তাকাফুল বা ইসলামী বীমা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে সেগুলো অতি প্রাচীন ও ইসলাম সম্মত। জীবন বীমার লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে কুর'আন-হাদীস অসংখ্য জায়গায় উৎসাহ প্রদান করেছেন। আধুনিকায়নের ফলে এ কাজগুলো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে যাকে আমরা বীমা বলে থাকি। তাছাড়া প্রচলিত বীমাতে শরী'য়াহ নিষিদ্ধ তিনটি উপাদান রিবা, গারার ও মাইসির পাওয়া যায় এ উপাদানগুলো পরিহার করে বীমা পরিচালনা করা হলে তাই হবে ইসলামী বীমা।

ইসলামী বীমার ধারণা মূলতঃ তিনটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। সেগুলো হচ্ছেঃ

১. নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা লাভের আকাংখা
২. ঝুঁকি ও বিপর্যয় এড়াতে সামষ্টিক সাহায্য-সহযোগিতা ও পারস্পরিক দায়বদ্ধতা
৩. আগাম সতর্কতা

এই তিনটি উপাদানই কুর'আন-সুন্নাহ দ্বারা সুপ্রমাণিত ।[৪৪] নিম্নে এ বিষয়ে পবিত্র আল কুর'আন ও সুন্নাহ এর দলিল সমূহ উপস্থাপন করা হলোঃ

প্রথমত ঃ নিরাপত্তা বা নিশ্চয়তা লাভের আকাংখা

১. নিরাপত্তা লাভের আকাংখা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। নিরাপত্তা লাভ করা এটি আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত বলে তিনি পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ করেছেন:
   "সুতরাং তাঁরা যেন এই ঘরের প্রতিপালকের ইবাদাত করে যিনি তাঁদেরক ক্ষুধায় খাবার দিয়েছেন ও ভয় ভীতি থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।"[৪৫]
২. নিরাপত্তা চেয়ে হযরত ইব্রাহিম (আ.) মহান আল্লাহর নিকট দু'আ করেন:
   "হে আল্লাহ এ শহরকে আপনি নিরাপদ ও শান্তিময় করে দিন"। [৪৬] তাছাড়া ইসলামের যাবতীয় নিয়ম কানুন, বিধি বিধান যা কিছু প্রণয়ন করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য হলো সুশৃংখল ও নিরাপদ আবাসস্থল এবং মানব সমাজ গড়ে তোলা যাতে করে মানুষ আল্লাহর ইবাদত সুচারুরূপে পালন করতে পারে।

---

৪৪. ড. বি. এম. মফিজুর রহমান আল আযহারী, প্রাগুক্ত
৪৫. আল কুর'আন কুর'আন, ১০৬: ৪
৪৬. আল কুর'আন, ০২ : ১২৬

দ্বিতীয়ত ঃ ঝুঁকি ও বিপর্যয় এড়াতে সামষ্টিক সাহায্য-সহযোগিতা ও পারস্পরিক দায়বদ্ধতা

পরস্পর সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনুল কারীমে উল্লেখ করেন যে:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থাৎ "আর তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ায় একে অপরের সাহায্য কর আর পাপ ও সীমালংঘনে একে অন্যের সহায়তা করো না।"[৪৭]

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষা হলো ইয়াতিম, বিধবা, মিসকিন, নিঃস্ব ও বিপদগ্রস্থ লোককে সাহায্য সহযোগীতা করা। তিনি তাঁর উম্মাতকে এক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করে বলেন:

১. "পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মুমিনের দৃষ্টান্ত হলো একটি অভিন্ন দেহের ন্যায়। যার একটি অঙ্গ রোগাক্রান্ত হলে বাকী অঙ্গগুলো তাঁর সাথে অনিদ্রা ও কষ্ট ভাগাভাগি করে নেয়।"[৪৮]

২. অন্য হাদীসে পাওয়া যায়:

   أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

   অর্থাৎ "আমি ও ইয়াতিমের তত্ত্বধান ও সাহয্যকারী ব্যক্তি এত কাছাকাছি জান্নাতে অবস্থান করব যেভাবে শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল অবস্থান করে।"[৪৯]

৩. "যে ব্যক্তি বিধবা ও দরিদ্র ব্যক্তির তত্ত্বধান ও সাহায্য করে, সে যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারীর মত কিংবা সেই ব্যক্তির মত যে দিনের বেলায় রোজা রাখে ও সারারাত সালাত পড়ে।"[৫০]

৪. "আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে,"রাসূল (সা.) বলেন আশ'য়ারী গোত্রের লোকেরা যখন জিহাদে গিয়ে অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়ে বা মদীনাতে তাঁদের পরিবার পরিজনের খাবার কমে যায় তখন তাঁরা তাঁদের প্রত্যেকের নিকট যা কিছু সম্বল থাকে, তা একটি কাপড়ে একত্রিত করে। তারপর একটা পাত্র দিয়ে মেপে তা নিজেদের সমানভাবে ভাগ করে নেয়। কাজেই তাঁরা আমার ও আমি তাঁদের।"[৫১]

---

৪৭. আল কুর'আন, ০৫ ঃ ২
৪৮. মাকতাবাতুস শামেলা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, '*সহীহ মুসলিম*, হাদীস নং ২৫৮৬
৪৯. প্রাগুক্ত, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯৯৮
৫০. প্রাগুক্ত, আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে মাযাহ, '*ইবনে মাযাহ*' হাদীস নং ২১৪০
৫১. প্রাগুক্ত, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩০৬

Dhaka University Institutional Repository

৫. "আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–একদা আমরা মহানবীর (সা.) সাথে সফরে ছিলাম। এমন সময় জনৈক আগন্তুক তাঁর বাহনে চড়ে মহানবীর (সা.) নিকট আগমন করলো। এসেই সে ডানে বামে চোখ বুলিয়ে নিল। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন– যার নিকট অতিরিক্ত বাহন রয়েছে সে যেন তা ওই ব্যক্তিকে প্রদান করে যার কোন বাহন নেই। আর যার নিকট অতিরিক্ত পাথেয় রয়েছে সে যেন তা ওই ব্যক্তিকে প্রদান করে যার নিকট কোন পাথেয় নেই। বর্ণনাকারী বলেন, এভাবে মহানবী (সা.) অনেক ধরনের সম্পদের উল্লেখ করেন। এতে আমাদের মনে হলো অতিরিক্ত সম্পদে আমাদের কারো কোন অধিকার নেই।"[৫২]

তৃতীয়ত ঃ ঝুঁকি মোকাবেলায় আগাম সতর্কতা অবলম্বন

মানব জীবন পরিচালনায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই রয়েছে বিপদের ঝুঁকি। এরই মধ্য দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য, লেন-দেনসহ যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিতে হয়। অধিকন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে যান্ত্রিক কলা কৌশল উদ্ভাবন, বৃহদায়ন কল কারখানা প্রতিষ্ঠা, উৎপাদন ও বিপনন ব্যবস্থায় গতিশীলতা, এক কথায় বলতে হয় যে, প্রতিযোগিতার সমাজে টিকে থাকতে জীবনকে ঠেলে দিতে হচ্ছে ঝুঁকির দিকে। যে কোন সময় যে কোন অনাকাংখিত দুর্ঘটনা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে করতে পারে অন্ধকারাচ্ছন্ন। যেহেতু এ ঝুঁকি নিয়ে মানুষের জীবন পরিচালনা করতে হয় তাই প্রয়োজন ঝুঁকি মোকাবেলায় আগাম ব্যবস্থা। ঝুঁকি মোকাবেলায় আগাম সতর্কতা অবলম্বনের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) এর কতিপয় নির্দেশনা নিম্নে পেশ করা হলো:

১. মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

অর্থাৎ "তাঁরা যেন ভয় করে যে, অসহায় সন্তান পেছনে ছেড়ে গেলে তাঁরাও তাঁদের সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হত। সুতরাং তাঁরা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।"[৫৩]

২. হযরত ইউসূফ (আ.) সাত বছরের দুর্ভিক্ষ মোকাবিলা করার জন্য প্রাচূর্য ও স্বচ্ছলতার সাত বছরে আগাম পরিকল্পনা ও প্রস্তুতিমূলক সঞ্চয়ী নীতি গ্রহণ করিছেলেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

---

৫২. প্রাগুক্ত, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২৫৮
৫৩. আল কুর'আন, ০৪ : ৯

"ইউসুফ বললেন: তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে তা ব্যতীত অবশিষ্টাংশ শীষসমেত রেখে দেবে।"[৫৪]

৩. "তোমরা তাঁদের মোকাবেলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এর দ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে তোমাদের শত্রুকে।"[৫৫]

৪. রাসূল (সা.) ভবিষ্যত বংশধরকে অনিশ্চয়তার মধ্যে না রেখে গিয়ে পরিবার প্রধানের অবর্তমানে পোষ্যদের জন্য অর্থ সম্পদ রেখে যাওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) এর হাদীস :

عن عامر بن سعد عن أبيه قال: عادني رسول الله – صلى الله عليه وسلم– في حجة الوداع من وجع اشفيت منه على الموت. قلت يا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بلغ لي ما ترى من الوجع. وأنا ذومال. ولايرثني إلا إبنة لي واحدة. أفأتصدق بثلثى مالي؟ قال لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير. إنك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تجعلها في فيّ إمرأتك.

অর্থাৎ "আমির ইবন সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেন, বিদায় হজ্জের সময় মহানবী (সা.) আমাকে দেখতে আসেন সেই আঘাতের সময়, যার কারণে আমি মৃত্যুমুখে উপনীত হই। তখন আমি মহানবীকে (সা.) বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! আঘাতের কারণে আমার অবস্থা কোন পর্যন্ত পৌঁছেছে তা আপনি স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন সম্পদশালী ব্যক্তি। আমার উত্তরাধিকারী বলতে কেবল এক মেয়ে ছাড়া কেউ নেই। আমি কি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সাদাকা করতে পারি? মহানবী (সা.) বললেন; না। আমি বললাম– তাহলে কি আমি অর্ধেক সদকা করতে পারি? মহানবী (সা.) বললেন; না, কেবল এক-তৃতীয়াংশ। এক তৃতীয়াংশও বেশি। তুমি তোমার ওয়ারিশদেরকে সম্পদশালী হিসেবে রেখে যাওয়া উত্তম, তাঁদেরকে আর্থিক অনটনের মধ্যে রেখে যাওয়ার চাইতে। এতে তাঁরা অন্যের নিকট সাহায্যের জন্য হাত পাতবে। তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে সম্পদ ব্যয় কর না কেন তাঁর জন্য তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে। এমন কি সেই গ্রাসের জন্যও যা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও।"[৫৬]

---

৫৪. আল কুর'আন, ১২ : ৪৭
৫৫. আল কুর'আন, ০৮ : ৬০
৫৬. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, *সহীহ বুখারী*, হাদীস নং ২৭৪২

Dhaka University Institutional Repository

তাওয়াক্কুল এর ব্যাখ্যা

কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বীমা পলিসি গ্রহণ করা তাওয়াক্কুল এর পরিপন্থী। আসলে বীমা পলিসি গ্রহণ তাওয়াক্কুল এর পরিপন্থী নহে বরং তাওয়াক্কুলের সহায়ক যা নিম্নোক্ত আলোচনা থেকে জানা যায়:

আমরা মুসলিম হিসেবে বিশ্বাস করি মহান আল্লাহ তা'য়ালা সকল সৃষ্টি জীবকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের জীবন পরিচালনার জন্য যা প্রয়োজন তাই দিয়েছেন, তিনি সবকিছুই মাধ্যম বিহীন করতে পারেন তবে আমাদের আপাত দৃষ্টিতে তিনি মাধ্যম ছাড়া করেন না। তাই কোন কার্য পরিচালনায় মাধ্যম গ্রহণ হলো আল্লাহর শিখানো পথ আর মাধ্যম বিহীন কোন কাজ হয়ে যাওয়ার আশা করা তাঁর দেখানো পথের বিপরীত অবস্থান গ্রহণ। নিষ্ক্রিয় ও কর্মবিমুখ হয়ে বসে থাকা আল্লাহর উপর নির্ভরতা বা ভরসার নাম নয়। বরং মানুষের শক্তি, সামর্থ্য, মেধা, যোগ্যতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগানোই তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর ভরসা। তাই মহান আল্লাহ জুমআ'র সালাত শেষে জমিনে ছড়িয়ে পড়ে রিযক অন্বেষণের নির্দেশ প্রদান করে বলেন:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ

অর্থাৎ "সালাত সম্পন্ন হলে তোমরা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে।"[৫৭]

মাধ্যম বিহীন কোন কিছু করার বা হওয়ার আশা করা বোকামী তুল্য। মাধ্যমগুলো গ্রহণ করার পর তাওয়াক্কুল করতে হবে যা নিম্নোক্ত হাদীসগুলো আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে:

عن جابر قال قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أغلقو الباب واوكوا السقاء واكفؤا الإناء أو خمروا الإناء واطفؤا السراج .

অর্থাৎ "হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন: তোমরা (রাতে ঘুমানোর সময়) দরজা বন্ধ কর, পানির পাত্রের মুখ বন্ধ কর, পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ এবং বাতি নিভিয়ে দাও।"[৫৮]

عن أنس بن مالك يقول قال رجل يارسول الله أعقلها وأتوكل أوأطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل .

---

৫৭. আল কুর'আন, ৬২ :১০
৫৮. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, '*সুনানে তিরমিযী*' হাদীস নং ১৭৩৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ "আনাস ইবন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ (সা.)! আমি কি উটটি বাঁধবো এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবো? নাকি উটটি ছেড়ে দেবো এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবো? মহানবী (সা.) বলেন, তুমি উটটি বাঁধবে এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করবে।" চিকিৎসা না করে শুধু আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে বসে থাকার সুযোগ নেই। যেমন আল্লাহর রাসূল সা. বলেন- 'হে আল্লাহর বান্দারা চিকিৎসা কর কারণ যিনি রোগ সৃষ্টি করেছেন তিনি ওষুধও সৃষ্টি করেছেন।'[৫৯]

قال عمر بن الخطاب لأناس الذين قعدوا فى المسجد بعد الصلاة : لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني-وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولافضه -إنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض -أما قرأتم قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض-

অর্থাৎ "মসজিদে সালাত আদায়ের পর কিছু সংখ্যক লোককে মসজিদে বসে থাকতে দেখে উমর (রা.) তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন: রিযক অন্বেষণ হতে বিরত থেকে কেউ যেন বসে বসে এই দু'আ না করে যে, হে আল্লাহ! আমাকে রিযক দাও। সে তো জানে আকাশ কখনো স্বর্ণ বা রৌপ্য বৃষ্টি বর্ষণ করে না। আল্লাহ তা'য়ালা কোন কোন লোকের মাধ্যমে অন্যদেরকে রিযক দান করেন। তোমরা কি মহান আল্লাহর বাণী পড়নি: "যখন সালাত সম্পন্ন হবে তখন তোমরা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়?"[৬০]

عن إبن عباس قال كان أهل اليمن يحجون فلا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس- فأنزل الله تعالى وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى

অর্থাৎ "ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ইয়ামানের অধিবাসীগণ কোন প্রকার পাথেয় ছাড়াই হজ্জ সম্পাদন করতে চলে আসতো। আর তাঁরা বলতো: আমরা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলকারী। মক্কায় এসে তাঁরা লোকদের নিকট হাত পাততো। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ নাযিল করেন: "তোমরা পাথেয় নিয়ে যাও। আর সবচাইতে উত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া।"[৬১]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا

৫৯. ডক্টর ইউসুফ আল কারযাভী, *'ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন'* (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, অনুবাদ: মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ, এপ্রিল ২০০৮), পৃষ্ঠা নং ৮৮

৬০. প্রফেসর ড. আ ক ম আবদুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৯

৬১. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, *'সহীহ আল-বুখারী'* হাদীস নং ১৪২৬

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ "হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেনঃ যদি তোমরা আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল কর তাহলে তিনি পাখিকে যেভাবে খালি পেটে সকাল করান ও ভরাপেটে সন্ধা করান তেমনিভাবে তোমদেরকে রিযক দান করবেন।[৬২]

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে বুঝা যায় পাখি সকাল বেলা খাবারের জন্য বের হয়ে যায় সন্ধায় ভরা পেটে বাসায় ফেরত আসে তাতে বুঝা যায় পাখি তাঁর চেষ্টা করার ফলে আল্লাহ তাঁর আহারের ব্যবস্থা করেছেন তাই মানুষকেও তাঁর চূড়ান্ত চেষ্টা করার পর আল্লাহ তাঁকে খাবারের ব্যবস্থা করবেন।

ইসলামী বীমার নিষিদ্ধ তিনটি উপাদান

ইসলামী জীবন বীমার উপর দেশীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মতবিনিময়, প্রবন্ধ, বই প্রকাশ সহ ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। এ সকল গবেষণার মাধ্যমে প্রচলিত বীমা হতে ৩টি শরী'য়াহ বিরোধী উপাদান বের করা হয়েছে। উপাদানগুলো হলো ১. রিবা বা সুদ ২. মাইসির বা জুয়া এবং ৩. আল গারার বা প্রতারণা।[৬৩] এই তিনটি সমাজ বিধ্বংশী উপাদান থেকে বেঁচে থাকার জন্য মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মাদ (সা.) নিষেধ করেছেন। যা নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে অনুধাবন করা যায়।

১. সুদ বা রিবা

সুদ শব্দটি উর্দূ বা ফারসী ভাষা থেকে উদ্ভূত এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Interest or Usury আর আরবী প্রতিশব্দ হলো রিবা। সুদ শব্দটি বাংলায় বহুল প্রচলিত। কুর'আন ও হাদীসে সুদ বুঝাতে রিবা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। রিবা শব্দটির ব্যবহার কুর'আনুল কারীমে ৭ বার ও হাদীস গ্রন্থগুলোতে ১১১৭ বার পাওয়া যায়। রিবা শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, আধিক্য, সম্প্রসারণ, বেশি ও স্ফীতি ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থে সুদ

পবিত্র কুর'আনুল কারীমে রিবার সংজ্ঞা পাওয়া যায় না যেহেতু তৎকালীন আরবে রিবা সকলের নিকট পরিচিত ছিল তবে হাদীসে রিবার সংজ্ঞা পাওয়া যায়।

---

৬২. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে শাদ্দাদ আততিরমিযি, '*সুনানে তিরমিযি*, হাদীস নং ২২৬৬
৬৩. এ বি এম নুরুল হক, '*ইসলামী বীমা' (তাকাফুল)*, (ঢাকাঃ হাজেরা নূর, সেপ্টেম্বর, ২০০২), পৃষ্ঠা নং ২৩

Dhaka University Institutional Repository

আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী গ্রন্থের পঞ্চম খন্ডে পাওয়া যায়:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

অর্থাৎ "যে ঋণ কোন মুনাফা টানে তাই সুদ।"[৬৪]

আহকামুল কুর'আন গ্রন্থের প্রণেতা আল্লামা ইবনুল আরাবী বলেন:

الربا في اللغة الزيادة ،والمراد في الاية كل زيادة لا يقابلها عوض,

অর্থাৎ "রিবার আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া, আয়াতে কারিমায় এর দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে এমন অতিরিক্ত অর্থ যার মুকাবেলায় কোন বিনিময় থাকে না।"[৬৫]

ইবনে আরাবী আহকামুল করআন এর প্রথম খণ্ডে বলেন: "রিবা হচ্ছে সেই বাড়তি দাম, যা কোন মালের বিনিময় নয়"[৬৬]

তাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের শর্ত সাপেক্ষে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিপরীতে পূর্ব নির্ধারিত হারে যে অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয় এবং একই শ্রেণীভূক্ত মালের পারস্পরিক লেনদেন কালে চুক্তি মোতাবেক অতিরিক্ত যে পরিমাণ মাল গ্রহণ করা হয় তাকে সুদ বা রিবা বলে।

সুদের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়

ক. ঋণের আসল বৃদ্ধি পাওয়া,
খ. সময়ের সাথে ঋণের আসল বৃদ্ধি পাওয়া,
গ. উপরে উল্লেখিত দুটি উপাদানকে শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা।[৬৭]

সুদের প্রকারভেদ

সুদ দুই প্রকার

ক. রিবা আন নাসিয়া বা মেয়াদী সুদ
খ. রিবা আল ফাদাল বা বর্ধিত সুদ[৬৮]

---

৬৪. মাকতাবাতুস শামেলা, প্রাগুক্ত, '*মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*' হাদীস নং ৭৯

৬৫. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, '*ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রুপরেখা*' (ঢাকা: মাহমুদা রহমান, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬), পৃষ্ঠা নং ১৪৮

৬৬. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, '*ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*' (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), পৃষ্ঠা নং ৩৬

৬৭. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৫১

৬৮. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৫১

ক. রিবা আন নাসিয়া বা মেয়াদী সুদ

রিবা আন নাসিয়া হলে মেয়াদী ঋণের সুদ। ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ফেরত দেয়ার শর্তে অর্থ বা দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করে মেয়াদশেষে চুক্তি মোতাবেক মূল অর্থ বা দ্রব্যের সাথে বিনিময় ব্যতীত যে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ বা দ্রব্য প্রদান করে তাকেই রিবা আন নাসিয়া বা মেয়াদী সুদ বলা হয়। মেয়াদী সুদ নিষিদ্ধ হয় পবিত্র কুর'আনুল কারীম দ্বারা তাই একে রিবা আল কুর'আন বলা হয়। যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি থেকে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করল এ শর্তে যে এক মাস পর ধারকৃত ৫০০০ টাকার সাথে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা যোগ করে সর্বমোট ৫৫০০ টাকা ফেরত দিবে তাহলে এখানে অতিরিক্ত ৫০০ টাকাই সুদ। এভাবে ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতাকে ৪০ কেজি আলু ধার দিল এ শর্তে যে, দুই মাস পর ৫০ কেজি আলু ফেরত দেবে, এখানে অতিরিক্ত এ ১০ কেজি আলুই সুদ বা রিবা আন নাসিয়া।[৬৯]

খ. রিবা আল ফাদাল বা বর্ধিত সুদ

দ্রব্যের সাথে দ্রব্যের নগদে লেনদেনে অতিরিক্ত গ্রহণ করাই রিবা আল ফাদাল বা বর্ধিত সুদ বলে।[৭০] একই জাতীয় দ্রব্য ও মুদ্রার লেনদেন কালে এক পক্ষ অপর পক্ষের নিকট থেকে চুক্তি মোতাবেক শরী'য়াহ সম্মত বিনিময় ব্যতীত যে অতিরিক্ত মাল গ্রহণ করা হয় তাকে রিবা আল ফাদাল বলা হয়। রিবা আল ফাদাল নিষিদ্ধ হয়েছে হাদীস দ্বারা। রিবা আল ফাদাল এর সংজ্ঞা মুজামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে পাওয়া যায় এভাবে:

بيع شيء من الاموال الربوبية بجنسه متفاضلا

অর্থাৎ "একই জাতীয় খাদ্য শস্যের পারস্পরিক ক্রয় বিক্রয় কালে একে অপরকে যে বর্ধিত অংশ প্রদান করে তাকে রিবা আল ফাদাল বলে"।[৭১]

যেমন কেউ দুই কেজী উন্নতমানের গমের বিনিময়ে তিন কেজী নিম্নমানের গমের বিনিময় করল এখানে নিম্নমানের যে এক কেজী অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে তাই রিবা আল ফাদাল। এ প্রসঙ্গে আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে একটি হাদীস পেশ করা হলো:

---

৬৯. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৫৫
৭০. মোঃ আসাদুজ্জামান, *'ইসলামী ব্যাংকিং ঃ কিছু ভ্রান্তি কিছু প্রশ্ন'* (ঢাকা: যমুনা ব্যাংক লিমিটেড, জুলাই-২০১২), পৃষ্ঠা নং ১৭
৭১. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী , প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

"একদা হযরত বিলাল (রা.) রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট উন্নত প্রজাতির কিছু খেজুর নিয়ে এলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেসা করলেন এ খেজুর তুমি কোন স্থান থেকে নিয়ে আসলে? হযরত বিলাল (রা.) উত্তর দিলেন আমাদের খেজুর খারাপ ছিল, তাই আমি আমাদের দুই সা পরিমাণ খারাপ খেজুরের পরিবর্তে এক সা পরিমাণ ভাল খেজুর ক্রয় করে এনেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন আহ! এটাতো সুদের মতোই হলো, এটাত সুদের মতই। কখনো এরূপ করো না। তোমরা যদি ভাল খেজুর চাও তাহলে তোমার নিম্নমানের খেজুর প্রথমে বাজারে বিক্রি করবে তারপর প্রাপ্ত মূল্য দিয়ে উন্নত মানের খেজুর ক্রয় করে নিবে"।[৭২]

যে হাদীসের মাধ্যমে রিবা আল ফাদাল নিষিদ্ধ হয়েছে তা হলো-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

অর্থাৎ "আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবনের বিনিময়ে লবন লেনদেন করা হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণ সমান সমান ও নগদ হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশী দিবে বা বেশী গ্রহণ করবে সে সুদ অনুষ্ঠানকারী সাব্যস্ত হবে। সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতা উভয়ে সমান অপরাধী"[৭৩]

সুদ সম্পর্কে আল কুর'আনুল কারীম এর কতিপয় আয়াত

১. সুদ ও সুদী লেনদেনের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে কুর'আন মাজীদে সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

অর্থাৎ "মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধনসম্পদ বৃদ্ধি করে না কিন্তু তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে যে যাকাত প্রদান করে থাকো এরূপ লোকেরাই আল্লাহর সমীপে প্রদত্ত মালে বৃদ্ধি পায়।"[৭৪]

---

৭২. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, *'সহীহ বুখারী'* হাদীস নং ২১৪৫
৭৩. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, *'সহীহ মুসলিম'* হাদীস নং ২৯৭১
৭৪. আল কুর'আন, ৩০ : ২৯

Dhaka University Institutional Repository

২. সুদ সম্পর্কে দ্বিতীয় পর্যায়ে অবতীর্ণ আয়াত:

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا -وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا- لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

অর্থাৎ ঃ "ভাল যা ইয়াহুদীদের জন্যে হালাল ছিল আমি তা তাঁদের জন্য হারাম করে দিয়েছি তাঁদের সীমা লংঘনের কারণে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার জন্যে এবং তাঁদের সুদ গ্রহণের জন্যে, যদিও উহা তাঁদের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণে। তাঁদেও মধ্যে যাঁরা কাফির তাঁদেও জন্য মর্মান্তিক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানে সুগভীর তাঁরা ও মুমিনগণ তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল তাতেও ঈমান আনে এবং যাঁরা সালাত কায়েম করে যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাঁদের বড় পুরস্কার দিব।"[৭৫]

৩. সুদ সম্পর্কে তৃতীয় পর্যায়ে অবতীর্ণ আয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون- وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِين

অর্থাৎ ঃ "হে মুমিনগণ তোমরা সুদ খেয়ো না চক্রবৃদ্ধি হারে এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। এবং তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর যা কাফিরদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে।"[৭৬]

৪. সুদ সম্পর্কে চতুর্থ পর্যায়ে অবতীর্ণ আয়াত:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ - يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ - إِنَّ

৭৫. আল কুর'আন, ০৪ : ১৬০-১৬২
৭৬. আল কুর'আন, ০৩ : ১৩০-১৩১

Dhaka University Institutional Repository

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থাৎ "যাঁরা সুদ খায় তাঁরা সে ব্যক্তির ন্যায় দন্ডায়মান হবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দিয়েছে। তাঁদের এ অবস্থার কারন এ যে তাঁরা বলে নিশ্চয়ই ব্যবসা সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। অতএব যার নিকট তাঁর প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে অনন্তর সে বিরত রয়েছে তবে অতীত যা হয়েছে তা তারই থাকবে আর তাঁর কৃতকর্ম থাকবে আল্লাহর উপর নির্ভর। আর যাঁরা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে তাঁরা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তাঁরা অনন্তকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করে দেন এবং সাদাকাকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ কোন অবিশ্বাসী পাপীদের ভালবাসেন না। নিশ্চয়ই যাঁরা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে, সালাত কায়েম করেছ এবং যাকাত আদায় করেছে, তাঁদের জন্য তাঁদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে পুরস্কার। তাঁদের কোন ভয় নেই এবং কোন চিন্তাও নেই।" [৭৭]

৫. সুদ সম্পর্কে পঞ্চম পর্যায়ে অবতীর্ণ আয়াত :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

অর্থাৎ "হে বিশ্বাসীগণ অল্লাহকে ভয় কর আর সুদের যা বকেয়া আছে তা পরিহার কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। কিন্তু যদি তোমরা তা না কর অর্থাৎ সুদ পরিহার না কর তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমরা তোমাদের মূলধন প্রাপ্ত হবে। তোমরা অত্যাচার করবে না তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করা হবে না। আর যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্থ হয় তবে তাকে স্বচ্ছলতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর ক্ষমা করে দেয়া তোমাদের জন্য অতি উত্তম যদি তোমরা উপলব্ধি কর। সে দিনকে তোমরা ভয় কর যে দিন তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তীত হবে। অতঃপর প্রত্যেককেই স্বীয় কৃতকর্মের ফল পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তাঁদের প্রতি কোন অবিচার করা হবেনা।[৭৮]

৭৭. আল কুর'আন, ০২ : ২৭৫-২৭৭
৭৮. আল কুর'আন, ০২ : ২৭৮-২৮১

Dhaka University Institutional Repository

সুদ সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর কতিপয় হাদীস

عَنْ جَابِرٍ قَال لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

অর্থাৎ : "হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ হতে বর্নিত আছে আল্লাহর রাসুল (সা.) সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক এবং সুদী লেনদেনের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেন পাপের দিক থেকে সকলেই সমান।"[৭৯]

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ

অর্থাৎ ঃ "ইবনে মাসউদ হতে বর্ণীত রাসূলুল্লাহ (সা.) সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক ও সাক্ষী সকলের উপর অভিসম্পাত করেছেন।"[৮০]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ

অর্থাৎ ঃ "আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন যে, সুদের মধ্যে ৭০টি পাপ রয়েছে তন্মধ্যে সর্বনিম্ন পাপ হলো নিজের মাতাকে বিবাহ করার মত।" [৮১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

অর্থাৎ ঃ "আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সা.) বলেন তোমরা সাতটি ধ্বংশকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রাসূল (সা.) সেই সাতটি ধ্বংশকারী জিনিষ কি? তিনি উত্তরে বলেন:

১. আল্লাহর সাথে শরীক করা
২. যাদু বিদ্যা অর্জন ও প্রদর্শন
৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা
৪. সুদ খাওয়া
৫. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা
৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা

---

৭৯. আবু আবদুল্লাহ ইবন মাজা, '*সুনানে ইবনে মাজা*, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০০, অনুবাদ মুহাম্মদ মুসা, ৩য় খন্ড, ১ম সংস্করণ), হাদীস নং ২২৭৭

৮০. সম্পাদনা পরিষদ, '*ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক শরীয়াহ ম্যানুয়াল*' (ঢাকা: আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ২০১২), পৃষ্ঠা নং ১২৫

৮১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৭. সতী সাধবী মুমিন নারীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া।" [৮২]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَة

অর্থাৎ ঃ "আব্দুল্লাহ বিন হানযালাহ হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন জেনে বুঝে সুদের এক টাকা গ্রহণ করা ৩৬ বার ব্যভিচার করার অপরাধ থেকেও আরো ভয়াবহ।"[৮৩]

حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ

অর্থাৎ ঃ "আওন বিন আবি জুহাইফা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) শরীরে উল্কী গ্রহণ ও অংকনকারী, সুদ গ্রহীতা ও সুদ দাতা, কুকুর ক্রয় বিক্রয়কারী, পতিতাবৃত্তির মাধ্যমে অর্থ উপার্জনকারী ও ছবি অংকনকারীদের উপর অভিশম্পাত করেছেন।" [৮৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظَرْتُ فَوْقَ قَالَ عَفَّانُ فَوْقِي فَإِذَا أَنَا بِرَعْدٍ وَبَرْقٍ وَصَوَاعِقَ قَالَ فَأَتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ قُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا

অর্থাৎ ঃ "আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন মিরাজ রজনীতে আমি সপ্তম আকাশে পৌছে যখন উপরের দিকে তাকালাম তখন বজ্রধ্বনি, বিদ্যুত ও প্রকট শব্দ শুনতে পেলাম । অতঃপর আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট একত্রিত হলাম যাঁদের পেট ছিল একটি ঘরের ন্যায় বিস্তৃত সর্পে ভরপুর । সর্পগুলো বাহির থেকে দেখা যাচ্ছিল আমি জিজ্ঞসা করলাম হে জিবরাইল তাঁরা কারা? উত্তরে তিনি বলেন তাঁরা হলো সুদখোর সম্প্রদায় ।" [৮৫]

عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة يظهر الربا والزنا والخمر

---

৮২. প্রাগুক্ত

৮৩. প্রাগুক্ত

৮৪. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী, '*সহীহ আল বুখারী*, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২য় খন্ড, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, হাদীস নং ২০৭৯), পৃষ্ঠা নং ৩৭৫

৮৫. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৪৩

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ঃ "ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে সুদ, ব্যভিচার ও মদের প্রচলন বৃদ্ধি পাবে।" ৮৬

عن الشعبي قال كتب رسول الله (ص) إلى أهل نجران وهم نصارى أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له

অর্থাৎ ঃ "শাবী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) খৃষ্টান নাজরান গোত্রের নিকট একটি পত্র লিখেন তোমাদের মধ্যে যে সুদী কারবার করে সে আমার নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত নয়।" ৮৭

عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بقوم هلاكا فشى فيهم الربا

অর্থাৎ ঃ "আলী (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন আল্লাহ তা'য়ালা যখন কোন সম্প্রদায়কে ধ্বংশ করতে চান তখন তাঁদের মধ্যে সুদের প্রচলন ঘটিয়ে দেন।" ৮৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ

অর্থাৎ ঃ "আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন এমন এক যুগ আসবে যখন কোন মানুষ সুদ থেকে মুক্ত থাকবে না। কেউ যদি সুদ না খায় তথাপি কমপক্ষে সুদের ধোঁয়া ও ধুলিকণা হলেও তাঁকে স্পর্শ করবে।" ৮৯

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

অর্থাৎ ঃ "আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন যে ব্যক্তি সুদের মাধ্যমে অতিরিক্ত সম্পদ উপার্জন করবে মূলত তাঁর শেষ পরিণতি কমই হবে।" ৯০

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهَرِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ الَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا

---

৮৬. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, *'আল মুজামুল আওসাত*, হাদীস নং ৭৯১০

৮৭. প্রাগুক্ত, ইবনে আবি শাইবা আল কুফী, *'মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা'* হাদীস নং ৪১

৮৮. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৪১

৮৯. প্রাগুক্ত

৯০. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, আবু দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'য়াস, *'আবু দাউদ'* হাদীস নং ২২৭০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ঃ "সামুরা বিন জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন আজ রাতে মিরাজ রজনীতে আমি সপ্নে দুজন লোককে দেখলাম। তাঁরা আমার নিকট এসে আমাকে নিয়ে একটি পবিত্র ভূমিতে গেল। আমরা চলতে চলতে একটা রক্ত নদীর তীরে পৌছে গেলাম। নদীর মধ্যখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল আর নদীর তীরে একজন লোক দাঁড়িয়েছিল যার সামনে ছিল কিছু পাথর । এরপর নদীর মাঝে দাঁড়ানো ব্যক্তি তীরের দিকে অগ্রসর হলে তীরে দাঁড়ানো লোকটি তাঁর মুখমন্ডল লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করল এবং সে আগে যেখানে ছিল সেখানে যেতে বাধ্য হলো। এভাবে যখনই সে উঠে আসার চেষ্টা করছে তখনই তীরের লোকটি তাঁর মুখ লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মারছে যার ফলে সে পূর্বস্থানে ফিরে যাচ্ছে এবং পূর্ববৎ অবস্থান গ্রহণ করেছে। নবী (সা.) বললেন আমি জিজ্ঞেস করলাম এ লোকটি কে? কি কারনে তাঁর এ শাস্তি হচ্ছে? তাঁরা বলল নদীর মধ্যে দাড়ানো লোকটি একজন সুদখোর।" [৯১]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمْ الْمَحَارِمَ وَالْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِمْ الْخَمْرَ وَأَكْلِهِمْ الرِّبَا وَلُبْسِهِمْ الْحَرِيرَ

অর্থাৎ "উবাদা ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন: যার হাতে আমার প্রাণ ঐ সত্তার কসম, উম্মাতের মধ্যে কিছু লোক অহংকার ও খেল তামাশায় রাত্রি অতিবাহিত করবে তাঁরা সকালে বানর ও শুকর হয়ে যাবে কারণ তাঁরা হারামকে হালাল করে নিবে, তাঁরা গায়িকা সঙ্গে রাখবে, শরাব পান করবে, সুদ খাবে এবং রেশমী কাপড় পরিধান করবে।" [৯২]

২. মাইসির বা জুয়া

মাইসির বা জুয়া হলো এমন এক ধরনের খেলা যেখানে দুটি পক্ষ থাকে উভয় পক্ষই লাভের আশায় পুঁজি বিনিয়োগ করে কিন্তু লাভবান হয় একপক্ষ আর অপরপক্ষ তাঁর সমুদয় পুঁজি হারান। এ খেলা বা এ ধরনের কার্যক্রমকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে।

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ-

---

৯১. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, '*সহি বুখারী*' হাদীস নং ১৯৪৩

৯২. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, আহমাদ ইবনে হাম্বল, '*মুসনাদে আহমাদ*' হাদীস নং ২১৭২৫

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ- "হে মুমিনগণ! নিঃসন্দেহে মদ, জুয়া, মুর্তি পূজার বেদী এবং ভাগ্য গণনার জন্য ব্যবহৃত শলাকাসমূহ শয়তানী কাজের অপবিত্রতা মাত্র। অতএব, তোমরা এর প্রত্যেকটি কাজ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চল। আশা করা যায় যে, তোমরা সাফল্য লাভ করতে পারবে।"[৯৩]

মাইসির বা জুয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই পুঁজি বিনিয়োগ করে কিন্তু লাভবান হয় নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ। আর বিপুল সংখ্যক বিনিয়োগকারী সম্পূর্ণরূপে তাঁদের পুঁজি হারায়। পক্ষান্তরে ইসলামী জীবনবীমা মুদারাবার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় বিধায় এখানে কোন পলিসি হোল্ডারই তাঁর পুঁজি হারানোর কোন আশংকা থাকে না। বরং প্রত্যেক পলিসি হোল্ডার কম বেশী লাভবান হয়। সুতরাং এর সাথে মাইসির বা জুয়ার কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

হাদীসে কুদসীতে পাওয়া যায়, রাসূল (সা.) বলেন যে:

من لعب بالميسر ثم قام يصلي فمثله كمثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير فيقول الله لا تقبل صلاته

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি জুয়া খেলে এবং নামাজও পড়ে তাঁর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির নামাজের ন্যায় যে পুঁজ ও শুকরের রক্ত দিয়ে অজু করে নামাজে দাড়িয়েছে, অতঃপর আল্লাহ বলেন তাঁর নামাজ কবুল করা হবে না।" [৯৪]

৩. আল গারার বা প্রতারণা

আল গারার হলো প্রতারণা যা কপোটতা, ধোঁকা, অস্পষ্টতা, মিথ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে। বীমা পেশায় যেভাবে এ গারার এর অস্তিত্ত পাওয়া যায় তাহলো যে সকল কাগজ পত্র গ্রাহক, বীমা এজেন্ট ও কোম্পানির মাঝে ডকুমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাতে পরস্পরের লেনদেন চুক্তি কিভাবে পরিচালিত হবে তার বর্ণনা বা স্পষ্ট ধারণা না দেয়া, এজেন্ট কর্তৃক গ্রাহককে ভুল তথ্য বা মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা ও কোম্পানি গ্রাহকের দাবী প্রদানকালে টাল বাহানা করে তাঁর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা বা লভ্যাংশ কম দেওয়া। অথবা এজেন্ট কর্তৃক গ্রাহক আর্থিক প্রতারণার স্বীকার হওয়।

প্রতারণার মাধ্যমে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করাকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ-

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরে অবৈধ উপায়ে একে অপরের ধন ভক্ষণ করো না। যদি তা ব্যবসায় এবং পারস্পারিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হয় তবে তা দোষণীয় নয়।"[৯৫]

---

৯৩. আল কুর'আন, ০৫ : ৯০

৯৪. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, '*মারেফাতুস সাহাবা লিআবি নাঈমিল ইসবাহানি*' ১৩তম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৫২, হাদীস নং ৪১৩৮

৯৫. আল কুর'আন, ০৪ : ২৯

আল্লাহ তা'য়ালা সত্য ও মিথ্যাকে একত্রিত না করার জন্য এরশাদ করেন:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ-

অর্থাৎ "আর তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে জেনে শুনে মিশ্রিত করো না।" [৯৬]

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر-

অর্থাৎ "আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) অস্পষ্ট ও প্রতারণাপূর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।" [৯৭]

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرعلى صبرة طعام فأدخل يده فيها. فنالت أصابعه بللا. فقال: ماهذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يارسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كئ يراه الناس. من غش فليس منا-

অর্থাৎ "আবূ হুরায়রাহ (রা.) হতে বর্ণিত, একদা মহানবী (সা.) খাবারের স্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি এর মধ্যে তাঁর হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এতে তাঁর আঙ্গুল আদ্রতা স্পর্শ করলো। মহানবী (সা.) তখন বললেন- হে খাবারের মালিক! এটি কী ? সে বললো: ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.)! এতে বৃষ্টির পানি পড়েছে। মহানবী (সা.) বলেন: এ গুলো কেন তুমি খাবারের উপরের অংশে রাখনি যাতে লোকেরা দেখতে পেতো। যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়।" [৯৮]

যেভাবে ইসলামী বীমা নিষিদ্ধ তিনটি উপাদান (সুদ, জুয়া ও প্রতারণা) থেকে মুক্ত

সুদটি মূলত ঋণের সাথে সম্পৃক্ত, যেখানে ঋণের কারবার করা হয় সেখানেই অধিকাংশ জায়গায় সুদের লেনদেন হয়ে থাকে আর বীমা কোম্পানি যেহেতু ঋণ প্রদান করে না তাই এখানে সুদী কারবারের সুযোগ নেই। অনেকেই বলবেন তাহলে ইসলামী বীমা কোম্পানি থেকে বীমা গ্রাহকগণ যে ঋণ নিয়ে থাকে সেটা কি? এর উত্তরে বলা যায় গ্রাহকরা মূলত কোম্পানি থেকে কোন ঋণ নেয় না। কোম্পানি গ্রাহকের একান্ত প্রয়োজনে করযে হাসানাহ প্রদান করে থাকে এবং প্রদত্ত করযে হাসানাহ পুনঃরায় আদায় করে থাকে এক্ষেত্রে করযে হাসানাহ পরিচালনায় যে

৯৬. আল কুর'আন, ০২ : ৪২
৯৭. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, '*সহীহ মুসলিম*' হাদীস নং ২৭৮৩,
৯৮. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৪৭

Dhaka University Institutional Repository

কর্মকর্তা ও আনুসঙ্গিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করতে হয় তার পরিচালনা ব্যয় মিটানোর জন্য করযে হাসানাহ আদায় কালে প্রকৃত সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়।[৯৯]

তাহলে কোম্পানি গ্রাহকের টাকার লাভ দেয় কোথা থেকে?

সরকারী নিয়মানুযায়ী বীমা প্রতিষ্ঠান তাঁদের অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অধিক মুনাফা যেখানে অর্জন করা যায় তাকে বিবেচ্য বিষয় ধরে বিনিয়োগ করে থাকে সেখানে থেকে সুদ আসে কি না তা প্রচলিত বীমায় ভাবা হয় না আর ইসলামী বীমা তাঁদের অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দিষ্ট নীতিমালা মানার পরেও তাকে শরী'য়ার বিধিবিধান তথা সুদমুক্ত উপার্জনের বিষয়টি মাথায় রেখে বিনিয়োগ করতে হয়।[১০০] নিম্নে ইসলামী বীমা কোম্পানিগুলোর বিনিয়োগ খাত পেশ করা হলো:

ক. মুদারাবা বন্ড
খ. প্রকল্পে অর্থায়ন
গ. রিয়াল এস্টেট
ঘ. ইসলামী ব্যাংকসমূহে সঞ্চয়
ঙ. শরী'য়াহ অনুমোদিত স্টক ক্রয় বিক্রয়[১০১]

জুয়াতে যেহেতু একপক্ষই লাভবান হয় অপর পক্ষ তাঁর সকল পুঁজি হারায় তাই নিষিদ্ধ। কিন্তু ইসলামী বীমায় এর অস্তিত্ব নেই কারণ এখানে কেউ তাঁর পুঁজি হারায়নি সবাই কম বেশি লাভবান হয়ে থাকে। আর ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির নমিনীকে যে অর্থ প্রদান করা হয় তা সকল পলিসি হোল্ডারদের গঠিত তাবাররু বা অনুদান তহবিল থেকে প্রদান করা হয়।[১০২]

গারার বা প্রতারণা ইসলামে নিষিদ্ধ, ইসলামী বীমাতে গারার বা প্রতারণা অবর্তমান। কারণ এখানে গ্রাহক ও কোম্পানি এবং বীমা এজেন্টের সাথে কিভাবে কার্য পরিচালনা করা হবে তা বিস্তারিতভাবে চুক্তিপত্রে দেয়া হয়। তাতে কোন পক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সুযোগ নেই। সকল চুক্তি করা হয় লিখিত যা কুর'আন সুন্নাহ দ্বারা স্বীকৃত।

---

৯৯. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, ' *ইসলামী ব্যাংকিং এ্যান্ড ফাইন্যান্স শীর্ষক ২৭তম প্রশিক্ষণ'* ইসলামী ব্যাংকিং এ তাকাফুল ঃ একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা' শীর্ষক বক্তব্য, (এক্সিম ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংক অব বাংলাদেশ, এপ্রিল ৪-৯, ২০১৫)

১০০. প্রাগুক্ত

১০১. মির্জা ওয়ালী উল্লাহ, ' *বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ '* কুর'আন-হাদীসের আলোকে ইসলামী জীবনবীমা' শীর্ষক বক্তব্য, (৩৯ দিলকুশা, ৭ম তলা, ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, অক্টোবর ১৬, ২০১৫)

১০২. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী জীবন বীমা কার্যক্রমের একটি দৃষ্টান্ত

ধরা যাক আব্দুর রহমান নামক একজন ব্যক্তি প্রাইম ইসলামী লাইফ ইস্যুরেন্স লিমিটেডে এসে একটি পলিসি ক্রয় করল ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার দশ বছর মেয়াদী যার বার্ষিক প্রিমিয়াম ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা। তার প্রদত্ত বার্ষিক প্রিমিয়াম কোম্পানিতে জমা হওয়ার পর প্রত্যেক বৎসরে দশ হাজার টাকা থেকে ২০ টাকা কাটা হবে তাবাররু বা অনুদান তহবিলে যেখান থেকে কোন গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হলে আর্থিক সহযোগিতা করা হয় আর বাকী ৯, ৯৮০/- টাকা জমা হবে মুদারাবা বা ব্যবসায়িক ফান্ডে যা দিয়ে কোম্পানি ব্যবসা করে মেয়াদ শেষে গ্রাহককে লভ্যাংশ প্রদান করবে। তাহলে আরো স্পষ্ট করে বলা যায় গ্রাহক দশ বছরে এক লক্ষ টাকা জমা (১০,০০০X১০ = ১,০০,০০০/-) দিলে ২ হাজার জমা হবে অনুদান ফান্ডে আর ৯৮ হাজার জমা হবে মুদারাবা বা ব্যবসায়িক ফান্ডে যা বিনিয়োগ করার ফলে লাভ ক্ষতি যাই হোক না কেন চূড়ান্ত হিসাব করে গ্রাহককে দশ বছর পর এক কালিন বা কিস্তিতে প্রদান করা হবে আর পলিসি গ্রহণের পর যেকোন সময় গ্রাহক মৃত্যুবরণ করলে তাঁর নমিনী পাবেন পূর্ণ বীমা অংক ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা যা অনুদান তহবিল বা তাবাররু ফান্ড থেকে দেয়া হবে।

সাধারণ তাকাফুল

সাধারণ তাকাফুলের কর্মপদ্ধতি প্রচলিত সাধারণ বীমা ব্যবস্থার অনুরূপ। সাধারণ তাকাফুলে অংশগ্রহণকারীগণ যে প্রিমিয়াম দেয় তার সম্পূর্ণটাই তাবাররু হিসেবে প্রদান করে এবং তাকাফুল প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি সুদমুক্তভাবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী এই অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। বিনিয়োগের সাকুল্য মুনাফা তাকাফুল তহবিলে জমা হয় এবং অংশগ্রহণকারীর সম্পত্তি বা দায় দায়িত্বের ক্ষতি কিংবা লোকসানের ক্ষেত্রে এই তহবিল থেকে তা পুরণ করা হয়। সাধারণ তাকাফুল তহবিলের উদ্ধৃত্ত পৃথকভাবে সংরক্ষিত, শেয়ারহোল্ডারের তহবিলে জমা হবে না। সাধারণ তাকাফুল তহবিলের লভ্যাংশের একটি নির্ধারিত অংশ (ধরা যাক ৫০%) জমা হবে শেয়ার হোল্ডারের তহবিলে এবং শেয়ারহোল্ডারের তহবিলের হিসাব বিবরণ পৃথকভাবে প্রস্তুত হবে।

জীবনবীমা তাকাফুল স্কীমের মত সাধারণ তাকাফুল স্কীমগুলো সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না। অবশ্য, অংশগ্রহণকারীগণ তাকাফুলের মেয়াদ শেষে লাভের নির্দিষ্ট অংশ পেয়ে থাকেন। সকল ধরনের পরিচালনা ব্যয়ের পর যদি উদ্ধৃত্ত থাকে, তবে উদ্ধৃত্ত অর্থ অংশগ্রহণকারী ও সাধারণ তাকাফুল প্রতিষ্ঠান বন্টন করে নেয়। চুক্তি করার সময়েই উদ্ধৃত্ত বন্টনের ক্ষেত্রে সমঝোতার

ভিত্তিতে সম্মতি থাকতে হবে। সাধারণ তাকাফুল তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ পুনঃতাকাফুল (Reinsurance) ব্যয় মেটানো, তাকাফুল অর্থ সংরক্ষণ (technical reserve) আনুমানিক সম্ভাব্য দাবি বিবেচনা সাপেক্ষে নিরূপিত হয়ে থাকে।

বীমার প্রকারভেদ

প্রখ্যাত ভারতীয় বীমা বিশারদ M N Mishra বীমাকে যেভাবে বিভক্ত করেছেন তাহলো:
বীমা সাধারণত চার প্রকার:

১. **ব্যক্তিগত বীমা**
   ক. জীবন বীমা
   খ. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা
   গ. স্বাস্থ্য বীম
২. **সম্পত্তি বীমা**
   ক. নৌ বীমা
   খ. অগ্নি বীমা
   গ. যানবাহন বীমা
   ঘ. শস্য বীমা
   ঙ. কলকব্জা বীমা
   চ. চৌর্য বীমা
৩. **দায় বীমা**
   ক. তৃতীয়পক্ষ বীমা
   খ. কর্মচারী বীমা
   গ. মোটর বীমা
   ঘ. পূর্ণবীমা
৪. **বিশ্বস্ততা বীমা**
   ক. ন্যায় রক্ষণ বীমা
   খ. ধার বীমা
   গ.সুবিধা বীমা[১০৩]

জীবন বীমার প্রকারভেদঃ

জীবন বীমা মূলত তিন প্রকার। যেমন :

ক.আজীবন বীমা (Whole life insurance)
খ. সাময়িক বীমা (Term Insurance)
গ. মেয়াদী বীমা (Endowment Insurance) [১০৪]

---

১০৩. আজিজ আহমেদ সাদেক রেজা এম. এ, কালাম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বীমার স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামী বীমা কোম্পানি জিম্মাদার

আইনগত সম্পর্কের মাধ্যমে প্রচলিত ও ইসলামী বীমার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। প্রচলিত বীমায় বীমাগ্রাহক ও বীমা কোম্পানির মাঝে সম্পর্ক হয় ক্রেতা ও বিক্রেতা আর ইসলামী বীমায় তাঁদের সম্পর্ক হয় অংশগ্রহকারীরা পরস্পরের বীমাকারী আর ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান হলো ওকিল বা জিম্মাাদার বা ব্যবস্থাপক। বীমা কোম্পানি অংশগ্রহণকারীদের বা পলিসিহোল্ডারদের থেকে পাবে ওয়াকালা ফি ও চুক্তি অনুসারে মুদারাবা ফান্ডের লাভের অংশ।[১০৫]

ইসলামী বীমার ভিত্তি হলো কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস এবং ইসতিহসান

তাকাফুল এবং প্রচলিত বীমার মধ্যে আরেকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাকাফুল ও বীমা পরিচালনায় বিধিবিধান ও নীতিমালা। ইসলামী বীমা পরিচালনার ভিত্তি হচ্ছে ইসলামী বিধিবিধান যার মধ্যে রয়েছে পবিত্র আল কুর'আনের বাণী, রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও ইজতিহাদী ফতোয়া ইত্যাদি। প্রচলিত বীমা পরিচালিত হচ্ছে মূলত চুক্তি আইন, দায় আইন, পার্লামেন্টের অধ্যাদেশ, সাধারণ আইন এবং প্রাথমিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিকশিত প্রথা ও রীতিনীতি দ্বারা।[১০৬]

ইসলামী বীমা সুদ, জুয়া ও গারার বা প্রতারণা মুক্ত

প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা সুদের উপাদান, মুনাফা সর্বোচ্চকরণ এবং সম্ভাব্যক্ষেত্রে সুযোগ গ্রহণকে কেন্দ্র করে পরিচালিত। সুদী লেনদেন ছাড়া প্রচলিত বীমার চিন্তা করা অসম্ভব। অপরদিকে ইসলামী বীমা হলো সুদ, জুয়া, গারার বা প্রতারণা ও অস্পটতা থেকে মুক্ত। [১০৭]

ইসলামী বীমার ভিত্তি হলো পারস্পরিক সহযোগিতা, বদান্যতা ও সাহায্য

ইসলামী বীমায় শুধূ লাভ করাই উদ্দেশ্য নয় এর প্রধান লক্ষ হলো বীমাচুক্তির আওতাধীন পরস্পরের আর্থিক সমস্যা সমাধান করা যার মাধ্যমে সমাজের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। আর প্রচলিত বীমার লক্ষ হলো সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করা। তাতে পরস্পরের মধ্যে ভাতৃত্বের যে সম্পর্ক থাকে তা বিদূরিত হয়। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী: 'তোমরা সৎ ও তাকওয়ায় একে অপরকে সহযোগিতা কর আর অসৎকাজ ও সীমালংঘনে একে অপরের সহযোগিতা করো না'[১০৮]

---

১০৪. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, '*জীবন বীমার অ আ ক খ*' (ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড), পৃষ্ঠা নং ৩৯

১০৫. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, '*ইসলামী জীবনবীমা: বর্তমান প্রেক্ষিত*' (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, প্রথম প্রকাশ: মে ২০০৬), পৃষ্ঠা নং ১৫৩

১০৬. ড. বি. এম. মফিজুর রহমান আল আযহারী, ' *জাতীয় সেমিনার স্মরণিকা-০৯*' 'ইসলামী বীমার শরয়ী ভিত্তি' *শীর্ষক প্রবন্ধ*, (ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, ২০০৯), পৃষ্ঠা নং ৭

১০৭. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৫৪

১০৮. আল কুর'আন, ৫:২

Dhaka University Institutional Repository

তহবিল কেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য

প্রচলিত ধারার বীমা কোম্পানিগুলোতে শেয়ারহোল্ডার তহবিল ও পলিসিহোল্ডার তহবিলের কোন পার্থক্য থাকে না। সকল আয় ও ব্যয় একই ফান্ড থেকে করা হয়। ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান তাঁদের শেয়ারহোল্ডার তহবিল ও পলিসিহোল্ডার তহবিল আলাদা সংরক্ষণ করে। সকল আয় ব্যয় একই ফান্ডে না রেখে তার মাঝে বিভাজন করেন। একটি পলিসিহোল্ডারের ব্যবসায়িক ফান্ড যাকে মুদারাবা ফান্ড বলা হয় আর চুক্তির অধীন পারস্পরিক আর্থিক সহযোগিতার জন্য আলাদা ফান্ড গঠন করা হয় যাকে তাবাররু ফান্ড বলা হয়।[১০৯]

বিনিয়োগ কেন্দ্রিক

সরকারী নিয়মানুযায়ী বীমা প্রতিষ্ঠান তাঁদের অর্থ বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অধিক মুনাফা যেখানে অর্জন করা যায় তাকে বিবেচ্য বিষয় ধরে বিনিয়োগ করে থাকে প্রচলিত বীমা কোম্পানিগুলো, সেখানে থেকে সুদ আসে কি না তা ভাবা হয় না। আর ইসলামী বীমা কোম্পানি তাঁদের অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দিষ্ট নীতিমালা মানার পরেও তাকে শরী'য়ার বিধিবিধান তথা সুদমুক্ত উপার্জনের বিষয়টি মাথায় রেখে বিনিয়োগ করতে হয়।[১১০]

উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক

ইসলামী বীমার যাঁরা ধারক, বাহক ও পরিচালক হন তাঁরা কয়েকটি বিষয়কে সামনে রেখে বীমা পরিচালনা করেন, তাহলো পলিসি হোল্ডারদের টাকা মুদারাবা হিসেবে বিনিয়োগ করে তাঁদেরকে মুনাফা প্রদান এবং পরস্পরের চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে তাবাররু বা অনুদান তহবিল গঠন করে একে অপরের সাহয্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন যা প্রচলিত বীমায় অনুপস্থিত।[১১১]

শরী'য়াহ কাউন্সিল

ইসলামী বীমাকে নিষিদ্ধ উপাদান থেকে মুক্ত রাখার লক্ষে পরামর্শ দান ও তত্ত্বাবধানের জন্য ইসলামী স্কলারদের একটি কাউন্সিল থাকে, আবার কাউন্সিলের পরামর্শ কোম্পানিতে বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণের জন্য থাকে প্রয়োজন সংখ্যক শরী'য়াহ অডিটর বা মুরাকিব যা প্রচলিত বীমায় অবর্তমান এবং এর প্রয়োজনীয়তা প্রচলিত বীমা স্বীকার করে না।[১১২]

---

১০৯. এ, বি, এম, নুরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৩৬

১১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৩৬

১১১. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, '*ইসলামী বীমা : পরিচিতি ও প্রেক্ষাপট*' (ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০১১), পৃষ্ঠা নং ১৫

১১২. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, '*ঝুঁকি ও বীমা*' (ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, প্রকাশকাল : জানুয়ারী ২০১২), পৃষ্ঠা নং ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী জীবনবীমার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর স্বচ্ছতা

ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানি তাকাফুল স্কীমে অংশগ্রহণকারী সকল সদস্য থেকে উত্তোলিত অর্থকে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে। জমাকৃত অর্থ কিভাবে বিনিয়োগ করা হবে, কত অংশ জমাকারীর নিজস্ব হিসাবে জমা থাকবে? কত অংশ তাবাররু বা অনুদান তহবিলে জমা করা হবে? অংশগ্রহণকারীর নিজস্ব হিসাবের লভ্যাংশের কত ভাগ বীমা কোম্পানি গ্রহণ করবে? কতভাগ নিজস্ব হিসেবে জমা হবে? ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট বক্তব্য বীমা ডকুমেন্টে উল্লেখ থাকতে হবে।[১১৩]

সমর্পণগত বৈশিষ্ট্য

সমর্পণের ক্ষেত্রে প্রচলিত বীমায় এ্যাকচুয়ারি কর্তৃক নির্ধারিত হয় আর ইসলামী বীমায় সমর্পণ মূল্য নির্ধারিত হবে গ্রাহকের মুদারাবা ফান্ডে জমাকৃত অর্থ ও তাতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ অনুযায়ী যা ইসলামী এ্যাকচুয়ারী নির্ধারণ করবে।[১১৪]

অর্থ বাজেয়াপ্ত না করা

প্রচলিত বীমায় নির্দিষ্ট মেয়াদের পূর্বে প্রিমিয়াম বন্ধ করা হলে জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় আবার আত্মহত্যায় মারা গেলে তাঁর অর্থ কোম্পানি কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং তথ্য ভুলের কারণেও গ্রাহকের জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত হয় কিন্তু ইসলামী বীমায় কখনো গ্রাহকের জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্তের বিধান নেই। গ্রাহক ভুল তথ্য প্রদান করলে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বাতিল হবে কিন্তু তাঁর জমাকৃত টাকা ফেরত পাবে।

নমিনীর প্রাপ্ত অর্থ উত্তরাধিকারী বিধান অনুযায়ী বণ্টন

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সুষম বণ্টন বজায় রাখতে উত্তরাধিকারী আইন প্রণয়ন করেছে। এ আইন ইসলামী বীমায় গ্রাহকের মৃত্যু হলে তাঁর নমিনীকে একচ্ছত্রভাবে ভোগের জন্য দেয়া হয় না বরং ফারায়েজ আইন অনুযায়ী সকলের মাঝে বণ্টনের নিশ্চয়তা প্রদান করে আর প্রচলিত বীমায় নমিনী পুরো বীমা দাবীর অর্থ পাওয়ার নিরংকুশ মালিক।

এ ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো যদি ইসলামী বীমায় যথাযথভাবে বজায় না থাকে তাহলে নানা ধরণের জটিলতার সৃষ্টি হবে। সবচাইতে বড় যে সমস্যা হবে সেটি হচ্ছে, প্রচলিত ও ইসলামী বীমার মাঝে গ্রাহক কোন পার্থক্য খুজে পাবেন না, ইসলামী বীমার গ্রাহকরা নিশ্চিত হতে পারবেন না যে

---

১১৩. প্রাগুক্ত

১১৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বীমা ক্রয় করেছেন। ফলে ইসলামী বীমার সম্মানিত বীমাগ্রাহকরা আস্থা হারাবেন ও গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না। ফলে গ্রাহকগণ হবেন প্রতারিত।[১১৫]

ইসলামী বীমা ও প্রচলিত বীমার মধ্যে পার্থক্য

ক্রঃ	ইসলামী বীমা	প্রচলিত বীমা
১	কোম্পানি উদ্যোক্তা ও ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করে।	কোম্পানি ও বীমা গ্রাহকের মাঝে সম্পর্ক ক্রেতা- বিক্রেতার।[১১৬]
২	বীমা গ্রাহকগণ মুদারাবা ফান্ডের মালিক আর সামষ্টিক সুবিধার্থে তাবাররু ফান্ড গঠন করে থাকে।	এভাবে ফান্ড বিভাজন করা হয় না।
৩	সকল কার্যাবলী পরিচালিত হয় পারস্পরিক ভাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার আলোকে।	এখানে মুনাফা অর্জনই হলো মূখ্য উদ্দেশ্য।
৪	সম্পত্তি বীমা তাকাফুলে গ্রাহকের টাকা রাখা হয় তাবাররু হিসাবে। লাইফ ইন্স্যুরেন্সে গ্রাহকদের টাকা রাখা হয় দুটি হিসেবে একটি হলো মুদারাবা যা লাভ-ক্ষতিসহ ফেরতযোগ্য আর অন্যটি হলো তাবাররু হিসাব যা থেকে বীমা গ্রাহকের দাবী প্রদান করা হয়।	সম্পত্তি বীমা তাকাফুলে গ্রাহকের প্রিমিয়াম রাখা হয় সম্পত্তি বীমা তহবিলে। লাইফ ইন্স্যুরেন্স গ্রাহকের প্রিমিয়াম যে তহবিলে রাখা হয় তাকে জীবন বীমা তহবিল বা ঝুঁকি তহবিল বলা হয়।
৫	ক্ষতিপূরণ তাবাররু তহবিল থেকে দেয়া হয়।	যৌথ তহবিল থেকে প্রদান করা হয়।
৬	মুদারাবা তহবিলের লভ্যাংশ কিভাবে বণ্টন হবে তা পূর্বেই নির্ধারিত থাকে।	কোম্পানি লাভ লোকসান যাই করুক লভ্যাংশ কত হবে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত।
৭	এজেন্ট কমিশন শেয়ার হোল্ডারগণ বহন করে।	এজেন্ট কমিশন বীমাগ্রাহক থেকে আদায় করা হয়।
৮	গ্রাহক মৃত্যুতে পান বীমা অংক ও মুদারাবা হিসাবে জমাকৃত টাকার লাভ।	গ্রাহক মৃত্যুতে পান পূর্ণ বীমা অংক।
৯	গ্রাহক বীমার মেয়াদ শেষে জীবিত থাকলে পান মুদারাবা হিসাবে জমাকৃত টাকা লাভ-ক্ষতিসহ।	গ্রাহক বীমার মেয়াদ শেষে জীবিত থাকলে পান সুদসহ বীমা অংক।
১০	সকল লেনদেনে সুদ পরিত্যাজ্য।	সুদের ভিত্তিতেই লেনদেন হয়ে থাকে।
১১	সুদমুক্ত খাতে তহবিল বিনিয়োগ করা হয়।	তহবিল সুদে বিনিয়োগ করা হয়।

১১৫. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৫৪
১১৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ	ইসলামী বীমা	প্রচলিত বীমা
১২	মৃত্যুজনিত বীমা দাবীর টাকা শুধু নমিনী না পেয়ে উত্তরাধিকার সূত্র অনুযায়ী পাবে।	বীমাগ্রাহক যাকে নমিনী করবে সেই একক মালিক।
১৩	সমুদয় কার্যাবলী পরিচালিত হয় ইসলামী শরী'য়াহ অনুযায়ী।	সমুদয় কার্যাবলী পরিচালিত হয় মানব রচিত নীতিমালা দিয়ে।
১৪	সম্পত্তি বীমা তাকাফুলে দাবী না করার জন্য বোনাস চেক বা নগদে পলিসির মেয়াদ শেষে অংশগ্রহীতাকে পরিশোধ করা হয়।	সম্পত্তি বীমা পলিসিতে দাবী না করার জন্য বোনাস নগদে বা চেকের মাধ্যমে পরিশোধ না করে পলিসি নবায়নের সময় প্রিমিয়াম থেকে বাদ দেয়া হয়।
১৫	শরী'য়াহ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় ও শরী'য়াহ কার্যক্রম তদারকীর জন্য কর্মকর্তা বা মুরাকিব থাকে।	বীমা আইন ও নীতিমালা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হয় ও মুরাকিবের প্রয়োজন নেই।
১৬	মৃত্যুদাবীতে কারণ নির্ণয় করা হয় না।	মৃত্যুদাবীতে মৃত্যুর কারণ ক্ষতিয়ে দেখা হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে দাবী নাকচও করা হয়।
১৭	পলিসি সমর্পণে অংশগ্রহীতার হিসাবে জমাকৃত সমস্ত প্রিমিয়াম লাভ-ক্ষতিসহ বীমাগ্রহীতাকে ফেরত দেয়া হবে। এক্ষেত্রে সার্ভিস চার্জ কর্তনের সুযোগ রয়েছে।	সমর্পণে বীমাগ্রাহক পলিসির সকল প্রিমিয়াম ফেরত পাবে না।[১১৭]

১১৭. এ বি এম নুরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বীমা আন্দোলন

ইসলামী বীমা কখন থেকে শুরু হয়েছে তা বলা কঠিন। ইসলামী স্কলারদের গবেষণার আলোকে বুঝা যায় হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জন্মের পূর্ব থেকেই আরবদেশে বীমা সদৃশ আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিধান প্রচলিত ছিল। আরবদেশে মানুষ দলবদ্ধভাবে বসবাস করত। তখন তাঁদের মধ্যে এরকম রীতি প্রচলিত ছিল যে, যদি কোন গোত্র বা গোষ্ঠির কোন ব্যক্তিকে অন্য দল বা গোষ্ঠির কোন ব্যক্তি খুন করত তাহলে উক্ত নিহত ব্যক্তির উত্তরাধীকারীগণকে যে ব্যক্তি খুন করত তাঁর আত্মীয় স্বজন মিলে রক্ত মূল্য বাবদ কোন মূল্যবান জিনিস দ্বারা ক্ষতিপূরণ দিতে হত। হত্যাকারীর আত্মীয়সজন যাঁদেরকে আকিলা (হত্যারাকারীর নিকটাত্মীয়বর্গ বা পিতৃসম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়বর্গ) বলা হত তাঁদেরকে খুনীর পক্ষে রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হত। এই পদ্ধতিকে ইসলাম আগমনের পর অনুমোদন দিয়েছে। যেমন : হুযাইল গোত্রের এক মহিলার খুনের রায় প্রদান কালে মহানবী (সা.) অনিচ্ছাকৃত, ভুলক্রমে হত্যার দিয়্যাতের ক্ষেত্রে এই "আকিলাহ" পদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং এই দূর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব সমষ্টির উপর অর্পণ করেন। যার বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো-

"হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, একদা হুযাইল গোত্রের দু'জন মহিলা বিবাদকালে একজন অপরজনকে পাথর দ্বারা আঘাত করলে সে তাঁর গর্ভের শিশুসহ নিহত হয়। নিহতের উত্তরাধিকারীরা রাসূল (সা.) এর নিকট এর প্রতিকার দাবী জানালে তিনি এই রায় প্রদান করেন যে, গর্ভভ্রুনের জন্য একজন দাস এবং আকিলা রীতি অনুযায়ী নিহত মহিলার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।" [১১৮]

আদদিয়াত ও ফিদইয়াও প্রায় একই ধরনের যা নিহতব্যক্তির পরিবারের আর্থিক ক্ষতিপূরণের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা। এভাবেই বিভিন্ন রীতি নীতির মাধ্যমেই দীর্ঘ সময় কেটে যায়। ১৯ শতকে হানাফী ফিকহ বিশেষজ্ঞ ইবন আবেদীন (১৭৮৪-১৮৩৬) ইসলামী বীমার আইনগত ভিত্তি নিয়ে গবেষণা করেন এবং এক পর্যায়ে আইনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেন ও প্রচলিত প্রথার বিকল্প হিসেবে একটি মডেল স্থাপন করেন।[১১৯] এ প্রাতিষ্ঠানিক রূপের কারণে অনেক ঈমানদার মুসলিম তাঁদের চিন্তা চেতনাকে বীমার দিকে ধাবিত করেন ও লোকজনকে এগিয়ে আসার আহবান জানান । ফলশ্রুতিতে নিজেরাও বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন বলে কিং

১১৮. এ বি এম নুরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৩৭
১১৯. সম্পাদনা পরিষদ, '*তাকাফুল জার্নাল ২০১৪*' (ঢাকা: বাংলাদেশের ইসলামী বীমা কোম্পানীসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ কাউন্সিল, ২০১৪), পৃষ্ঠা নং ৫

Dhaka University Institutional Repository

মুলার তাঁর ঐতিহাসিক রচনা "The Concept and Development of Insurance in Islamic Countries' এ উল্লেখ করেছেন।[১২০]

দুইশত বছর ইংরেজরা এ দেশ শাসন করে যান, তাঁদের শাসন আমলে সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও পরিবার নীতিতে তাঁদের ধ্যান ধারণার বীজ বপন করে তার পরিচর্যাও করেন যার ফলে মুসলমানগণ তাঁদের চিন্তা চেতনার পরিবর্তে ইংরেজদের দেয়া নীতি নিয়ে দিন অতিবাহিত করতে থাকে। বিশ্বশান্তির ধর্ম ইসলামী বিধি বিধানের তোয়াক্কা না করে সেভাবেই পরিচালিত হচ্ছিল মুসলমানগণ। বিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের নিকট বীমা ব্যবসাকে জায়েয করার লক্ষ্যে ব্যাপক গবেষণা করে মুদারাবা ভিত্তিতে বীমার বৈধতার ঘোষণা দেন।[১২১] এ শতাব্দীতে আরো অনেকেই প্রচুর গবেষণা করতে থাকেন। সৌদি বাদশা আল ফয়সাল ইবন আব্দুল আজিজ আল সৌদ ইসলামী অর্থনীতির ধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আধুনিক অর্থনীতিকে ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালনার উদ্দেশ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে পন্ডিত যেমন ইসলামী আইনবিশারদ ও ইসলামী অর্থনীতিবীদদের নিয়ে একটি গবেষণা সেল প্রতিষ্ঠা করেন। এ গবেষণা কর্মকে মুসলিম বিশ্বের ইসলামি পন্ডিতগণ সমর্থন জানিয়েছেন।

তারপর বিশ্বখ্যাত আলিম ও ইসলামী স্কলারগণ ইসলামী বীমার স্বপক্ষে রায় দেন ও তার প্রয়োগিক দিক নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেন। স্কলারদের মধ্যে মুসা আহমেদ, ইব্রাহিম, খান মোহাম্মদ মুসা, আবদুর রহমান ঈসা, আলী খালীফ, মুস্তফা জারকা, ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, আবুল আ'লা মওদুদী, মাওলানা আব্দুর রহীম, ড. মোসলেহউদ্দিন. ড. মাসুম বিল্লাহ প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইসলামী বীমা বাস্তবে রূপ দেয়ার লক্ষে বহুদিন যাবৎ এর উপর সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল যার কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ক. ইসলামী ফিকহ কনফারেন্স দামেস্ক, ১৯৬১
খ. সেকেন্ড কনফারেন্স অব মুসলিম স্কলার্স, কায়রো ১৯৬৫
গ. সিম্পোজিয়াম অব ইসলামী জুরিসপ্রুডেন্ট লিবিয়া, ১৯৭২
ঘ. ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন ইসলামিক ইকোনমিক্স, মক্কা ১৯৭৬
ঙ. কাউন্সিল অব সৌদি উলামা রেজুলিউশন, ১৯৭৭
চ. ফিকহ্ কাউন্সিল অব মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ রেজুলিউশন, ১৯৭৮

---

১২০. এ বি এম নুরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৪১
১২১. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৯৮

উপরোক্ত সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সে একত্রিত হয়ে প্রচলিত বীমা থেকে তিনটি শরী'য়াহ নিষিদ্ধ উপাদান বের করেছেন যা দূর করে বীমা পরিচালনা করা হলে শরী'য়াহ অনুমোদন করবে। নিষিদ্ধ তিনটি উপাদান হলো ১. রিবা বা সুদ, ২. মাইসির বা জুয়া, ৩. গারার বা প্রতারণা। [১২২]

অবশেষে সৌদি আরবের বাদশা প্রিন্স মোহাম্মদ আল ফায়সাল আল সৌদ এর প্রস্তাবমত সুদানের প্রেসিডেন্ট জাফর মোহাম্মদ নিমেরীর উদ্যোগে সুদানের পিপলস এ্যাসেম্বলী এপ্রিল, ১৯৭৭ সালে সর্বসম্মতভাবে ফায়সাল ইসলামী ব্যাংক (সুদান) আইন পাস করে যার উদ্দেশ্য হলো সুদানে ইসলামী অর্থনীতি প্রচলন করা। এই ব্যাংকে দায়িত্ব দেয়া হয় ইসলামী শরী'য়াহ এর আলোকে বীমা কোম্পানি প্রতিষ্ঠার। জানুয়ারী ২২, ১৯৭৯ সালে সুদানের রাজধানী খার্তুমে "ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি" প্রতিষ্ঠা করা হয় ফয়সাল ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোগে যা বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম ইসলামী বীমা।[১২৩]এরপরই বিশ্বে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। গত ৩৫ বসরে আফ্রিকা, এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় ইসলামী বীমা বিকশিত হতে থাকে। বর্তমানে নিম্নোক্ত দেশগুলোতে ৩০০টির অধিক ইসলামী বীমা কোম্পানি রয়েছে:[১২৪]

১. আলজেরিয়া
২. বাহরাইন
৩. বাংলাদেশ
৪. ব্রুনেই
৫. মিশর
৬. গাম্বিয়া
৭. ইন্দোমেশিয়া
৮. ইরান
৯. জর্ডান
১০. কেনিয়া
১১. কোয়েত
১২. মালয়েশিয়া
১৩. মৌরিতানিয়া

১২২. এ বি এম নুরুল হক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৪৩
১২৩. প্রাগুক্ত
১২৪. http://www.alokitobangladesh.com/islam-&-economics/2015/05/17/137135

Dhaka University Institutional Repository

১৪. পাকিস্তান
১৫. পেলেস্টাইন
১৬. কাতার
১৭. সৌদি আরব
১৮. সেনেগাল
১৯. সিংঙ্গাপুর
২০. শ্রীলংকা
২১. সুদান
২২. সিরিয়া
২৩. থাইল্যান্ড
২৪. সংযুক্ত আরব আমিরাত
২৫. ইয়ামেন[১২৫]

বাংলাদেশে ইসলামী বীমার বিকাশধারা

১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর এর সফল যাত্রা অবিরাম চলতে থাকে। ইসলামী ব্যাংক তার কার্যাবলীকে শরী'য়ার ভিত্তিতে পরিচালনা করতে গিয়ে ইসলামী বীমার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। নব্বই দশকে বাংলাদেশের কতিপয় ইসলামী ব্যক্তিত্ব প্রচলিত বীমার পরিবর্তে ইসলামী শরী'য়াহ অনুযায়ী বীমা প্রচলনের বিষয়ে গবেষণা করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো নামক প্রতিষ্ঠান ইসলামী বীমার উপর প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে মানুষের নিকট ইসলামী বীমার কল্যাণকর দিকগুলো ফুটিয়ে তুললেন।[১২৬] আবার ১৯৯১ সালে ইসলামিক ইকোনমিকস রিসার্চ ব্যুরো 'Some Aspects of Islamic Insurance' নামক একটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

১-২ মার্চ, ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত হয় ডি ৮ সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে ৮টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান একত্রিত হন। সম্মেলনে এ মর্মে একটি সিদ্ধান্ত হয় যে মালয়েশিয়া পুনঃতাকাফুলের সুবিধা ডি ৮ এর সদস্য দেশের জন্য আরো প্রসারিত করবে। এর প্রেক্ষিতে ডি ৮ এর রাষ্ট্রপ্রধানগণ সিদ্ধান্ত নেন তাঁদের প্রত্যেকেই নিজ দেশে তাকাফুল ও পুনঃতাকাফুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

---

১২৫. Takaful Re Limited and Ins Communication Pte Ltd. '*World Islamic Insurance Directory 2012*' (Malaysia: Middle East Insurance Review. 2012), Page no 4-5

১২৬. তাকাফুল জার্নাল ২০১৪, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৫

১৯৯৯ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশের বীমা শিল্পে তিনটি প্রতিষ্ঠান নব শিশু হিসেবে জন্ম লাভ করে সরকারের অনুমোদনের মাধ্যমে যার প্রথমটি হলো ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড, ২য় ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, আর ৩য় তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড।

তাছাড়া পারিবারিক বা লাইফ ইন্স্যুরেন্স এর মধ্য থেকে যে কোম্পানি সর্বপ্রথম ইসলামী জীবন বীমা হিসেবে অনুমোদন লাভ করে তাহলো ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড। তারপর প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ও পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড অনুমোদন লাভ করে। ক্রমান্বয়ে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ইসলামী বীমা কোম্পানি হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে ইসলামী লাইফ ও নন লাইফ বীমা কোম্পানির সংখ্যা হলো সর্বমোট ২৫টি।[১২৭]

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বীমা কোম্পানি (লাইফ)

১. ফারইষ্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
২. প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
৩. পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
৪. ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
৫. প্রোটেকটিভ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
৬. আলফা ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
৭. মার্কেন্টাইল ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
৮. জেনিথ ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

ইসলামী বীমা উইং (লাইফ)

১. পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
২. গোল্ডেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
৩. সানফ্লাওয়ার লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
৪. হোমল্যান্ড লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
৫. প্রগতি লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
৬. মেঘনা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
৭. ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড
৮. মেট লাইফ আলিকো
৯. সানলাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

১২৭. http://www.alokitobangladesh.com. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১০. রূপালী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
১১. সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
১২. বায়রা লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
১৩. প্রগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড

পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বীমা কোম্পানি (নন-লাইফ)

১. ইসলামী ইন্স্যুরেন্স বাংলাদেশ লিমিটেড
২. তাকাফুল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
৩. ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড

ইসলামী বীমা উইং (নন লাইফ)

- গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড[128]

১২৮. তাকাফুল জার্নাল ২০১৪, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক ও বীমার কর্মপদ্ধতি

ইসলামী ব্যাংকের জমাগ্রহণের পদ্ধতি

ব্যাংকের মূল কার্যক্রম তিনভাগে বিভক্ত। জমাগ্রহণ, বিনিয়োগ করা ও বিভিন্ন প্রকার সেবা প্রদান। প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থায় জমাগ্রহণ ও বিনিয়োগ সুদের ভিত্তিতে করা হয়। সেবা প্রদান করা হয় কমিশন এবং ফি এর বিনিময়ে। ইসলামিক ব্যাংকিং-এ সব ধরনের লেনদেনে সুদ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়া ইসলামিক ব্যাংকিং-এ গারার (ফটকাবাজি) এবং মাইসির (জুয়া) জাতীয় সকল লেনদেন নিষিদ্ধ। ইসলামী শরী'য়াহ্ অনুযায়ী জমাগ্রহণ ও বিনিয়োগ কার্যক্রম বিভিন্ন স্বীকৃত পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয় এবং কমিশন ও ফি-এর বিনিময়ে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হয়। এক কথায় ইসলামিক ব্যাংকিং-এর সকল লেনদেন ও কার্যক্রম ইসলামি শরী'য়াহ্ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। [১২৯]

ব্যাংকিং কার্যক্রমে জমাগ্রহণ, বিনিয়োগ করা এবং সেবা প্রদান সবই করা হয় চুক্তির (contract) ভিত্তিতে। আমানতকারীগণ বিভিন্ন শর্তে ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন এবং বিনিয়োগ গ্রহণকারীরাও সুনির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ গ্রহণ করেন। ব্যাংক বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে সুনির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে। চুক্তির বিষয়ে ইসলামী বিধান হলো এর বিষয়বস্তু সকল পক্ষের কাছে স্পষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

জমাগ্রহণের নীতিমালা

ইসলামী ব্যাংক জমাগ্রহণ করে তিনটি পদ্ধতিতে তার মধ্যে প্রথম দুটো পদ্ধতি বহুল প্রচলিত

১. ওয়াদি'য়া
২. মুদারাবা
৩. আমানাহ

প্রথম দু'টো পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণ ও হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে শরী'য়াহ্ পরিপালনের দিকগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো:

---

১২৯. মোঃ ফরিদ উদ্দিন, '*ইসলামী ব্যাংকিং এ্যান্ড ফাইন্যান্স শীর্ষক ২৭তম প্রশিক্ষণ*' ব্যাংকিং লেনদেনে শরীয়াহ পরিপালন' বিষয়ক লেকচার, (এক্সিম ব্যাংক ট্রেণিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা: সন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংক অব বাংলাদেশ, এপ্রিল ৫, ২০১৫)

১. **ওয়াদি'য়া :** ওয়াদি'য়া অর্থ হলো নিরাপদ সংরক্ষণ বা গচ্ছিত সম্পদ।[১৩০] আলওয়াদি'য়া চুক্তিতে দুটি পক্ষ থাকে জমাগ্রহণকারী ও জমাকারী। জমাগ্রহণকারীকে বলা হয় মুয়দ্দা ইলাইহি আর জমাকারীকে বলা হয় মুয়াদ্দি এবং যে জিনিস জমা করা হয় তাকে বলা মুয়াদ্দা। আমানতকারীরা ব্যাংক-কে তাঁদের জমা ব্যবহারের লিখিত অনুমতি দেয় কিন্তু তাঁরা লাভ বা লোকসানের ভাগী হন না।[১৩১] ওয়াদি'য়া পদ্ধতির এটি একটি মৌলিক নীতি। তাই হিসাব খোলার সময় এ বিষয়টি এবং হিসাব পরিচালনার অন্যান্য নিয়মাবলী অবশ্যই ওয়াদি'য়া আমানতকারীদের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং হিসাব খোলার ফরমে দস্তখত নিয়ে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের সুদভিত্তিক চলতি হিসাবের বিকল্প আল ওয়াদি'য়া পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতিতে ব্যাংক জমাকারীর অর্থ জমা নেয়। জমাকারী ব্যাংককে এই অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দেয়। ব্যাংক জমাকারীর সম্মতির ভিত্তিতে সে অর্থ ব্যবহার করে। ব্যাংক জমাকারীকে তার অর্থ চাওয়ামাত্র ফেরত দিতে বাধ্য থাকে। এক্ষেত্রে জমাকারী ব্যাংকের কোন ব্যবসায়ে অংশ নেন না তদ্রুপ ব্যাংক কোন ঝুঁকিও বহন করে না। তিনি তাঁর জমাকৃত অর্থ যে কোন সময় ফেরত নেয়ার অধিকার রাখে। এই পদ্ধতিতে জমাকারী ব্যাংকের কাছ থেকে কোন মুনাফা পান না। জমাকৃত অর্থের নিরাপদ হেফাযত করা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের বিনিময়ে জমাকারীর কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে পারে।[১৩২]

ইসলামী ব্যাংকের আল ওয়াদি'য়া চলতি হিসাব ও সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবের মধ্যে পার্থক্য হলো ইসলামী ব্যাংকের চলতি হিসাব ইসলামী শরী'য়াহ আল ওয়াদি'য়া নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত। অপরদিকে সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাব পরিচালনায় শরী'য়ার কোন নীতিমালা অনুসরণের প্রয়োজন অনুভব করে না। আল ওয়াদি'য়া চলতি হিসাবে জমাকারীর কাছ থেকে তার অর্থ ব্যবহারের পূর্ব অনুমতি নেয়া হয়। সুদভিত্তিক ব্যাংকের চলতি হিসাবে জমাকারীর কাছ থেকে তাঁর অর্থ ব্যবহারের অনুমতি নেয়ার শার'ঈ বাধ্যবাধকতা অনুভব করা হয় না। আল ওয়াদি'য়া চলতি হিসাবে জমা অর্থ শরী'য়াহ পরিপন্থী কোন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয় না। ব্যাংক এ ব্যাপারে জমাকারীকে

---

১৩০. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৮৩০
১৩১. ডা. জাকের নায়েক, *'সুদমুক্ত অর্থনীতি'* (ঢাকা: পিস পাবলিকেশন), পৃষ্ঠা নং ৫৬
১৩২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১২৬

Dhaka University Institutional Repository

নিশ্চয়তা প্রদান করে। অন্যদিকে প্রচলিত ব্যাংক চলতি হিসাবে জমাকৃত অর্থ সুদের ভিত্তিতে হালাল হারাম নির্বিশেষে যে কোন খাতে ব্যবহার করে থাকে।[১৩৩]

২. **মুদারাবা :** মুদারাবা শব্দটি আরবী দারবুন মূলধাতু থেকে উদ্ভুত। শাব্দিক অর্থ হলো ভ্রমন করা, প্রহার করা, দৃষ্টান্ত দেয়া। মুদারাবা হলো শরী'য়াহ সম্মত যৌথভাবে ব্যবসা করার একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতির ব্যবসায়ে এক পক্ষ পুঁজি সরবরাহ করে অন্যপক্ষ ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যবসায়ে অর্জিত লাভ অংশীদারদের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে ভাগাভাগি হয় এবং ব্যবসায়ে লোকসান হলে পুঁজির মালিক আর্থিক মূলধনের ক্ষতি পুরোপুরি বহন করে আর ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাঁর মেধা, শ্রম ও আনুসঙ্গিক বিষয়ের ক্ষতি বহন করে।[১৩৪] ব্যাংক সেভিংস ও বিভিন্ন মেয়াদী জমা মুদারাবা পদ্ধতিতে গ্রহণ করে। আল-মুদারাবা পদ্ধতিতে হিসাব খোলার সময় উপরে উল্লেখিত বিশেষ বৈশিষ্ট্য, লাভ-লোকসান বন্টনের নীতিমালা এবং হিসাব পরিচালনা অন্যান্য নিয়মকানুন আমানতকারীদের সাথে আলাপ করতে হবে এবং হিসাব খোলার ফরমে দস্তখত নিতে হবে।[১৩৫] মহান আল্লাহ তা'য়ালা সূরায় বাকারায় বলেন-'হে মুমিনগণ যখন তোমরা নির্দিষ্টকালের জন্য ঋণ আদান প্রদান করবে তাহালে তোমরা তা লিখে নিও।' মুদারাবা তহবিল থেকে অর্জিত আয় ব্যাংক ও জমাকারীর মধ্যে পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে বণ্টন করা হয়। যেমন ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ও তার মুদারাবা জমাকারীদের মধ্যে লাভ বণ্টনের বর্তমান অনুপাত হলো জমাকারী ৬৫ ঃ ব্যাংক ৩৫। ব্যবসায়ে লোকসান হলে সাহিবুল মাল আর্থিক ক্ষতি বহন করে অন্যদিকে মুদারিব সময়, শ্রম ও মেধার ক্ষতি বহন করে।[১৩৬]

৩. **আমানাহ :** আমানাহ শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো নিরাপত্তা দেয়া। আমানাহ পদ্ধতিতে আমানত গ্রহণকারী তার কাছে গচ্ছিত আমানতকারীর অর্থ বা বস্তু ব্যবহার করতে পারেন না। ঐ সম্পদের কোনরূপ পরিবর্তন বা যোগ বিয়োগ করতে পারেন না। ইসলামী ব্যাংক সমূহের লকার সার্ভিস পরিচালিত হয় আমানাহ নীতির ভিত্তিতে। লকারে গচ্ছিত মাল যে অবস্থায় রাখা হয় সে অবস্থায় হেফাযত করা হয়।

---

১৩৩. প্রাগুক্ত
১৩৪. ডা. জাকের নায়েক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৫৬
১৩৫. আল কুর'আন, ২ : ২৮২
১৩৬. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১২৭

Dhaka University Institutional Repository

মুনাফা বন্টনের নীতিমালা

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো মুনাফা বন্টনের ক্ষেত্রে দুটি নীতিমালা অনুসরণ করছে। একটি হলো ওয়েটেজ পদ্ধতি আর অন্যটি হলো আইএসআর পদ্ধতি। নিম্নে ওয়েটেজ ও আইএসআর পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হলো।

১. **ওয়েটেজ** (Weightage) : ওয়েটেজ এর শাব্দিক অর্থ হলো ওজন বা গুরুত্ব। সঞ্চয়ী হিসাবের ধরণ, সঞ্চয়ের মেয়াদ ও ঝুঁকি ইত্যাদী বিবেচনা করে ব্যাংক প্রডাক্ট ভিত্তিক সঞ্চয়কারীদের গুরুত্ব প্রদান করে যে লাভের হার নির্ধারণ করে তাকেই ওয়েটেজ বলা হয়। ডিপোজিটকারীদের গুরুত্ব নির্ণয় পদ্ধতিকে ব্যাংকিং পরিভাষায় "Weightage" বলা হয়। হিসাবের ধরণ, মেয়াদ ও ঝুঁকি বিবেচনা করে গ্রাহকদের ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক লাভ বন্টণ করাই ওয়েটেজের মূল ভিত্তি। প্রতিষ্ঠানের "Financial Administration Department' ওয়েটেজ-এর খসড়া তৈরী করে শরী'য়াহ কাউন্সিল ও পরিচালনা পর্ষদের চুড়ান্ত অনুমোদন নিয়ে থাকে। ব্যাংক ও সঞ্চয়কারীদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমেও Weightage নির্ধারিত হয়। ওয়েটেজ নির্ধারণের বিষয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর নিজস্ব 'Principles of Distribution of Profit to the Mudaraba Depositors' নামক একটি পুস্তিকা রয়েছে।

২. **আইএসআর** (Income Sharing Ratio) : আইএসআর মডিউল অনুযায়ী একাউন্ট খোলার সময় গ্রাহকের সাথে ব্যাংকের চুক্তি হয় প্রধানত : শেয়ারিং রেশিও নিয়ে। যেমন কোন গ্রাহকের যদি শেয়ারিং রেশিও হয় ৮০ ঃ ২০ তাহলে বিনিয়োগকৃত অর্থের আয় থেকে গ্রাহক পাবে ৮০ শতাংশ আর ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট ফি হিসেবে পাবে ২০ শতাংশ। সাময়িক কিংবা চূড়ান্ত কোন প্রকার মুনাফার হার ঘোষণা এতে থাকে না। বলা চলে গ্রাহক ব্যাংকে রাখা আমানতের আয় সম্পর্কে অনিশ্চিত থেকেই একাউন্ট খুলে থাকে।[১৩৭]

১৩৭. মোঃ ফরিদ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী জীবন বীমার জমা গ্রহণের নীতিমালা

ইসলামী জীবন বীমায় জমা গ্রহনের পদ্ধতি: ইসলামী জীবন বীমা কোম্পানি সম্মানিত গ্রাহকদের কাছ থেকে যে পদ্ধতি দুটির মাধ্যমে নিয়ে থাকে তার একটি হলো তাবাররু বা অনুদান তহবিল আর অন্যটি হলো মুদারাবা তহবিল।

তাবাররু তহবিল: গ্রাহকের জমাকৃত টাকার একটি ক্ষুদ্র অংশ ধরা যাক হাজারে ২ টাকা অনুদান তহবিলে জমা করা হয়। বীমা মেয়াদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে এ ফান্ড থেকে তাকে সহযোগিতা করা হয়। তাবাররু তহবিল গঠিত হয় পারস্পরিক আর্থিক সহযোগিতার জন্য। তাবাররু তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা গ্রাহক ফেরত পায় না।

মুদারাবা তহবিল: গ্রাহকের তাবাররু তহবিল কাটার পর যে টাকা থাকে অর্থাৎ হাজারে ৯৯৮ টাকা তা মুদারাবা তহবিলে জমা করা হয়। কোম্পানি মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ করে যে লাভ হয় তার লভ্যাংশ পূর্ব চুক্তি মোতাবেক কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার ও গ্রাহকের মাঝে বণ্টিত হয়। (মুদারাবা হলো অংশীদারি ব্যাবসায়িক কারবার। এ পদ্ধতির ব্যবসায়ে এক পক্ষ পুঁজি সরবরাহ করে অন্যপক্ষ ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যবসায়ে অর্জিত লাভ অংশীদারদের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে ভাগাভাগি হয় এবং ব্যবসায়ে লোকসান হলে পুঁজির মালিক আর্থিক ক্ষতি পুরোপুরি বহন করে আর মুদারিব বা ব্যবসা পরিচালনাকারী তার মেধা, শ্রম ও সময়ের ক্ষতি বহন করে।)[১৩৮]

তবে টার্ম ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে গ্রাহকের প্রদত্ত পুরা প্রিমিয়ামটাই তাবাররু ফান্ডে জমা হয়। গ্রাহক বা এই চুক্তিতে কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাঁকে এ ফান্ড থেকে চুক্তি অনুযায়ী বীমা অংক পরিশোধ করা হয়। আর গ্রাহকের কোন দাবী না হলে মেয়াদশেষে সে আর কোন টাকা ফেরত পায় না। সাধারণত এ টার্ম ইন্স্যুরেন্সের প্রিমিয়াম অতি সামান্য হয়ে থাকে।

সাধারণ (তাকাফুল) বীমার জমা গ্রহণ পদ্ধতি

সাধারণ তাকাফুলের কর্মপদ্ধতি প্রচলিত সাধারণ বীমা ব্যবস্থার অনুরূপ নয়। সাধারণ তাকাফুলে অংশগ্রহণকারীগণ যে প্রিমিয়াম দেয় তার সম্পূর্ণটাই তাবাররু হিসেবে প্রদান করে এবং তাকাফুল প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি সুদমুক্তভাবে ইসলামী বিধান অনুযায়ী এই অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে। বিনিয়োগের সাকুল্য মুনাফা তাকাফুল তহবিলে জমা হয় এবং অংশগ্রহণকারীর সম্পত্তি বা দায় দায়িত্বের ক্ষতি কিংবা লোকসানের ক্ষেত্রে এই তহবিল থেকে তা পুরন করা হয়। সাধারণ

---

১৩৮. ডা. জাকের নায়েক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

তাকাফুল তহবিলের উদ্বৃত্ত পৃথকভাবে সংরক্ষিত শেয়ারহোল্ডারের তহবিলে জমা হবে না। সাধারণ তাকাফুল তহবিলের লভ্যাংশের একটি নির্ধারিত অংশ (ধরা যাক ৫০%) জমা হবে শেয়ার হোল্ডারের তহবিলে এবং শেয়ারহোল্ডারের তহবিলের হিসাব বিবরণ পৃথকভাবে প্রস্তুত হবে।

পাবিারিক তাকাফুল স্কীমের মত সাধারণ তাকাফুল স্কীমগুলো সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না। অবশ্য, অংশগ্রহণকারীগণ তাকাফুলের মেয়াদ শেষে লাভের নির্দিষ্ট অংশ পেয়ে থাকেন। সকল ধরনের পরিচালনা ব্যয়ের পর যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তবে উদ্বৃত্ত অর্থ অংশগ্রহণকারী ও সাধারণ তাকাফুল প্রতিষ্ঠান বণ্টন করে নেয়। চুক্তি করার সময়েই উদ্বৃত্ত বণ্টনের ক্ষেত্রে সমঝোতার ভিত্তিতে সম্মতি থাকতে হবে। সাধারণ তাকাফুল তহবিলের উদ্বৃত্ত অর্থের পরিমাণ পুনঃতাকাফুল (Reinsurance) ব্যয় মেটানো, তাকাফুল অর্থ সংরক্ষণ (technical reserve) আনুমানিক সম্ভাব্য দাবি বিবেচনা সাপেক্ষে নিরূপিত হয়ে থাকে।

ইসলামী বীমা কোম্পানির মুনাফা বণ্টন নীতিমালা

বীমার বোনাস বা মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি (সারপ্লাস)

বীমার বোনাস প্রদান করা হয় মূলত সারপ্লাস পদ্ধতিতে। এজন্য বীমায় মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি জানতে হলে বোনাস ও সারপ্লাস পদ্ধতি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। তাই নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হলো:

বোনাস কি?

যখন জীবন বীমা কোম্পানি কোন মুনাফা অর্জন করে এবং সেই মুনাফা পলিসি গ্রহিতাদের সাথে ভাগাভাগি করতে চায় তখন তাঁরা তাকে 'বোনাস' নামে অভিহিত করে। জীবন বীমা কোম্পানির সকল পলিসি গ্রহীতা বোনাস পায় না। কেবলমাত্র যে সব পলিসি গ্রহীতা 'মুনাফায় অংশগ্রহণ মূলক পলিসি' ক্রয় করে তাঁরাই বোনাস লাভ করে।

প্রচলিত পদ্ধতিতে এ্যাকচুয়ারিয়াল ভ্যালুয়েশনের মাধ্যমে পলিসি হোল্ডারদের বোনাস নির্ণয় করা হয়। ভ্যালুয়েশন করতে এ্যাকচুয়ারি যে বিষয়গুলো বিবেচনা করে থাকেন তা হলো– শেয়ার হোল্ডারদের প্রদত্ত পুঁজি, পলিসি হোল্ডারদের প্রদত্ত প্রিমিয়াম, বিনিয়োগ আয় এবং তাবাররু তহবিল এ সবগুলোই কোম্পানির আয় হিসেবে ধরে এই মুহূর্তে কোম্পানিটি বন্ধ হলে এর সমস্ত দায় অর্থাৎ পলিসি হোল্ডারদের সমুদয় পাওনা, কোম্পানি পরিচালনা ব্যয় প্রভৃতি দায় মেটানোর

Dhaka University Institutional Repository

পর অবশিষ্ট যে উদ্বৃত্ত থাকে তাকে সারপ্লাস হিসেবে গণ্য করা হয়। এই সারপ্লাসের ১০% শেয়ার হোল্ডারদের ডিভিডেন্ড আকারে এবং ৯০% পলিসি হোল্ডারদের বোনাস হিসেবে প্রদান করা হয়। ধরা যাক একটি সনাতন বীমা কোম্পানিতে সকল প্রকার দাবী মেটানোর পরে বছর শেষে বীমা তহবিলে জমা হয়েছে মোট ১১০,০০,০০,০০ টাকা। ভবিষৎতের দায় বাবদ রাখা হয়েছে ১০০,০০,০০,০০০ টাকা। এমতাবস্থায় ঐ কোম্পানির উদ্বৃত হবে (১১০,০০,০০,০০০-১০০,০০,০০,০০০) বা ১০,০০,০০,০০০ টাকা যা পলিসি হোল্ডার ও শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে ৯০:১০ অনুপাতে ভাগ করে দেয়া হবে।

উদাহরণ স্বরুপঃ

বছরের শুরুতে জীবন বীমা তহবিলের পরিমান	১০০,০০,০০,০০০ টাকা
যোগঃ এক বছরের অর্জিত প্রিমিয়াম	২০,০০,০০,০০০ টাকা
যোগঃ বিনিয়োগ থেকে অর্জন	১০,০০,০০,০০০ টাকা
বাদঃ দাবী পরিশোধ	১৫,০০,০০,০০০ টাকা
বাদঃ কমিশন এবং অন্যান্য খরচ	৫,০০,০০,০০০ টাকা
বছরের শেষে জীবন বীমা তহবিলের পরিমান	১১০,০০,০০,০০০ টাকা
ভবিষৎতে দাবী পূরুনের দায়	১০০,০০,০০,০০০ টাকা
উদ্বৃত্ত	১০,০০,০০,০০০ টাকা

উপরোক্ত উদাহরণের ভিত্তিতে বীমা আইন অনুসারে শেয়ার হোল্ডার পাবে ১,০০,০০,০০০ টাকা যা ডিভিডেন্ড আকারে তাঁদের প্রদান করা হবে। এবং পলিসি হোল্ডার পাবে ৯,০০,০০,০০০ টাকা যা রিভার্শনারী এবং টার্মিনাল বোনাস হিসেবে বণ্টন করা হবে।

পলিসিহোল্ডারদের মধ্যে উদ্বৃত্ত কি অনুপাতে বণ্টন করা হবে তা নির্ভর করবে নিচের কয়েকটি বিষয়ের উপর ঃ

ক. কে কত টাকা মূল্যের জীবন বীমাপত্র ক্রয় করেছেন। বীমা পলিসির মূল্য বেশী হলে তিনি স্বভাবতই বেশী পরিমাণে বোনাস পাবেন।

খ. কে কত বেশী মেয়াদের জন্য জীবন বীমাপত্র ক্রয় করেছেন। বীমা পলিসির মেয়াদ বেশী হলে তিনি স্বভাবতই বেশী হারে বোনাস পাবেন।

গ. বীমাপত্রসমূহের ঝুঁকি, সামাজিক প্রয়োজন ইত্যাদি ফ্যাক্টর ও এই বিবেচনায় যোগ হতে পারে।

বোনাসের প্রকারভেদঃ

বোনাস সাধারণত দুই প্রকার যথা- (ক) রিভার্শনারী বোনাস (খ) টার্মিনাল বোনাস।[১৩৯]

১৩৯. মোঃ শহিদুর রহমান, *'সাক্ষাতকার'* (২৯, দিলকুশা ৯ম তলা, ঢাকা, এসভিপি, এ্যাকচুয়ারিয়াল বিভাগ, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, তারিখ : ০৫.০৭.২০১৫)

Dhaka University Institutional Repository

রিভার্শনারী বোনাসঃ

সারপ্লাস –এর বড় অংশ প্রধানত রিভার্শনারী বোনাস হিসেবে প্রতিটি চালু পলিসির জন্য বণ্টন করা হয়ে থাকে। রিভার্শনারী বোনাসের বৈশিষ্ট্য হলো–

ক. রিভার্শনারী বোনাস সাধারনত বাৎসরিক প্রতি হাজার বীমা অংকের উপর ঘোষণা করা হয়ে থাকে।

খ. এই বোনাস ঘোষিত হলে তা পলিসির একটি স্থায়ী বেনিফিট হিসেবে গণ্য হয়।

গ. এই বোনাস ঘোষনার সাথে সাথেই নগদ প্রদান কর হয় না। পলিসি মেয়াদ শেষে অথবা তার পূর্বেই যদি গ্রাহকের মৃত্যু হয় তখন এই বোনাস পরিশোধ করা হয়।

টার্মিনাল বোনাসঃ

রিভার্শনারী বোনাস প্রদান করার পরও যদি কোম্পানির যথেষ্ট সারপ্লাস মজুদ থাকে তাহলে যেসকল পলিসির এ বছর মেয়াদ শেষ হবে সে সকল পলিসির জন্য টার্মিনাল বোনাস প্রদান করা হয়। সাধারনত চুক্তি অনুযায়ী সকল প্রিমিয়াম জমা দিতে আগ্রহী করার জন্য এ বোনাস ঘোষণা করা হয়ে থাকে।

বোনাস প্রদানের সারপ্লাস পদ্ধতি কতটা শরীয়ত সম্মত সে বিষয়ে নিম্নে আলোকপাত করা হলো–

১. এ্যাকচুয়ারিগণ মুদারাবা বা তাবাররু তহবিলের কোন পার্থক্য করেন না, মুদারাবা ও তাবাররু তহবিলকে একীভুত করে পলিসি হোল্ডারদের বোনাস নিরুপণ করা হয়। তবে টার্ম ইন্স্যুরেন্সের ক্ষেত্রে মুদারাবা তহবিল বলে কোন তহবিল থাকে না, পুরো প্রিমিয়াম (কন্টিবিউশন) তাবাররু তহবিলে জমা হয়।

২. মুদারাবা পদ্ধতিতে বন্টিত হবে মুনাফা-সারপ্লাস নয়। সারপ্লাস এর ধারণার সাথে পলিসি গ্রাহকের অংশীদারিত্বের ধারণার সংঘাত রয়েছে। সারপ্লাস ধারণায় মূলধন ও মুনাফা গুলিয়ে ফেলা হয় বস্তুত উদ্বৃত্ত তাবাররুর সাথে সম্পৃক্ত আর মুনাফা লাইফ ফান্ডের সাথে সম্পৃক্ত। প্রচলিত জীবনবীমায় প্রিমিয়ামের বিপরীতে ঝুঁকি কেনাবেচার ব্যাপার ঘটে যা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ইসলাম ঝুঁকি নিয়ে ব্যবসা অনুমোদন করে না তবে ঝুঁকি হ্রাসের বা ঝুঁকি ভাগাভাগির উদ্যোগকে স্বাগত জানায়।

৩. কোন ইসলামী বীমা কোম্পানি যদি মুনাফা বণ্টন করতে চায় তবে তাকে শুধু মুদারাবা তহবিলের বিনিয়োগের আয়ের উপর নির্ভর করতে হবে।

মুদারাবা পদ্ধতি অনুযায়ী মুদারাবা তহবিলের মুনাফা এবং তাবাররু তহবিলের (পরিশোধিত দায় ও হালনাগাদ পুঞ্জিভুত দায় বাদ দিয়ে) উদ্বৃত্ত পলিসিহোল্ডার ও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে একই হারে বণ্টন করা যেতে পারে। যদিও এ্যাকচুয়ারি পৃথকভাবে এটিকে নিরুপন নাও করেন প্রকৃতপক্ষে ফলাফল একই হবে।

৪. পলিসি গ্রাহক কর্তৃক মুদারাবা তহবিলে জমাকৃত টাকার পরিমান বৃদ্ধি পেয়ে পরবর্তী বছর গ্রাহকের মুলধন (জমা + মুনাফা) বেড়ে যাবে। সুতাঁরাং পরবর্তী বছরের মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে তাঁর কন্টিবিউশনের পরিমান জমা + মুনাফা ধরতে হবে। সনাতন পদ্ধতিতে বীমা অংকের উপর যে সরল বোনাস ঘোষণা করা হয় তা মুদারাবা পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্য নয় অর্থাৎ মুদারাবা পদ্ধতিতে নগদ প্রদান না করলে তা পরবর্তী বছর মুলধনের সাথে যোগ করে বৃদ্ধি প্রাপ্ত মুলধন বিনিয়োগ হিসেবে দেখাতে হবে।

৫. গ্রাহকের মুদারাবা ফান্ডের স্থিতি অনুযায়ী মুনাফা প্রদান করা কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় গ্রাহক যত প্রিমিয়ামই জমা দেয় না কেন গ্রাহককে মূল বীমা অংকের উপর মুনাফা প্রদান করা হয়।

৬. কোন গ্রাহকের মুদারাবা ফান্ডে টাকা জমা থাকা সত্ত্বেও পলিসি চালু না থাকার কারণে তাঁকে মুদারাবা ফান্ডে জমাকৃত টাকার লাভ দেয়া হয় না যা সরাসরি শরী'য়াহ লংঘন।

৭. গ্রাহকের সকল লেনদেন সাধরণত শতকরা হয়ে থাকে কিন্তু বোনাস প্রদানের ক্ষেত্রে সেটা শতকরা এর পরিবর্তে হাজারে এত টাকা বলে ঘোষণা করা হয় যা সাধারণ মানুষের নিকট বোধগম্য নয়, আর গ্রাহকের সাথের চুক্তি অবশ্যই বোধগম্য হওয়া শরী'য়ার দাবী। পরিতাপের বিষয় হলো বীমা কোম্পানির কোন কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে না।

মুদারাবা পদ্ধতিতে তাবাররু তহবিলের উদ্বৃত্তঃ

তাবাররু তহবিল প্রর্যাপ্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকলে সেক্ষেত্রে দুই ধরণের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। যথা-

১. নির্দিষ্ট কয়েক বছর পর তাবাররু তহবিলের উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি থাকলে তাবাররু রেট পুনঃবিবেচনা করা যেতে পারে।

২. প্রতি বছর বছর তাবাররু তহবিলের উদ্বৃত্তের পরিমাণ বের করে তা থেকে প্রয়োজনীয় পরিমান রিজার্ভ রেখে বাঁকী অংশ সকল পলিসি হোল্ডারদের মধ্যে ঝুঁকি পরিমাণের উপর ভিত্তি করে বণ্টন করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক ও বীমার বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহ

বাংলা বিনিয়োগ শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Investment আর বাংলা ঋণ শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Loan।[১৪০] বুঝার ভূলে অনেকেই ঋণকে বিনিয়োগ বলেন আবার বিনিয়োগকে ঋণ বলে অভিহিত করেন। ইসলামী পরিভাষায় ঋণকে করজে হাসানাহ বলা হয় আর বিনিয়োগকে এক ধরণের যৌথ ব্যবসা হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। ঋণ ইসলামী শরীয়াতে বৈধ বা হালাল করেছেন। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণের সাথে লাভ যুক্ত করে একে সুদে রূপান্তরিত করেছেন। ঋণ লেনদেনে মুলধনের সাথে যদি কোন লাভ ধার্য করা হয় তখন আর সেটা ঋণ থাকে না সেটা সুদ হয়ে যায়।[১৪১]

ব্যবসায় সরাসরি মুলধনের মালিক বিনিয়োগ করতে না পারলে ২য় বা ৩য় কোন পক্ষকে ব্যবসা করার নিমিত্তে মূলধন সরবরাহকে বিনিয়োগ বলা হয়। আর মূলধন সরবরাহ করার সময় পারস্পরিক চুক্তি হতে হবে লাভ বা ক্ষতি কিভাবে বণ্টন হবে। ঋণ ও বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য যা নিম্নে পেশ করা হলো-

ঋণ ও বিনিয়োগের পার্থক্য

ক্রঃ	বিনিয়োগ	ঋণ
১	বিনিয়োগের অর্থ বা দ্রব্য কম বা বেশি হয়ে বিনিয়োগ দাতার কাছে ফেরত আসে।	ঋণ টাকা বা দ্রব্য যা দেয়া হয় না কেন তদ্রুপ বস্তু ঋণদাতাকে ফেরত দিতে হয়।
২	বিনিয়োগ দাতা লাভ বা ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে।	ঋণদাতা লাভ বা ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে না।
৩	বিনিয়োগ দাতা লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি বহন করে বিধায় তাঁকে শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ করতে হয়।	ঋণদাতা ঋণদানে কোন শ্রম বা মেধা ব্যয় করতে হয় না।
৪	বিনিয়োগ উৎপাদন ও ব্যবসায়িক খাতে দেয়া হয়।	ঋণ যে কোন প্রয়োজনে নিতে পারে।
৫	বিনিয়োগকে ঋণে রূপান্তর করা যায় না।	ঋণকে বিনিয়োগে রূপান্তর করা যায় না।[১৪২]

১৪০. ইকবাল কবির মোহন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২৪০
১৪১. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, '*মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা*' হাদীস নং ৭৯
১৪২. এ.এ. এম হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগের গুরুত্ব

ভালো মানের মুনাফা করা সফল প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য। ইসলামী ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্সকে মুনাফা করতে হলে গুরুত্ব দিতে হয় বিনিয়োগের উপর। বিনিয়োগ থেকে লাভ করে ব্যাংক ও ইন্স্যুন্সের শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী ও আমানতকারীদেরকে সন্তোষজনকভাবে ডিভিডেন্ড ও মুনাফা প্রদান করতে হয়। ইসলামী ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্সের মুনাফা অর্জন করে টিকে থাকতে বিনিয়োগের কোন বিকল্প নেই। ইসলামী ব্যাংক ও বীমা মুনাফা না করলে আমানতকারীরা তাঁদের আমানত তুলে নিবেন ও বিনিয়োগকারীরা তাঁদের পুঁজির উপর আস্থা হারাবেন। ফলে ইসলামী ব্যাংক ও বীমার অস্তিত্ব বিলিন হয়ে যাবে।[১৪৩]

ইসলামী ব্যাংক ও বীমার বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ সুদী ব্যাংক ও ইন্স্যুরেন্সের বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে ভিন্ন। ইসলামী ব্যাংক ও বীমাতে অনেক বিষয় মাথায় রেখে বিনিয়োগ করতে হয়। নিম্নে ইসলামী ব্যাংক ও বীমার বিনিয়োগ বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো-

১. হালাল ও বৈধ ব্যবসায় বিনিয়োগ করা।
২. বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে শরী'য়াহসম্মত বিধিবিধান অনুসরণ করা।
৩. মূলধনের নিরাপত্তা ও মুনাফার সম্ভাব্যতা যাচাই করে বিনিয়োগ করা।[১৪৪]
৪. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান তৈরি হয় এ বিষয়কে সামনে রেখে বিনিয়োগ করা।
৫. বিনিয়োগে কোন ধরণের শঠতা, প্রতারণা ও জালিয়াতিকে বর্জন করা।

ইসলামী ব্যাংক ও বীমার বিনিয়োগ পদ্ধতি সমূহ

প্রচলিত ব্যাংক ও বীমায় সকল প্রকার বিনিয়োগ সুদভিত্তিক। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংক ও বীমার বিনিয়োগ ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালনা করে আসছে। ইসলামী শরী'য়াহতে অসংখ্য বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যে সকল বিনিয়োগ পদ্ধতি বেশী কার্যকরী ও বহুল প্রচলিত তা নিম্নে পেশ করা হলো।

ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি

১. বাই মুয়াজ্জাল
২. হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক
৩. বাই সালাম
৪. বাই মুরাবাহা
৫. বাই ইসতিসনা

১৪৩. ইকবাল কবির মোহন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২৪১
১৪৪. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৩৩

Dhaka University Institutional Repository

অংশিদারিত্ব পদ্ধতি

১. মুদারাবা
২. মুশারাকা

ভাড়া দান পদ্ধতি

১. ইজারা বা লিজিং।[১৪৫] প্রত্যেকটি পদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলো:

বাই মুয়াজ্জাল

মুয়াজ্জাল শব্দটি আরবী আজালুন (اجل) শব্দমূল হতে উদ্ভুত। আজালুন শব্দের আভিধানিক অর্থ বিলম্ব বা বাকি আর মুয়াজ্জাল শব্দের অর্থ বিলম্বিত, বাকিতে পরিশোধযোগ্য, বাকি।[১৪৬]

বাই মুয়াজ্জাল এর পারিভাষিক অর্থ :

البيع المؤجل هو الذى فية يكون المبيع معجلا والثمن مؤجلا-

অর্থাৎ ঃ "বাই মুয়াজ্জাল হল এমন এক ধরনের ক্রয় বিক্রয় যাতে পণ্যটি নগদে ও মূল্য বাকিতে পরিশোধ করা হয়"।[১৪৭] বাই মুয়াজ্জালকে বাই ইলা আজাল, বাই বিছ ছামানিল আজাল, বাই আন নাসিয়াও বলা হয়ে থাকে।

বাই মুয়াজ্জাল বৈধ হওয়ার দলীল

১. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

অর্থাৎ ঃ "আর আল্লাহ তা'য়ালা ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"[১৪৮]

২. রাসূল (সা.) এর হাদীস :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

---

১৪৫. প্রাগুক্ত
১৪৬. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৬৪২
১৪৭. আলী হায়দার আমীন আফিন্দি, '*দুরারুল হুক্কাম ফি ইলমিল আহকাম*'(লেবানন, দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যাহ, প্রথম খন্ড), পৃষ্ঠা নং ১১৪
১৪৮. আল কুর'আন, ২: ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ঃ "রাসূল (সা.) এক ইয়াহুদীর নিকট থেকে বাকিতে খাদ্য ক্রয় করেছিলেন। এবং তার নিকট রাসূল (সা.) এর একটি লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।"[১৪৯]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

অর্থ ঃ "রাসূল (সা.) বলেন তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে। মুকারাদা বা মুদারাবা, আল বাই ইলা আজাল বা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়, এবং ঘরে খাওয়ার জন্য গমকে যবের সাথে মেশানো তবে বিক্রয়ের জন্য নয়।"[১৫০]

কুর'আন ও হাদীস অধ্যয়ন করে জানা যায় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) যে সকল ক্রয় বিক্রয় হারাম ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে বাই মুয়াজ্জাল নেই তাই বাই মুয়াজ্জাল একটি বৈধ ব্যবসা।

বুদ্ধিভিত্তিক দলীল

মানুষের নিকট স্বাভাবিক বিষয় যে, তাঁর নিকট সবসময় নগদ টাকা থাকে না তাই বাকিতে ক্রয় বিক্রয় করতে হয় এছাড়া সাধারণ জীবন যাত্রা কঠিন হয়ে পড়ে। এই ক্রয় বিক্রয়কে সহজকরণের অন্যতম কাজ হলো বৈধতার মধ্যে থেকে মানুষের লেনদেন ও কাজকর্ম সহজভাবে পালনের রাস্তা করে দেয়া।

বাই মুয়াজ্জাল এর পদ্ধতি

বাই মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে ক্রেতার ক্রয়ের আবেদনের ভিত্তিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান অন্য স্থান থেকে মালামাল ক্রয়ের পর উক্ত গ্রাহকের কাছে বাকিতে বিক্রি করে। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান নগদ মূল্যে মালামাল ক্রয়পূর্বক গ্রাহকের কাছে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধের শর্তে বাকিতে বিক্রি করে । ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান মালামালের ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত লাভ যোগ করে গ্রাহকের কাছে বাকিতে বিক্রি করে। এক্ষেত্রে মালের ক্রয়মূল্য ও মুনাফা গ্রাহকের নিকট প্রকাশ করা হয় যদিও তাকে জানানোর বাধ্যবাধকতা নেই। তবে বাই মুয়াজ্জালে মূল্য পরিশোধের সময় সুনির্দিষ্ট হতে হবে।[১৫১]

বাই মুয়াজ্জালের উদাহারণ–

আব্দুল্লাহ নামের একজন ব্যবসায়ী ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের কর্মকর্তার নিকট এসে বললেন আমি রড ব্যবসায়ী। আমি পুঁজির অভাবে রড ক্রয় করতে পারি না। আপনারা আমাকে

১৪৯. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, *'ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরীয়াহ নীতিমালা'* (ঢাকা, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০১১), পৃষ্ঠা নং ৬৫

১৫০. প্রাগুক্ত

১৫১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজি দিলে আমি রড বিক্রি করে আপনাদের টাকা পরিশোধ করে দিব। কর্মকর্তা বললেন আমরা যদি আপনাকে রড কিনে দেই তাহলে কেমন হয়? পরে আপনি আমাদেরকে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করে দিবেন। কর্মকর্তার প্রস্তাবে গ্রাহক রাজি হন এবং পরস্পরের মাঝে একটি বাই মুয়াজ্জালের চুক্তি হয় । ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সরাসরি বা ক্রয়প্রতিনিধির মাধ্যমে গ্রাহককে রড কিনে দেন, গ্রাহক তা গ্রহণ করেন এবং চুক্তি মোতাবেক গ্রাহক কোম্পানির পাওনা পরিশোধ করেন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বাই মুয়াজ্জালের বৈশিষ্ট্য

বাই মুয়াজ্জালে তিনটি পক্ষ থাকে

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান (অর্থায়নকারী)
২. বিক্রেতা (মালের মূল সরবরাহকারী)
৩. ক্রেতা (বিনিয়োগ গ্রাহক)[১৫২]

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বাই মুয়াজ্জাল অনুশীলনের ধারাবাহিকতা

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বাই মুয়াজ্জাল এর অনুশীলন ব্যক্তিগত মালামাল ক্রয় বিক্রয়ে বাই মুয়াজ্জাল এর অনুশীলন পদ্ধতি এক নয়। তার কারণ হলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ কারীর নিকট যে মালামাল বিক্রি করেতে চায় তা প্রতিষ্ঠানের কাছে মওজুদ থাকে না। বাজার থেকে তা ক্রয়পূর্বক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ও দখল লাভের পর তা বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে বিক্রি করতে হয়।

বাই মুয়াজ্জাল এর ক্ষেত্রে নিম্নের প্রক্রিয়াগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হয়:

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মালামাল ক্রয়পূর্বক মালিকানা ও দখল লাভ করা।
২. চুক্তিপত্রে বিক্রয়মূল্য ও বিলম্বে মূল্য পরিশোধের মেয়াদ উল্লেখ করা।
৩. মালামাল গ্রাহককে বুঝিয়ে দেয়া।
৪. গ্রাহকের নামে দায় সৃষ্টি করা।

বাই মুয়াজ্জালে যে সকল কারণে শরী'য়াহ লংঘিত হতে পারে :

১. মালামাল ক্রয়ের পরিবর্তে বিভিন্নভাবে গ্রাহককে সরাসরি নগদ টাকা প্রদান করা।
২. বিনিয়োগ অর্থ দ্বারা মাল ক্রয় না করে পুরাতন বিনিয়োগ হিসাব সমন্বয় করা।
৩. হারাম বা শরী'য়াহ নিষিদ্ধ পণ্যে বিনিয়োগ প্রদান করা।
৪. বিক্রিত পণ্যের উপর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া ও দখল লাভ ছাড়া গ্রাহকের কাছে মালামাল বিক্রি করা।

১৫২. প্রাগুক্ত

৫. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো গ্রহণ করা।
৬. প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকারী থেকে ক্যাশমেমো সংগ্রহ করে তা প্রতিষ্ঠানের নিকট উপস্থাপন করে বিনিয়োগ গ্রহণ করা।
৭. বাই মুয়াজ্জাল চুক্তিপত্র খালি, অপূরণকৃত ও সাক্ষীবিহীন রাখা।
৮. গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি করা হলে সে ক্ষেত্রে কোম্পানি কর্তৃক মালামাল পরিদর্শনপূর্বক গ্রাহককে বুঝিয়ে না দেয়া।
৯. আমদানি বিনিয়োগে গ্রাহক কর্তৃক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মালামাল আমদানি করার ক্ষমতাপত্র না দেয়া।
১০. আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করে তার একাউন্টে বিনিয়োগের টাকা স্থানান্তর করার দীর্ঘ দিন পরও বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে মালামাল ক্রয় না করা।
১১. বিক্রিত পণ্য ব্যাংকের মালিকানায় আসার পূর্বেই উক্ত পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি করা।
১২. মালামাল ক্রয়ে ব্যাংকের ভূমিকা না থাকা।
১৩. গ্রাহকের নিজের জন্য ক্রয়কৃত মালের উপর বিনিয়োগ প্রদান করা।
১৪. বিনিয়োগের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে মালামাল ক্রয় না করে আংশিক অর্থ দিয়ে মালামাল ক্রয় করে সম্পূর্ণ বিনিয়োগের উপর মুনাফা ধার্য করা।[১৫৩]

বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগে শরী'য়াহ লংঘন : একটি কেস স্টাডি

একজন বিনিয়োগ গ্রহীতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এসে বলল আমি কাঁটাবন হামিম বোরকা হাউজ থেকে ২০০০ (দুই হাজার) পিচ বোরকা কিনতে চাই যার প্রতি পিচের মূল্য ২০০০ টাকা এই নেন দোকানের মেমো তাতে পণ্যের সংখ্যা ও দাম লিখা আছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা একটি বাই মুয়াজ্জাল চুক্তিনামা বের করে দিয়ে তাতে বিনিয়োগ গ্রহীতার স্বাক্ষর রেখে তাকে টাকা দিয়ে দিলেন। এ বিনিয়োগে যে সকল কারণে শরী'য়াহ লংঘন হয়েছে তাহলো-

১. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি ও মালের উপর দখল ছাড়াই গ্রাহকের কাছে মালামাল বিক্রি করা হয়েছে।
২. প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকারী থেকে ক্যাশমেমো সংগ্রহ করে তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট উপস্থাপন করে বিনিয়োগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৩. বিক্রিটি সাক্ষীবিহীন হয়েছে।
৪. বিক্রিত পণ্য প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় আসার পূর্বেই উক্ত পণ্যটি বিক্রয়ের চুক্তি করা হয়েছে।
৫. মালামাল ক্রয়ে প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা নেই।

১৫৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক (এইচপিএসএম)

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক বিনিয়োগ পদ্ধতিটি মূলত তিনটি পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত। পদ্ধতি তিনটি হলো ১. হায়ার বা ইজারা ২. পারচেজ বা বাই ৩. শিরকাতুল মিলক।[১৫৪] তিনটি পদ্ধতির সমন্বয়ে হওয়ার কারণে কেউ কেউ এ পদ্ধতিকে হাইব্রিড বিনিয়োগ পদ্ধতিও বলে থাকেন। এ বিনিয়োগে ইজারা বা ভাড়াটিই মূলত মূখ্য বিষয়।

এ পদ্ধতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক কোন সম্পদের মালিকানা যৌথভাবে অর্জন করে। সম্পদের একাংশের মালিক হয় গ্রাহক আর অবশিষ্টাংশের মালিক হয় প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট সম্পদে প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে থাকে সে পরিমাণ সম্পদের মালিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এরপর প্রতিষ্ঠান তার মালিকানাধীন অংশটুকু গ্রাহকের নিকট ভাড়া দেয়ার এবং কিস্তিতে বিক্রি করার চুক্তি করে।[১৫৫]

এটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক উদ্ভাবিত শরী'য়াহ ভিত্তিক একটি বিনিয়োগ পদ্ধতি। বিশ্বের কোন কোন দেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক এর পরিবর্তে ইজারা মুনতাহিয়া বিততামলিক পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে।

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক পদ্ধতির উদাহরণ:

একজন জমির মালিক শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর বিনিয়োগ কর্মকর্তার নিকট এসে বললেন যে, আমার মিরপুর ৬ নাম্বারে ৫ কাঠার একটি জমি আছে। আমি টাকার সংকটে বিল্ডিং নির্মাণ করতে পারছি না। আমি আপনাদের কাছ থেকে পুঁজি পেলে বিল্ডিং নির্মাণ করে পরে কিস্তির মাধ্যমে আপনাদের পুঁজি ও লাভ পরিশোধ করে দিব। কর্মকর্তা বলেন আমরা সরাসরি কাউকে পুঁজি সরবরাহ করি না তবে আমরা আপনার সাথে বিল্ডিং নির্মাণের ক্ষেত্রে পুঁজি সরবরাহ করে বিল্ডিং এর মালিক হতে চাই। আপনার টাকা আমাদের টাকা উভয়ের যৌথ মালিকানায় বিল্ডিং নির্মাণ করা হবে তাতে টাকা অনুপাতে মালিকানা উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে এবং আপনার সাথে ও প্রতিষ্ঠানের সাথে ভাড়ায় মালিকানা বিক্রি চুক্তি হবে। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড যে পরিমাণ বিল্ডিংয়ের মালিকানা অর্জন করবে তা আপনার নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকায় ভাড়া দেয়া হবে ও মালিকানা সত্ত্বের মূলধন কিস্তির মাধ্যমে কোম্পানিকে পরিশোধ করতে হবে। ব্যাংকের মালিকানা অংশের ভাড়া দিয়ে যাবেন যতক্ষন না কোম্পানির মালিকানা অংশের

১৫৪. ইকবাল কবির মোহন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২৭৯

১৫৫. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৯১

Dhaka University Institutional Repository

মূল্য পরিশোধ করবেন। ব্যাংকের মালিকানার অংশ যে দিন পরিশোধ করবেন সে দিন থেকে আপনি বিল্ডিংয়ের মালিক হয়ে যাবেন এবং ভাড়া রহিত হয়ে যাবে।

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক বৈধ হওয়ার দলীল

এ বিনিয়োগ পদ্ধতিটি তিনটি পদ্ধতির সমন্বিত রূপ

১. ইজারা

ইজারা বৈধ হওয়ার দলীল

- আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

অর্থ ঃ"তুমি যাঁদেরকে শ্রমিক নিযুক্ত কর তাঁদের মধ্যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত লোকই উত্তম।"[১৫৬]

আয়াতে হযরত শুয়াইব (আ.) কর্তৃক হযরত মূসা (আ.) কে শ্রমিক নিযুক্ত করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

- এছাড়া হাদীসে রয়েছে:
  রাসূল (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) হিজরত করার সময় পথ দেখানোর জন্য একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে পথনির্দেশক নিয়োগ করেছিলেন।[১৫৭] অতএব, হাদীসের বর্ণনানুযায়ী মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করা বৈধ।

২. শিরকাতুল মিলক

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কোন বস্তুতে অংশীদার বা মালিকানা লাভ করাকে শিরকাতুল মিলক বলা হয়। শিকরকাতুল মিলক দুভাবে হতে পারে:

ক. শিরকাতুল মিলক আল ইখতিয়ারিয়াহ বা স্বেচ্ছামূলক শিরকাতুল মিলক। যেমন: হেবা বা অছিয়াত সূত্রে কোন সম্পদে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মালিকানা অর্জন।

খ. শিরকাতুল মিলক আল জাবারিয়া বা বাধ্যতামূলক শিরকাতুল মিলক। যেমন: দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক যৌথভাবে ক্রয়কৃত সম্পদের উপর মালিকানা অর্জন।[১৫৮]

শিরকাতুল মিলক বৈধ হওয়ার দলীল:

- আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

অর্থ ঃ "তাঁরা (উত্তরাধিকারীরা) এক তৃতীয়াংশে অংশীদার হবে।"[১৫৯]

---

১৫৬. আল কুর'আন, ২৮ : ২৬
১৫৭. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৭৫
১৫৮. প্রাগুক্ত
১৫৯. আল কুর'আন, ৪ : ১২

কোন সম্পদে যৌথ মালিকানা অর্জনে শরী'য়াতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আলোচ্য আয়াতে মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তিতে যৌথ অংশীদারিত্বের কথা বলা হয়েছে। এটাই হলো শিরকাতুল মিলক।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক এর প্রয়োগ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে মেশিনারী যন্ত্র বা স্থায়ী সম্পদ বিনিয়োগে গ্রাহকের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ক্রয় বা নির্মাণ করে। তাতে উভয়ের মূলধন থাকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার ক্রয় বা নির্মাণকৃত অংশ গ্রাহকের নিকট ভাড়া দেয় ও একই সঙ্গে কিস্তির মাধ্যমে মূল্য পরিশোধের শর্তে গ্রাহকের কাছে ক্রমান্বয়ে বিক্রির চুক্তি করে। গ্রাহক যত কিস্তি দেবেন সে অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অংশ ক্রয় করে নেবেন আর আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের নিকট থেকে তার সম্পদ ব্যবহারের কারণে ভাড়া পেয়ে থাকে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা কমতে থাকলে তার ভাড়াও কমতে থাকে তাকে ক্রমহ্রাসমান পদ্ধতি বলা হয়।[১৬০]

হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক পদ্ধতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. চুক্তিতে উভয়ের পুঁজির অংশ এবং সম্পদের মালিকানা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।
২. চুক্তিতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মালিকান স্বীকার করা হয়।
৩. সম্পত্তিতে ব্যাংক তার অংশ গ্রাহকের দখলে সমর্পণ করে এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সেই অংশের মালিক থাকে।
৪. সম্পদে ব্যাংকের অংশটি বিক্রি করবে সে ধরনের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং গ্রাহক মূল্য পরিশোধ করে সম্পদটির মালিকানা নেবে এরূপ অঙ্গীকার দান করে।
৫. ব্যাংক গ্রাহকের বরাবর পূর্ণ মালিকানা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত চুক্তি বহাল থাকে।
৬. ব্যাংকের অংশটি ভাড়ার উপযোগী হওয়ার পর ভাড়া চুক্তি কার্যকর হয়।
৭. ভাড়াদাতা ও ভাড়া গ্রহীতা উভয়ে পুঁজির আনুপাতিক হারে মালিকানা ঝুঁকি বহন করে।
৮. সম্পদের যত্ন নেয়া ভাড়াগ্রহীতার দায়িত্ব, ভাড়াগ্রহীতার অবহেলার কারণে সম্পদে কোন ক্ষতি হলে তার দায় দায়িত্ব ভাড়াগ্রহীতাকেই নিতে হবে।
৯. ভাড়গ্রহীতা ভাড়াদাতার পূর্ব অনুমতি ছাড়া সম্পদের পরিবর্তন ও স্থানান্তর করতে পারবে না।
১০. চুক্তিতে এমন কোন শর্ত থাকতে পারবে না যা প্রকৃতি ও দেশের আইন বিরোধী এবং শরী'য়াহ পরিপন্থী।[১৬১]

১৬০. ইকবাল কবির মোহন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২৭৭
১৬১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২৮০

Dhaka University Institutional Repository

অবকাশ কালীন সময়ে ভাড়া চার্জ করণ

আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে শিল্পেই বিনিয়োগ করুক তা ব্যবহার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ভাড়া চার্জ করতে পারবে না। এ সময়কে অবকাশ কালীন (Gastation Period) সময় বলা হয়।[১৬২] যেমন কেউ আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বিল্ডিং নির্মাণের জন্য ৫০,০০০০০/-(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা এইচপিএসএম পদ্ধতিতে বিনিয়োগ নিল, বিল্ডিং নির্মাণ করতে তার একবছর সময় লেগেছে। বিল্ডিং নির্মাণের পর আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ৫০,০০,০০০/- দিয়ে দিলো। তাহলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক বিশাল ক্ষতির সম্মুখিন হবে যা আদৌ শরী'য়াতে অনুমোদন করে না। কারণ আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের সম্পদ বিনিয়োগ করে আর গ্রাহক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টাকা রাখেন ব্যবসার উদ্দেশ্যে এক্ষেত্রে গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঝুঁকি থেকে প্রতিরোধের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিটি অবলম্বন করে থাকে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান অবকাশ কালীন সময়ের ভাড়া না ধরে বিনিয়োগকৃত সম্পদটি ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পর আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকের পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পদটির মূল্য বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং বর্ধিত অংশটি ভাড়ার সাথে যোগ হয় না। কারণ হলো কোন সম্পদ ব্যবহার উপযোগীতার পূর্বের চেয়ে উপযোগীতার পরে সাধারণত মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর মূল সম্পদের সাথে মিশানো হয় না তা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর Unrealised Income হিসেবে রাখা হয় যা আর্তমানবতার কল্যাণে ব্যয় করা হয়।

যে সকল কারণে এইচপিএসএম বিনিয়োগে শরী'য়াহ্ লংঘন হতে পারে

১. অবকাশকালে ভাড়া আদায়।
২. সম্পদ বা মেশিনারিজ ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে গেলে তা থেকে ভাড়া আদায়।
৩. সম্পদ ক্রয়ে উভয়পক্ষের অংশগ্রহণ, মালিকানায় অংশীদারিত্বের অনুপাত, সম্পদের বিবরণ ও ভাড়া ইত্যাদি চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকা।
৪. সম্পদের উপর আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর মালিকানা অর্জন ব্যতীত ভাড়া আদায় করা।
৫. ভাড়ার উপর ভাড়া আরোপ করা।
৬. সম্পদ ক্রয়ের পূর্বে ভাড়া ও বিক্রয় চুক্তি সম্পাদন করা।
৭. বিনিয়োগের অর্থ দিয়ে নির্দিষ্ট সম্পদ তৈরি না করে তা অন্য খাতে স্থানান্তর করা।
৮. অন্য কোন বিনিয়োগ মুড থেকে এই মুডে রূপান্তর করা।[১৬৩]

১৬২. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১০০
১৬৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

এইচপিএসএম পদ্ধতিতে শরী'য়াহ লংঘিত হওয়ার একটি উদাহরণ

একজন গ্রাহক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কর্মকর্তার কাছে বললেন আমি বাড়ি নির্মাণ করব আমার রড ও সিমেন্ট ক্রয় প্রয়োজন এবং রড ও সিমেন্ট ক্রয়ের একটি দরপত্র যার মূল্য ১০,০০০০০/- (দশ) লক্ষ টাকা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করেন। কর্মকর্তা একটি এইচপিএসএম চুক্তিপত্র ১০ বছরে পরিশোধ করার শর্তে সম্পাদন করে গ্রাহককে ১০,০০০০০/- (দশ) লক্ষ টাকা প্রদান করেন। গ্রাহক ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী তা পরিশোধ করেন।

উপরোক্ত লেনদেনে যে কারণে শরী'য়াহ লংঘিত হলো

নির্মিত বাড়ীতে পরস্পরের মালিকানা অংশ, ভাড়া প্রদানের হার ও অবকাশকালীন সময় ইত্যাদি স্পষ্ট বর্ণনা ছাড়াই সম্পাদন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাই সালাম

বাই সালামের শাব্দিক অর্থ হলো অগ্রিম ক্রয়। সালাম অর্থ সমর্পণ করা, সালামকে আবার সারাফও বলা হয়। আর সারাফ এর অর্থ হলো অগ্রিম প্রদান করা। চুক্তির মজলিসেই পণ্যের মূল্য বিক্রেতার কাছে সমর্পণ করা হয় বা অগ্রিম প্রদান করা হয় বলে একে বাই সালাম বা বাই সালাফ বলা হয়।[১৬৪] নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে পণ্য সরবরাহ নিয়ে তা যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করতে পারে।[১৬৫]

বাই সালামের পারিভাষিক সংজ্ঞা

AAOIFI বাই সালামের সংজ্ঞায় বলেঃ

هو بيع شيئ موصوف فى الذمة بثمن معجل

অর্থ ঃ "অগ্রীম মূল্য পরিশোধের বিপরীতে ভবিষ্যতে সরবরাহের শর্তে পণ্য ক্রয় করাকে বাই সালাম বলা হয়।"

এ পদ্ধতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগের অর্থ গ্রাহককে সরাসরি প্রদান করে। এটা অনেকটা বাই মুয়াজ্জালের বিপরীত। বাই মুয়াজ্জালে বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছে মালামাল বিক্রি করে তাঁকে বাকিতে মূল্য পরিশোধের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু বাই সালামে মালামালের মূল্য বিনিয়োগ গ্রাহককে অগ্রিম প্রদান করা হয়। বাই মুয়াজ্জালের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহক মালামালের ক্রেতা আর আর্থিক প্রতিষ্ঠান হয় বিক্রেতা। আবার বাই সালামে বিনিয়োগ গ্রাহক বিক্রেতা আর আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্রেতা।

মালামালের মূল্য হিসাবে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থকে বলা হয় "রা'সু মালিস সালাম" বা মালের মূলধন। নির্দিষ্ট সময়ান্তে সরবরাহযোগ্য পণ্যকে বলা হয় "আল মুসলামু ফিহি" ক্রেতাকে বলা হয় "মুসলাম" এবং বিক্রেতাকে বলা "আল মুসলামু ইলাইহি"।[১৬৬]

বাই সালামের উদাহরণ

একজন কৃষক এক্সিম ব্যাংক লিমিটেডে এসে বিনিয়োগ কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন যে, আমার অনেক জমি আছে প্রতিবছর তাতে আমি আলু উৎপাদন করি। এখন আলু জমিনে লাগানোর সময় কিন্তু আমার হাতে সার ও আলু ক্রয় এবং মজুরদের বেতন ভাতা দেওয়ার মত টাকা নাই। আপনারা আমাকে পুঁজি দিলে আমি আলু উৎপাদনের পর আপনাদের টাকা ও লাভ

১৬৫. প্রাগুক্ত
১৬৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিশোধ করে দিব। কর্মকর্তা বলেন এভাবে আপনাকে টাকা দিতে পারব না। আমরা আপনার কাছ থেকে ১০০ টাকা প্রতি মন হিসেবে দুই হাজার মন আলু ক্রয় করব । আমরা আপনাকে এখন দুই হাজার মনের মূল্য সম্পূর্ণ নগদ পরিশোধ করব আর আপনি আমাদেরকে আলু আসার পর দুই হাজার মন আলু দিয়ে দিবেন এই মর্মে আমরা আপনাকে দুই হাজার মন আলুর মূল্য এখন নগদে দিতে পারি। গ্রাহক তাতে সন্তুষ্ট হন তারপর একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং দুই হাজার মন আলুর সম্পূণ্য মূল্য গ্রহণ করলেন। গ্রাহক আলু উৎপাদনের পর চুক্তিমোতাবেক কোম্পানিকে দুই হাজার মন আলু দিয়ে দিলেন।

বাই সালাম বৈধতার পক্ষে দলীল

ক. আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদে কোন ঋণের লেনদেন কর, তখন তা লিখে রাখ"[১৬৭]

খ. রাসূল (সা.) এর হাদীস ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم

অর্থ : "ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল (সা.) মদীনায় আগমন করলেন ঐ সময় লোকজন দুই ও তিন বছরের জন্য সালাফ বা বাই সালাম করতেন। অতপর রাসূল (সা.) বলেছেন: কেউ কোন পণ্যের ক্ষেত্রে সালাফ বা বাই সালাম করলে সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাপ, পরিমাণ ও নির্দিষ্ট মেয়াদে করে।"[১৬৮]

গ. ইজমা

বাই সালাম বৈধ হওয়ার পক্ষে ইজমা হয়েছে মর্মে ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, বাই সালাম বৈধ বলে সাহাবীগণ ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, একে অন্যের সাথে নির্দিষ্ট ধরনের পণ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দিষ্ট পরিমাপে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে বাই সালাম করতে পারে।[১৬৯] এ ইজমাকে শক্তিশালী করেছেন যে বিষয়টি তাহলো নবী (সা.) আবু বকর ও উমর (রা.) এর যুগে সাহাবীগণ বাই সালাম পদ্ধতিতে লেনদেন করেছেন

---

১৬৭. আল কুর'আন, : ২ : ২৭৫

১৬৮. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, '*সহি বুখারী*' হাদীস নং ২০৮৬

১৬৯. শায়খ আল ইমাম মুওয়াফফিকুদ্দিন আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবেন আহমদ ইবনে কুদামা, '*আল মুগনি*' (লেবানন: দারুল ফিকর, ৪র্থ খন্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪), পৃষ্ঠা নং ৩৮৫

Dhaka University Institutional Repository

এবং কেউ এর বিরোধিতা করেননি। সকল মাযহাবের ফকিহ্ বাই সালাম বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষন করেছেন।

বাই সালামের শর্তাবলী ঃ বাই সালাম বৈধ হওয়ার জন্য পণ্য ও মূল্য সংশ্লিষ্ট এবং অন্যান্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। নিচে তা উল্লেখ করা হলো:

পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্ত

১. বাই সালামের পণ্য সরবরাহের সময় সুনির্দিষ্ট হতে হবে।
২. বাই সালামের পণ্যটি সরবরাহকালীন সহজলভ্য হওয়া।
৩. পণ্যকে বিক্রেতার দায় হিসেবে গণ্য করা।
৪. পণ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট হতে হবে।
৫. চুক্তিতে পণ্যের নাম, ধরন, পরিমাণ ও গুণাগুণ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।[১৭০]
৬. বাই সালামের পণ্য বিবরণযোগ্য ও ভবিষ্যতে সরবরাহযোগ্য হতে হবে।[১৭১]
৭. পণ্য সরবরাহের স্থান নির্দিষ্ট হতে হবে।

মূল্যের সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী

১. বাই সালামে পণ্যের মূল্য ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জানা থাকতে হবে।
২. বাই সালাম চুক্তি সম্পাদনের বৈঠকে মূল্য পরিশোধ করা।[১৭২]
৩. বাই সালামকে তাৎক্ষণিক কার্যকর করা।
৪. বাই সালামে ক্রেতা বিক্রেতার জন্য খেয়ারের শর্ত না থাকা।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বাই সালামের প্রয়োগ

বাই সালাম পদ্ধতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহক থেকে ভবিষ্যতে উৎপাদিত পণ্য নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে এবং পণ্যের মূল্য গ্রাহককে অগ্রিম প্রদান করে। গ্রাহক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা নিয়ে উক্ত পণ্য উৎপাদনপূর্বক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সময়ে সরবরাহ করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত পণ্য সরাসরি তার কর্মকর্তার মাধ্যমে অথবা তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কিংবা বিনিয়োগ গ্রাহককে উকিল নিয়োগ করে তৃতীয় কোন ব্যক্তি বা বাজারে বিক্রি করার ব্যবস্থা করে। এক্ষেত্রে ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের পার্থক্যই আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর মুনাফা। যেমন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোন সিমেন্ট কারখানা হতে নির্ধারিত পরিমাণ সিমেন্ট বাই সালামের ভিত্তিতে ক্রয়ের চুক্তি করবে। চুক্তিতে এ শর্ত থাকবে যে, সিমেন্ট উৎপাদনের পর আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর নামে

---

১৭০. Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI), '*শরী'য়াহ স্ট্যান্ডার্ড-১০*, (৩/২/৭, মে ২০০২), পৃষ্ঠা নং ১৭১

১৭১. প্রাগুক্ত

১৭২. আসসাইয়িদ সাবিক,প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পৃথকভাবে তা কারখানার গুদামে সংরক্ষণ করা হবে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান মাল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা স্বরূপ কারখানার নিকট থেকে জামানাত বা বন্ধক গ্রহণ করতে পারবে। কারখানা থেকে ব্যাংকের পক্ষে উক্ত সিমেন্ট নগদ কিংবা বাকিতে বিক্রির জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর এজেন্ট বা উকিল নিয়োগ করতে পারে। এক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ শর্ত আরোপ করতে পারে যে, উকিল উক্ত সিমেন্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করতে পারবে না।

যে সকল কারণে বাই সালামে শরী'য়াহ লংঘন হতে পারে

১. চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, ধরণ, পরিমাণ, গুণাগুণ, মূল্য পরিশোধের সময় ও স্থান ইত্যাদি উল্লেখ না থাকা।
২. চুক্তি সম্পাদনের বৈঠকে মূল্য পরিশোধ না করা।
৩. মেয়াদান্তে গ্রাহক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মালামাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হলে তাঁর নিকট থেকে অগ্রিম প্রদত্ত মূল্যের অতিরিক্ত কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রহণ করা।
৪. হারাম বা শরী'য়াহ নিষিদ্ধ পণ্যে বাই সালাম বিনিয়োগ প্রদান করা।
৫. সরবরাহকালীন সহজলভ্য নয় এমন পণ্যের জন্য বাই সালাম করা।
৬. বাই সালাম চুক্তিতে কোন নির্দিষ্ট গাছের ফল বা কোন নির্দিষ্ট ক্ষেতের ফসল বিক্রির শর্ত করা।[১৭৩]

শরী'য়াহ লংঘনের একটি কেস স্টাডি

একজন শিল্পপতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এসে বললেন যে, তিনি টিন উৎপাদন করতে চান। এ জন্য টিন উৎপাদনের কাঁচামাল ক্রয় করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন। এমতাবস্থায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাই সালাম পদ্ধতিতে উক্ত উৎপাদনশীল পণ্য অগ্রিম ক্রয় করবে মর্মে গ্রাহককে নগদ অর্থ প্রদান করলেন। উৎপাদনের পর গ্রাহক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর নিকট পণ্য হস্তান্তর করলেন। এখানে বাহ্যিকভাবে ক্রয় বিক্রয় যথার্থ হয়েছে বলে মনে হলেও শরী'য়াহ লংঘন হয়েছে। কেননা উল্লেখিত চুক্তিতে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য, পরিমাণ, সরবরাহের সময় ও স্থান এর উল্লেখ নেই।

---

১৭৩. মোঃ মুখলেছুর রহমান, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

বাই মুরাবাহা (লাভে বিক্রয়)

বাই শব্দটি আরবী অর্থ ক্রয় বিক্রয়, আর মুরাবাহা শব্দটি আরবী রিবহুন থেকে নির্গত। রিবহুন এর শাব্দিক অর্থ হলো লাভ বা Profit ফলে বাই মুরাবাহা অর্থ লাভে ক্রয় বিক্রয়।[১৭৪]

পারিভাষিক সংজ্ঞায় হেদায়া গ্রন্থকার বলেন:

"প্রথম মূল্যের (ক্রয়মূল্যের) সাথে লাভ যুক্ত করে প্রথম চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত মালিকানা হস্তান্তর করাকে মুরাবাহা বলা হয়।"[১৭৫]

বাহরাইনভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা AAOIFI বাই মুরাবাহা এর সংজ্ঞায় বলেছে:

بيع سلعة بمثل الثمن الذى اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه بنسبه من الثمن او بمبلغ مقطوع سواء وقعت من دون وعد سابق وهى المرابحة العادية او وقعت بناء على وعد بالشراء من الراغب فى الحصول على السلعة عن طريق المئسسة وهى المرابحة المصرفية

অর্থাৎ "ক্রয়মূল্যের উপর উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত লাভ যোগ করে পণ্য বিক্রি করাকে বাই মুরাবাহা বলা হয়। এই লাভ বিক্রয়মূল্যের শতকরা হারে হতে পারে কিংবা থোকও হতে পারে। ক্রয়ের অঙ্গীকার ছাড়া এই লেনদেন সম্পন্ন হলে তাকে সাধারণ মুরাবাহা বলা হয়। আর পণ্য ক্রয়ের অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে কোন পণ্য ক্রয় করাকে ব্যাংকিং মুরাবাহা বলা হয়।"[১৭৬]

ক্রয়মূল্যের উপর উভয়ের সম্মাতিতে নির্ধারিত লাভ হলো মুরাবাহা। পণ্যের ক্রয়মূল্যের উপর ভিত্তি করে মূল্য নির্ধারণপূর্বক পুনরায় পণ্যটি কারো কাছে বিক্রি করা হলে তা চারভাবে হতে পারে।

ক. যে দামে পণ্যটি ক্রয় করা হয়েছে সে দামে তা কারো কাছে বিক্রি করাকে তাওলিয়াহ বলা হয়।

খ. ক্রয়মূল্য থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কম দামে কোনো পণ্য বিক্রি করাকে ওয়াদি'য়াহ বলা হয়।

গ. ক্রয়মূল্যের উপর নির্ধারিত পরিমাণ লাভ যোগ করে বিক্রি করাকে মুরাবাহা বলা হয়।[১৭৭]

---

১৭৪. আসসাইয়িদ সাবিক,প্রাগুক্ত

১৭৫. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১২

১৭৬. মোঃ মুখলেছুর রহমান, '*ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীয়াহ পরিপালন করণীয় ও বর্জনীয়*' (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, মার্চ, ২০১০), পৃষ্ঠা নং ১৮

১৭৭. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা , প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৪

ঘ. পণ্যে লাভ হোক আর লোকসান হোক সে দিকে না তাকিয়ে বিক্রি করে দেয়াকে মুসাওয়ামা বলা হয়।

বাই মুরাবাহা এর উদাহরণ

একজন শিল্পপতি তার শিল্পে ব্যবহারের জন্য অসংখ্য জিনিষপত্র ক্রয় করতে হয়। শিল্পপতি সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডে এসে বিনিয়োগ কর্মকর্তার কাছে বলেন, আমার গত ২ জানুয়ারী ২০১৪ তারিখে নিম্নোক্ত পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের দরপত্র আহবান করেছি, অসংখ্য দরপত্রের মধ্য থেকে একটি দরপত্রকে নির্ধারণ করেছি সে হিসেবে মাল ক্রয়ের জন্য আমার বিশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। আপনারা ঋণ দিলে আমি তা সময়মত পরিশোধ করে দিব এবং বন্ধক হিসেবে একটি জমির কাগজপত্র জমা দিব। কর্মকর্তা বলেন না আমরা আপনাকে এভাবে ঋণ দিতে পারি না তবে আমরা আপনার চাহিদার আলোকে পণ্যগুলো বাইশ লাখ টাকা দামে বিক্রি করতে পারি। আপনি আমাদের টাকা নগদেও পরিশোধ করতে পারেন অথবা বাকিতেও কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারেন। গ্রাহক বাজার দর যাচাই করে সম্মত হয়ে বাই মুরাবাহা চুক্তিটি সম্পাদন করলেন।

বাই মুরাবাহা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে শর'য়ী দলীল

ক. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

অর্থ ঃ "আর আল্লাহ তা'য়ালা ক্রয় বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"[১৭৮]

জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত যে সব ক্রয় বিক্রয়কে রাসূল (সা.) নিষিদ্ধ করেছেন সেগুলোর মধ্যে মুরাবাহা নেই। অতএব, নিঃসন্দেহে মুরাবাহা একটি হালাল ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতি।

খ. রাসূল (সা.) এর হাদীস:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন " ক্রয় বিক্রয় সম্পাদিত হয় পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে।"[১৭৯]

গ. বুদ্ধিভিত্তিক দলিল:

---

১৭৮. আল কুর'আন, ২ : ২৭৫

১৭৯. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, '*সুনানে ইবনে মাজাহ*' হাদীস নং ২১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

এ ধরনের ব্যবসা বানিজ্য বৈধ হওয়াটাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। কারণ ক্রেতা সবসময় পণ্যের গুণাগুণ সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখেন না। সেক্ষেত্রে গ্রাহক একজন দক্ষ ব্যবসায়ির উপর নির্ভর করতে পারেন । যেহেতু দক্ষ ব্যবসায়ী দেখে শুনে পণ্যটি ক্রয় করেছেন তাই গ্রাহক তার কাছ থেকে কিছু লাভ দিয়ে পণ্যটি ক্রয় করতে পারলে অদক্ষ গ্রাহক কিছুটা খুশিই হবেন।[১৮০]

বাই মুরাবাহা এর প্রকারভেদ

বাই মুরাবাহা দু প্রকার

১. সাধারণ বাই মুরাবাহা
২. আদেশ ও প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে বাই মুরাবাহা[১৮১]

এ দুপ্রকারকে আবার সনাতন মুরাবাহা ও ব্যাংকিং মুরাবাহাও বলা হয়ে থাকে। নিম্নে দু'টি প্রকারের সংজ্ঞা প্রদান করা হলো:

১. সাধারণ বাই মুরাবাহা এর সংজ্ঞা

ক্রেতার অনুরোধ ছাড়াই বিক্রেতা কর্তৃক কোন পণ্য ক্রয় করে মালিকানা ও দখল লাভের পর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে নির্ধারিত মুনাফা যোগ করে বিক্রি করাকে সাধারণ বাই মুরাবাহা বা মুরাবাহা আদিয়া বলা হয়। সনাতন ফিক্হের গ্রন্থসমূহে মুরাবাহা বলতে এ ধরনের মুরাবাহার কথাই বলা হয়েছে।

২. আদেশ ও প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে বাই মুরাবাহা এর সংজ্ঞা

ক্রেতার অনুরাধে তার চাহিদা মোতাবেক বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ক্রয় করে মালিকানা ও দখল লাভের পর ক্রয়মূল্যের সঙ্গে সম্মত মুনাফা যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণপূর্বক উক্ত ক্রেতার কাছে বিক্রি করাকে আদেশ ও প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে বাই মুরাবাহা বা বাই মুরাবাহা লিল আমিরি বিশশিরা বলা হয়। এ ধরনের মুরাবাহাকে ব্যাংকিং মুরাবাহাও বলা হয়ে থাকে। ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুশীলিত মুরাবাহা বলতে মুরাবাহা লিল আমিরি বিশশিরা কেই বোঝানো হয়।[১৮২]

---

১৮০. শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবি বকর আল ফারগানী আল মুরগানানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৫৪
১৮১. ইকবাল কবির মোহন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২৪৬
১৮২. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৯

Dhaka University Institutional Repository

পণ্যের মূল্য পরিশোধের দিক থেকে বাই মুরাবাহাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়

ক. বাই মুরাবাহা বিন নক্বদ
খ. বাই মুরাবাহা বিল আজাল

বাই মুরাবাহার ক্ষেত্রে পণ্যের বিক্রয়মূল্য তাৎক্ষণিক পরিশোধিত হলে তাকে বাই মুরাবাহা বিন নক্দ বলা হয় আর পণ্যের মূল্য ভবিষ্যতের কোন সুনির্দিষ্ট সময়ে বাকিতে পরিশোধের অঙ্গীকার হলে তাকে বাই মুরাবাহা বিল আজাল বলা হয়।[১৮৩]

বাই মুরাবাহা চুক্তিতে যে সকল কারণে শরী'য়াহ্ লংঘন হতে পারে

১. মালামাল ক্রয়ের পরিবর্তে বিভিন্নভাবে গ্রাহককে নগদ সুবিধা প্রদান করা।
২. বিনিয়োগের অর্থ দ্বারা মাল ক্রয় না করে পুরাতন বিনিয়োগ সমন্বয় করা।
৩. হারাম বা শরী'য়াহ নিষিদ্ধ পণ্যে মুরাবাহা বিনিয়োগ প্রদান করা।[১৮৪]
৪. মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রিত পণ্যের উপর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা প্রতিষ্ঠা ও কবজ ছাড়া গ্রাহকের কাছে তা বিক্রি করা।[১৮৫]

498823

৫. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো নেয়া।
৬. ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকারী থেকে ক্যাশমেমো সংগ্রহপূর্বক তা ব্যাংকে উপস্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ গ্রহণ করা।
৭. মুরাবাহা চুক্তিপত্র খালি, অপূরর্ণকৃত, অপূর্ণাঙ্গ ও সাক্ষীবিহীন রাখা।[১৮৬]
৮. মুরাবাহা বিনিয়োগে গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি করা হলে সেক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মালামাল পরিদর্শনপূর্বক গ্রাহককে না বুঝিয়ে দেয়া।
৯. মুরাবাহা পোস্ট ইমপোর্ট বিনিয়োগে গ্রাহক কর্তৃক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মালামাল বা আমদানি করার ক্ষমতা পত্র না দেয়া।
১০. বিক্রিত পণ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় আসার পূর্বেই উক্ত পণ্য বিক্রয়ের চুক্তি করা।
১১. মালামাল ক্রয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা না থাকা।
১২. গ্রাহকের নিজের জন্য ক্রয়কৃত মালের উপর বিনিয়োগ প্রদান করা।
১৩. বিনিয়োগের সম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে মালামাল ক্রয় না করে আংশিক অর্থ দিয়ে মালামাল ক্রয় করে সম্পূর্ণ বিনিয়োগের উপর মুনাফা ধার্য করা।

---

১৮৩. ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৫৪৬
১৮৪. মোঃ মুখলেছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৭
১৮৫. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, *'মুয়াত্তায়ে মালিক'* হাদীস নং ৩৪৯
১৮৬. আল কুর'আন, ২ : ২৮২

বাই মুরাবাহায় শরী'য়াহ লংঘনের একটি কেস স্টাডি

একজন গ্রাহক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এসে বিনিয়োগ কর্মকর্তার কাছে বললেন আমি কিভাবে ঋণ পেতে পারি । প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বললেন আমরা আপনাকে ঋণ দিতে পারব না। তবে আপনার ব্যবসা থাকলে আমরা আপনাকে বিনিয়োগ দিতে পারব। তিনি বললেন, আমার কাপড়ের ব্যবসা আছে আমি আপনাদের মাধ্যমে কিছু কাপড় ক্রয় করতে চাই। বিনিয়োগ কর্মকর্তা বললেন, যে ধরনের কাপড় কিনতে চান তার একটি তালিকা ও মূল্যের বিবরণ নিয়ে আসেন। গ্রাহক কাপড়ের একটি দোকান থেকে মালের বিবরণসহ ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা মূল্যের একটি ক্যাশমেমো গ্রাহকের স্বাক্ষরসহ নিয়ে আসলেন। কর্মকর্তা গ্রাহকের সাথে একটি চুক্তিপত্র সম্পন্ন করলেন এবং গ্রাহকের নিকট থেকে ক্যাশমেমোটি রেখে তাকে মাল ক্রয় বাবদ দুই লক্ষ টাকা নগদ দিয়ে দিলেন। গ্রাহক যথারীতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাওনা পরিশোধ করলেন।

উপরোক্ত লেনদেনে যে সকল কারণে শরী'য়াহ লংঘিত হলো

১. মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রিত পণ্যের উপর আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা প্রতিষ্ঠা ও কবজ ছাড়া গ্রাহকের কাছে তা বিক্রি করা হয়েছে।[১৮৭]
২. ব্যাংকের পরিবর্তে গ্রাহক কর্তৃক সরবরাহকারী থেকে ক্যাশমেমো সংগ্রহপূর্বক তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে উপস্থাপনের মাধ্যমে বিনিয়োগ গ্রহণ করা হয়েছে।
৩. মুরাবাহা বিনিয়োগে গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি করা হলে সেক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মালামাল পরিদর্শনপূর্বক গ্রাহককে না বুঝিয়ে দেয়া।
৪. মালামাল ক্রয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা না থাকা।

১৮৭. ডক্টর ইউসুফ আল কারযাভী, 'ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা' (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারী ২০০৯), পৃষ্ঠা নং ৯০

Dhaka University Institutional Repository

বাই ইসতিসনা

'ইসতিসনা' শব্দটি আরবী যার শাব্দিক অর্থ হলো কোন পণ্য বানিয়ে দেয়ার প্রত্যাশা করা। ইসতিসনা হলো ক্রয় বিক্রয়ের একটি ভিন্ন প্রকার যে প্রকারে পণ্য অস্তিত্বে আসার আগেই ক্রয় বিক্রয় সংঘটিত হয়ে যায়।

পরিভাষায় ইসতিসনা হলো, কোন নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন বা নির্মাণ করে বিক্রয়ের চুক্তি যাতে উৎপাদনকারী বা নির্মাতা কর্তৃক উক্ত পণ্য তৈরি বা নির্মাণের পর গ্রাহককে সরবরাহ করার বাধ্যবাধকতা থাকে।[১৮৮]

তাছাড়া ইসতিসনা হলো কোন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানকে ক্রেতার জন্য নির্দিষ্ট জিনিষ তৈরি করে দেয়ার অর্ডার দেয়া। যদি তৈরিকারী প্রতিষ্ঠান নিজের পক্ষ থেকে কাঁচা মাল দিয়ে ক্রেতার জন্য দ্রব্য তৈরি করে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয় তাহলে ইসতিসনা অস্তিত্ব লাভ করবে। কিন্তু ইসতিসনা সঠিক হওয়ার জন্য অপরিহার্য হল মূল্য উভয়ের সন্তুষ্টিতে নির্ধারণ করে নিতে হবে এবং দ্রব্যের গুণাবলীও নির্ধারিত হতে হবে। ইসতিসনা চুক্তি দ্বারা প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের উপর উক্ত দ্রব্য তৈরি করার দায়িত্ব অর্পিত হয়ে যায়।[১৮৯] কিন্তু প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করার পূর্বে উভয়পক্ষের যে কেউ অপরকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করতে পারবে। কিন্তু প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কাজ শুরু করার পর চুক্তিকে একতরফা বাতিল করা যাবে না।

ইসতিসনা পদ্ধতিতে অর্থায়ন

ইসতিসনা কে বিশেষ চুক্তিতে অর্থায়নের সহজতা লাভের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষ করে হাউজ বিল্ডিং ফিন্যান্সের ক্ষেত্রে। যদি গ্রাহকের নিজস্ব জমিন থাকে এবং সে গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থায়ন চায়, তাহলে অর্থায়নকারী সে খালি জমিনে ইসতিসনা এর ভিত্তিতে গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। আর যদি গ্রাহকের নিজস্ব জমিন না থাকে এবং সে জমিনও ক্রয় করতে চায়, তাহলেও অর্থায়নকারী এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবে যে, সে তাকে এতটুকু জমিনে গৃহ নির্মাণ করে দিবে যা উভয়ের মাঝে পূর্বেই বিস্তারিত ভাবে নির্ধারিত থাকবে।[১৯০]

ইসতেসনা যেহেতু মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা জরুরী নয় এবং পণ্য কবজ করার সময়ও পরিশোধ করা জরুরী নয় বরং উভয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোন সময় পর্যন্ত মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করা যায়। এজন্য উভয় পক্ষের চাহিদা অনুযায়ী মূল্য পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ করা

---

১৮৮. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৯

১৮৯. Islamic Economics Research Bureau, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৩৮

১৯০. মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী, '*ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি (সমস্যা ও সমাধান)*' (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, অনুবাদ মুফতী মুহাম্মদ জাবের হোসাইন, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ২০০৮), পৃষ্ঠা নং ১৮৮

যাবে। মূল্য কিস্তিতেও পরিশোধ করা যাবে। অর্থায়নকারীর জন্য নিজ হাতে গৃহ নির্মাণ করাও জরুরী নয়। বরং সে তৃতীয় কোন পার্টির সাথে প্যারালাল ইসতিসনা চুক্তিতেও অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

ইসতিসনা পদ্ধতির উদাহরণ

দোয়েল ল্যাপটপ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মালিক ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেডের বিনিয়োগ কর্মকর্তার নিকট এসে বললেন যে, আমি বর্তমান বাজারে প্রচলিত দোয়েল ব্রান্ডের লেপটপ উৎপাদন করি। আমার ল্যাপটপ উৎপাদনে অনেক রকম মেটারিয়ালস ক্রয়, বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস বিল ও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের বেতন দেয়ার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। এ সকল সমস্যা সমাধানকল্পে আমি আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে এক কোটি টাকা ঋণ নিতে চাই। কর্মকর্তা বললেন আমরা সরাসরি ঋণ না দিয়ে আপনার কাছ থেকে অগ্রিম দোয়েল ল্যাপটপ প্রতিটি ৫০ হাজার টাকা করে ২০০টি ক্রয় করতে পারি যার মূল্য এক কোটি টাকা আমরা আপনাকে এখনি পরিশোধ করব আর পণ্য উৎপাদনের পর আপনি আমাদের তা সরবরাহ করবেন অথবা আপনি আমাদের জন্য সরবরাহকৃত মাল আমাদের নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করে দিবেন। তাতে গ্রাহক রাজি হলেন ও চুক্তিপত্র সম্পাদন করে ল্যাপটপ বিক্রির অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করেন। ল্যাপটপ উৎপাদনের পর গ্রাহক কোম্পানিকে তা সরবরাহ করেন এবং কোম্পানি সরাসরি বা উকিলের মাধ্যমে ২০০টি পণ্য প্রতিটি এক লক্ষ টাকা দামে বিক্রি করে দুই কোটি টাকা পান যার মধ্য থেকে এক কোটি টাকা মুনাফা অর্জন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অংশীদারিত্ব পদ্ধতি

বাই মুশারাকা (Partnership Business)

'মুশারাকা' মূলত আরবী শব্দ। এটি 'শিরক' শব্দমূল থেকে উদ্ভুত। আভিধানিক অর্থ হল 'যৌথ অংশীদার হওয়া'। পরিভাষায়: মুশারাকা বলতে এমন এক যৌথ কারবারকে বুঝায়, যে কারবারে সকল অংশীদার যৌথ ব্যবসার লাভ ক্ষতিতে শরীক থাকে। অংশীদারীত্ব দুভাবে হতে পারে একটি মালিকানায় অংশীদারিত্ব ও অন্যটি চুক্তির মাধ্যমে অংশীদারীত্ব।

মুশারাকা পদ্ধতিটি সুদভিত্তিক বিনিয়োগ পদ্ধতির বিকল্প আদর্শিক ব্যবস্থা। প্রচলিত সুদভিত্তিক পদ্ধতিতে ঋণ নেয়ার পূর্বেই অতিরিক্ত পরিশোধযোগ্য টাকা ধার্য করা হয় তাতে গ্রাহক লাভ করুক আর ক্ষতি করুক তাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কিছু আসে যায় না। আর্থিক প্রতিষ্ঠান কখনোই লোকসানের দায়িত্ব বহন করে না গ্রাহক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল পাওনা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকে। মুশারাকা পদ্ধতিতে ব্যবসায় মুনাফা অর্জিত হলে গ্রাহক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর মাঝে ভাগাভাগি করা হয় চুক্তি অনুযায়ী আর ব্যবসায় ক্ষতি হলে মূলধন অনুযায়ী পরস্পর ক্ষতি বহন করতে হবে। সকল মালিকের অনুমতি ছাড়া কেউ এককভাবে তা ব্যবহার, ব্যয়, বিক্রি ও দান করতে পারবে না।[১৯১]

শিরকাতুল মিলক বা মালিকানায় অংশিদারিত্ব এর সংজ্ঞা

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কোন বস্তুতে অংশীদার বা মালিকানা লাভ করাকে শিরকাতুল মিলক বলা হয়। শিকরকাতুল মিলক দুভাবে হতে পারে:

ক. শিরকাতুল মিলক আল ইখতিয়ারিয়াহ বা স্বেচ্ছামূলক শিরকাতুল মিলক। যেমন: হেবা বা অছিয়াত সূত্রে কোন সম্পদে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মালিকানা অর্জন।

খ. শিরকাতুল মিলক আল জাবারিয়া বা বাধ্যতামূলক শিরকাতুল মিলক। যেমন: দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক যৌথভাবে ক্রয়কৃত সম্পদের উপর মালিকানা অর্জন।

মুশারাকা বিনিয়োগের উদাহরণ

কোন একজন গ্রাহক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কর্মকর্তার নিকট এসে বললেন, আমি সিমেন্ট উৎপাদনকারী একটি ফ্যাক্টরি নির্মাণ করব। মেশিন ক্রয়ের জন্য আপনাদের কাছ থেকে ঋণ নিতে চাই। আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কর্মকর্তা বললেন, আমরা তো ঋণ প্রদান করি না। আমরা আপনাকে মেশিন ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ দিতে পারি এবং বিনিয়োগ নেয়ার পদ্ধতি গ্রাহককে বুঝিয়ে

---

১৯১. আসসাইয়িদ সাবিক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৩৫৫

দিলেন। কর্মকর্তা বললেন, আমরা মেশিনে বিনিয়োগ করব আর আপনি ফ্যাক্টরির জায়গা সরবরাহ করবেন। মেশিন সরবরাহের কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা ৭০% আর জায়গা সরবরাহের কারণে আপনার ৩০% মালিকানা। বছর শেষে লাভ হলে ৭০% ঃ ৩০% হিসেবে আমাদের মাঝে বণ্টিত হবে আর লোকসান হলে মালিকানা অনুযায়ী অর্থাৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ৭০% ও জায়গার মালিক ৩০% বহন করবে। কথা মতো চুক্তি ও কাজ সম্পাদিত হল। প্রথম বছর পর পঞ্চাশ লক্ষ টাকা লাভ আর ২য় বছর পর পনের লক্ষ টাকা ক্ষতি হলো। চুক্তি অনুযায়ী উভয়ের মাঝে লাভ ক্ষতি বণ্টিত হলো।

মুশারাকা জায়েজ হওয়ার দলীল

ক. আল্লাহ তা'য়ালার বাণী :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ

অর্থাৎ "অধিকাংশ অংশীদার একে অন্যের উপর নিশ্চিত যুলুম করে থাকে। কেবলমাত্র ঈমানদার ও সৎকর্মশীলরা এরূপ যুলুম করে না আর তাঁদের সংখ্যা অতি নগন্য"।[১৯২] অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা ন্যায়পরায়ন অংশীদারদের যৌথ ব্যবসাকে অনুমোদন দিয়েছেন।

খ. রাসূল (সা.) এর হাদীস :

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

অর্থাৎ "মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন দুইজন অংশীদারি কারবারের মধ্যে আমি আল্লাহ তৃতীয়জন হিসেবে ততক্ষণ অবস্থান করি যতক্ষণ না তাঁরা পরস্পরে খেয়ানত করে। অতঃপর যখন তাঁদের একজন অপরজনের সাথে খেয়ানত করে তাহলে আমি তাঁদের মাঝ থেকে বের হয়ে যাই" (সেখানে আল্লাহর রহমত, বরকত ও সাহায্য থাকে না)।[১৯৩]

উপরোক্ত হাদীস থেকে যৌথ কারবারকে শুধু বৈধতাই দেয়া হয়নি বরং তাতে আল্লাহর রহমত বর্ষণের কথা বলা হয়েছে।

---

১৯২. আল কুর'আন, ৩৮ : ২৪

১৯৩. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, '*সুনানে আবু দাউদ*, হাদীস নং ২৯৩৬

Dhaka University Institutional Repository

মুশারাকার এর প্রকারভেদ

মুশারাকা ব্যবসা বলতে চুক্তিভিত্তিক অংশীদারি ব্যবসা বা শিরকাতুল আকদকে বুঝানো হয়। শিরকাতুল আকদ সাধারণত চার প্রকার:

১. শিরকাতুল মুফাওয়াদা
২. শিরকাতুল ইনান
৩. শিরকাতুল উজুহ
৪. শিরকাতুল আবদান

প্রত্যেকটি প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. **শিরকাতুল মুফাওয়াদা**
   ব্যবসায়ে অংশীদারদের পুঁজি, ব্যবস্থাপনা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সমতা থাকলে তাকে শিরকাতুল মুফাওয়াদা বা সমতাভিত্তিক অংশীদারিত্ব বলে।
২. **শিরকাতুল ইনান**
   অসম অংশীদারিত্ব বা স্বাধীন অংশীদারিত্বকে শিরকাতুল ইনান বলা হয়।
৩. **শিরকাতুল উজুহ**
   সুনামকে পুঁজি করে যে অংশীদারী ব্যবসা পরিচালিত হয় তাকে শিরকাতুল উজুহ বলা হয়।
৪. **শিরকাতুল আবদান**
   শ্রম ও দক্ষতাকে পুঁজি করে পরিচালিত অংশীদারী ব্যবসাকে শিরকাতুল আবদান বলে।[১৯৪]

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মুশারাকা পদ্ধতির প্রয়োগ

মুশারাকা এর চারটি পদ্ধতির মধ্যে শিরকাতুল ইনান এর প্রয়োগ করা আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর জন্য সহজ। শিরকাতুল ইনানে প্রত্যেক অংশিদারের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া যেমন শর্ত নয় তেমনি পুঁজি সরবরাহ, ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ ও লাভ ক্ষতি গ্রহণে প্রত্যেকের সম অংশিদারিত্ব আবশ্যক নয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শিরকাতুল ইনান প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট ব্যবসায়ের পুঁজির একটি অংশ প্রদান করে গ্রাহক এবং অবশিষ্টাংশ প্রদান করে ব্যাংক। ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব সাধারণত গ্রাহকের উপর থাকে। তবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে ব্যবস্থাপনায় অংশ নিতে পারে। ব্যবসায় লাভ হলে তা চুক্তিতে বর্ণিত অনুপাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারদের মধ্যে বণ্টিত হয় আর লোকসান হলে পুঁজি অনুপাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকই তা বহন করে।

---

১৯৪. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১১২

Dhaka University Institutional Repository

আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রয়োগের ক্ষেত্রে মুশারাকা দু' প্রকার হতে পারে।

১. মুশারাকা মুসতামিররা বা চলমান মুশারাকা
২. মুশারাকা মুতানাকাসা বা ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা।[১৯৫] নিচে উভয় প্রকারের সংজ্ঞা পেশ করা হলো:

১. মুশারাকা মুসতামিররা বা চলমান মুশারাকা

নির্দিষ্ট কোন মেয়াদ উল্লেখ না করে মুশারাকা চুক্তি করা হলে তাকে মুশারাকা মুসতামিররা বা চলমান মুশারাকা বলা হয়। একে আবার স্থায়ী মুশারাকাও বলা হয়। এভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোন ব্যবসায়ী বা কোম্পানিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন সরবরাহ করে। হিসাব শেষে লাভ হলে চুক্তি অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহক তার প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করে আর লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে উভয় তা বহন করে।

২. মুশারাকা মুতানাকাসা বা ক্রমহ্রাসমান মুশারাকা

এ পদ্ধতিতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার মূলধনের অংশ গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে থাকে। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে গ্রাহক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করেন এবং ক্রমান্বয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর মালিকানা হ্রাস পায় এবং গ্রাহকের মালিকানা বৃদ্ধি পায়। ফলে একপর্যায়ে গ্রাহক প্রকল্পের সম্পূর্ণ মালিক হয়ে যান। আর গ্রাহক কর্তৃক উক্ত প্রকল্পের সম্পূর্ণ মালিকানা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত তাতে কোন লাভ হলে তা চুক্তি অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকের মাঝে সাধারণত বার্ষিক হিসাব সমাপনান্তে বণ্টিত হয়। আর প্রকল্পে লোকসান হলে মূলধন অনুপাতে উভয়ে বহন করতে হবে।[১৯৬]

যে সকল কারণে মুশারাকা বিনিয়োগে শরী'য়াহ লংঘন হতে পারে

১. মূলধনের পরিমাণ, মুনাফা ও ক্ষতির হার চুক্তিপত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকা। চুক্তিপত্রে তারিখ, পক্ষসমূহের স্বাক্ষর, সাক্ষীর স্বাক্ষর না থাকা ও অপূরণকৃত রাখা।
২. মুশারাকার মূলধন নগদে না হয়ে পণ্যে হওয়া।
৩. চুক্তিবদ্ধ খাতে মূলধন ব্যবহার না করে গ্রাহকের অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে মুশারাকার মূলধন ব্যবহার করা।
৪. উভয়পক্ষ ব্যবসায়ের ক্ষতি মূলধন অনুপাতে বহন না করা। তবে কোন এক পক্ষের অবহেলা বা চুক্তি লংঘনের কারণে ব্যবসায়ের ক্ষতি হলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

---

১৯৫. প্রাগুক্ত
১৯৬. সম্পাদনা পরিষদ, 'শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি' (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, মে ২০১৫), পৃষ্ঠা নং ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

৫. উভয়পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে একতরফাভাবে চুক্তির কোন শর্ত পরিবর্তন করা।
৬. চুক্তিতে উভয়পক্ষ ব্যবসা পরিচালনায় অংশগহণ করার কথা উল্লেখ থাকলে পরবর্তীতে এককভাবে কোন একপক্ষ ব্যবসা পরিচালনা করা আর অন্য পক্ষকে তাতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ না দেয়া।
৭. উভয়পক্ষের মধ্যে ব্যবসায়ের মুনাফা চুক্তি অনুযায়ী বণ্টিত না হয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী বণ্টিত হওয়া।
৮. কোন অংশীদার তাঁর অংশটিকে পণ্যে রূপান্তর না করে লাভসহ অন্য কোন অংশীদারের কাছে বিক্রি করে দেয়া।
৯. কোন অংশীদার তাঁর অংশের শার'য়ী দখলদার না হয়ে তা অন্য কারো কাছে বিক্রি করা।
১০. ব্যবসা পরিচালনায় অংশগ্রহণকারীপক্ষ মুনাফার হারের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ পারিশ্রমিক ভোগ করা।
১১. মুশারাকা ব্যবসা সম্পাদনের শুরুতে উভয়পক্ষের মূলধন উপস্থিত না থাকা।
১২. মূলধন অথবা শ্রম বিনিয়োগ অথবা দায়িত্ব বহন কোনটাই না করে মুনাফায় অংশগ্রহণ করা।

উল্লেখ্য, দুজন অংশীদারের ক্ষেত্রে একজনের মৃত্যু হলে মুশারাকা চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এরপর অন্যপক্ষ কর্তৃক এই চুক্তিতে মুশারাকা ব্যবসা পরিচালনা করা বৈধ হবে না। তবে দুইজনের অধিক শরীক হলে একজনের মৃত্যুতে মুশারাকা চুক্তি বাতিল হবে না।[১৯৭]

মুশারাকা বিনিয়োগে শরী'য়াহ লংঘনের উদাহরণ

কোন একজন গ্রাহক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কর্মকর্তার নিকট এসে বললেন, আমি সাবান উৎপাদনকারী একটি ফ্যাক্টরি নির্মাণ করব। মেশিন ক্রয় এর জন্য আপনাদের কাছ থেকে ঋণ নিতে চাই। আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কর্মকর্তা বললেন, আমরা তো ঋণ প্রদান করি না। আমরা আপনাকে মেশিন ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ দিতে পারি। এবং বিনিয়োগ নেয়ার পদ্ধতি গ্রাহককে বুঝিয়ে দিলেন। কর্মকর্তা বললেন, আমরা মেশিনে বিনিয়োগ করব আর আপনি ফ্যাক্টরির জায়গা সরবরাহ করবেন। বছর শেষে লাভ ক্ষতি ৫০% ঃ ৫০% হিসেবে আমাদের মাঝে বণ্টিত হবে। কথা মতো চুক্তি ও কাজ সম্পাদিত হল। প্রথম বছর পর ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা লাভ আর ২য় বছর পর ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ক্ষতি হলো। চুক্তি অনুযায়ী উভয়ের মাঝে লাভ ক্ষতি বণ্টিত হলো।

আলোচ্য উদাহরণে যেভাবে শরী'য়াহ লংঘিত হলো :

১. মালিকানা কার কতটুকু তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ নেই।
২. কারবার পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুপস্থিত।
৩. ক্ষতির ক্ষেত্রে মূলধন অনুযায়ী হওয়ার বিষয়টি অনুপস্থিত।

১৯৭. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

বাই মুদারাবা

'মুদারাবা' শব্দটি আরবী 'দারবুন' মূলধাতু থেকে উদ্ভুত। শাব্দিক অর্থ হলো: ভ্রমন করা, প্রহার করা, দৃষ্টান্ত দেয়া। মুদারাবা হলো শরী'য়াহ সম্মত যৌথভাবে ব্যবসা করার একটি পদ্ধতি।

পরিভাষায়: মুদারাবা হলো এমন এক ধরনের অংশীদারী কারবার যেখানে দুটি পক্ষ থাকে। একপক্ষ মূলধন সরবরাহ করেন এবং অপর পক্ষ মেধা ও শ্রম ব্যয় করে উক্ত মূলধন দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করেন। ব্যবসায়ে লাভ হলে পূর্ব চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে মূলধন সরবরাহকারী পক্ষকে বহন করতে হয়।[১৯৮] আর মুদারিবকে তার মেধা, যোগ্যতা, শ্রম ও ব্যয়িত সময়ের ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। মূলধন সরবরাহকারীকে বলা হয় ছাহিবুল মাল আর ব্যবসায় পরিচালনাকারী পক্ষকে বলা হয় মুদারিব।

AAOAFI মুদারাবা এর সংজ্ঞায় বলেন :

المضاربة شركة فى الربح بمال من جانب (رب المال) وعمل من جانب اخر (المضارب)

অর্থ ঃ "মুদারাবা হচ্ছে মুনাফার ক্ষেত্রে এমন অংশীদারিত্ব যেখানে একপক্ষ (মূলধনের মালিক) মূলধন যোগান দেয় এবং অপরপক্ষ (উদ্যোক্তা) শ্রম দেয়।"[১৯৯]

মুদারাবা পদ্ধতির উদাহরণ

ধরা যাক, একজন গ্রাহক প্রাইম ব্যাংকের ইসলামিক ব্রাঞ্চে এসে বিনিয়োগ কর্মকর্তাকে বলেন যে, আমার দশ লক্ষ টাকা আছে। আমি ভাল ব্যবসা বুঝি না তাই আপনাদের প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করতে চাই। ব্যাংক কর্মকর্তা বলেন হ্যাঁ ঠিক আছে। আমাদের দক্ষতা ও শ্রম এবং আপনার পুঁজি দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করা হবে। ব্যবসায়ে লাভ হলে ৬৫% ঃ ৩৫% হিসেবে উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে। অর্থাৎ অর্জিত মুনাফার ৬৫% পাবে পুজির মালিক (সাহিবে মাল) এবং ৩৫% পাবে প্রাইম ব্যাংকের ইসলামিক ব্রাঞ্চ। অন্যদিকে ব্যবসায়ে লোকসান হলে আর্থিক ক্ষতি সাহিবে মাল হিসাবে আপনাকে বহন করতে হবে আর আমরা আমাদের শ্রম, দক্ষতা ও মেধার ক্ষতি স্বীকার করে নেব। অর্থাৎ ব্যবসায়ে মুনাফা না হলে কিংবা লোকসান হলে প্রাইম ব্যাংকের ইসলামিক ব্রাঞ্চ ব্যবসা পরিচালনার জন্য নিয়োজিত শ্রম ও মেধার জন্য কোন পারিশ্রমিক বা বেতন ভাতা দাবী করবে না। চুক্তি অনুযায়ী কাজ হলো ও নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য লেনদেন সমাপ্ত করা হলো। বর্তমানে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুদারাবা ভিত্তিতে গ্রাহক থেকে আমানত গ্রহণ

---

১৯৮. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, '*গারিবুল হাদীস লিইবনে কুতাইবা*' হাদীস নং ৩২
১৯৯. AAOIFI, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

করছে। ধরা যাক, বছর শেষে ১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে ১ লক্ষ টাকা মুনাফা হলো। চুক্তি অনুযায়ী প্রাইম ব্যাংকের ইসলামিক ব্রাঞ্চ ৩৫ হাজার টাকা মুনাফা পাবে এবং পুজির মালিক পাবেন ৬৫ হাজার টাকা । ধরা যাক বিনিয়োগ থেকে কোন লাভ অর্জিত হলো না। এ ক্ষেত্রে প্রাইম ব্যাংকের ইসলামিক ব্রাঞ্চ এবং পুজির মালিক কেউই মুনাফা পাবে না।

মুদারাবা বৈধ হওয়ার দলিল

ক. আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

অর্থাৎ "অন্যরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে যমিনে ভ্রমণ করে[২০০]

খ. রাসূল (সা.) এর হাদীসঃ

রাসূল (সা.) মুদারাবার ভিত্তিতে হযরত খাদিজা (রা.) এর নিকট থেকে অর্থ নিয়ে সিরিয়া গমন করতেন। এটি নবুওয়াত লাভের আগের ঘটনা। ইমাম বায়হাকী সংকলিত হাদীস গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি (ইবন আব্বাস) কাউকে মুদারাবার ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করলে মুদারিবের উপর শর্ত আরোপ করতেন যে, তাঁর মালামাল নিয়ে মুদারিব সমুদ্র পথে যাতায়াত করতে পারবেন না। এরূপ করলে তিনি দায়ী থাকবেন। ইবন আব্বাস রাঃ কর্তৃক এরূপ শর্ত করার বিষয়টি রাসূল (সা.) কে জানানো হলে তিনি তা বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।[২০১]

মুদারাবা সম্পর্কে ইবন মাযাহতে সালেহ ইবন সুহাইব থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস পাওয়া যায়। রাসূল (সা.) এরশাদ করেন ঃ

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

অর্থাৎ "রাসূল (সা.) বলেন তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে। মুকারাদা বা মুদারাবা, আল বাই ইলা আজাল বা বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়, এবং ঘরে খাওয়ার জন্য গমকে যবের সাথে মেশানো তবে বিক্রয়ের জন্য নয়।[২০২]

---

২০০. আল কুর'আন, ৭৩ : ২০

২০১. ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর ইবনে মাসউদ আল কাছানী আল হানাফী, '*বাদাইউস সানাই*' (লেবাননঃ দারুল কিতাব আল আরাবী, ৫-৬ খন্ড, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮২), পৃষ্ঠা নং ৭৯

২০২. আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াজিদ ইবনে আবল্লিাহ ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২২৮০

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. **মুদারাবা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা**

একদল সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা তাঁদের হেফাযতে থাকা ইয়াতীমের সম্পদ মুদারাবা ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত উমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত ইবনে মাসউদ (রা.), হযরত উমর (রা.) এর দুই পুত্র আব্দুল্লাহ ও উবায়দুল্লাহ (রা.) ও আয়েশা (রা.) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সমসাময়িক কেউ এর বিরোধিতা করেননি। এভাবে মুদারাবা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[২০৩]

মুদারাবা এর প্রকারভেদ

মুদারাবা সাধারণত দুই প্রকার

১. মুদারাবা মুতলাকাহ

মুদারাবা মুতলাকাহ হলো এমন ব্যবসায়িক কারবার যেখানে একপক্ষ মূলধন যোগান দেয় এবং অপরপক্ষ শ্রম দেয় এক্ষেত্রে মূলধন যোগানদানকারী মুদারিবকে কোন শর্ত আরোপ করেন না।

২. মুদারাবা মুকাইয়্যেদাহ

মুদারাবা মুকাইয়্যেদাহ হলো এমন যৌথ ব্যবসায়িক কারবার যেখানে একপক্ষ মূলধন যোগান দেয় এবং অপরপক্ষ শ্রম দেয় এক্ষেত্রে মূলধন যোগানদানকারী মুদারিবকে শর্ত যুক্ত করে দেন।[২০৪]

মুদারাবা পদ্ধিতির প্রয়োগ : আমানত গ্রহণের ক্ষেত্রে

আমানত বা জমা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সুদ প্রদানের শর্তে জমাকারীদের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। তাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও গ্রাহকের মাঝে সম্পর্ক হয় ঋণগ্রহীতা ও ঋণদাতা। কিন্তু ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মুদারাবা পদ্ধতিতে জমা গ্রহণ করে থাকে এক্ষেত্রে গ্রাহক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর সম্পর্ক হয় সাহিবুল মাল ও মুদারিব। ব্যাংক জমাকারীর অর্থ শরী'য়াহ অনুমোদিত হালাল পন্থায় বিনিয়োগ করে। বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভ চুক্তি অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হয়। আর লোকসান হলে জমাকারীকে তা বহন করতে হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর হিসাব চুড়ান্তকরণের পূর্বে জমাকারীর হিসাবে সাময়িক হারে মুনাফা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে বছর শেষে হিসাব চূড়ান্ত করার সময় জমাকারী আরো মুনাফা পাওনা হলে তা তাঁর হিসাবে প্রদান করা হয় আর আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাঁর কাছে পাওনা হলে তিনি তা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকেন।

---

২০৩. ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর ইবনে মাসউদ আল কাছানী আল হানাফী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৭৯

২০৪. আসসাইয়িদ সাবিক, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২০৬

Dhaka University Institutional Repository

ভাড়া বা লিজিং পদ্ধতি

ইজারা বা লিজিং

'ইজারা' শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো প্রতিদান, পণ্য পারিশ্রমিক, মজুরী বা ভাড়া। ইজারা এমন একটি চুক্তি যে চুক্তির মাধ্যমে কোন সম্পদের মালিক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে উক্ত সম্পদ ব্যবহারের অধিকার অপর ব্যক্তির নিকট অর্পণ করে। যেমন বাসা বাড়ী, জায়গা জমি, বাস, ট্রাক, অটোরিক্সা, মেশিন প্রভৃতি।[২০৫]

ইজারায় সংজ্ঞায় ড. মাওলান ইমরান আশরাফ ওসমানী বলেন যে, "অর্থ কিংবা মুনাফার বিনিময়ে কোনো জিনিসকে ভোগ করতে দেয়া যেমন ঘর, বিল্ডিং বা কোন মেশিনারিজ নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কাউকে ভোগ করতে দেয়া।"[২০৬]

নির্ধারিত সময় বা কাজের জন্যে নির্ধারিত মুনাফার ভিত্তিতে ইজারা বা ভাড়া দেয়া ইসলামী শরীয়াতে বৈধ। যিনি ভাড়া দেন তাকে বলা হয় (Lessor) আর যিনি ভাড়া নেন তাকে বলা হয় (Lessee)।

ইজারা বা লিজিং এর উদাহরণ

কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন নন ফানজিবল গুডস যা একবার ব্যবহারে পণ্য নিঃশেষ হয়ে যায় না বরং বার বার ব্যবহার করে উপকার লাভ করা যায় এমন পণ্যের মালিকানা অর্জন করে অপরকে ভোগ করার জন্য নির্ধারিত টাকায় ভাড়া দেয়া। তাতে প্রাপ্ত ভাড়াটিই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের লাভ বা মুনাফা।

ইজারা বা ভাড়া বৈধ হবার শর্তাবলী

১. সম্পদ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের টাকায় ক্রয় করা।
২. ইজারাদার ও ভাড়াটিয়ার পারস্পরিক সম্মতিতে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করা।
৩. ভাড়ার পরিমাণ ও আনুষঙ্গিক শর্তাবলী চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করা।
৪. ভাড়ার জিনিস নগদ টাকা না হওয়া।
৫. ভাড়ার জিনিস ব্যবহার উপযোগী হওয়ার পূর্বে ভাড়া চার্জ না করা।
৬. ভাড়াকৃত জিনিস চুরি, ক্ষতি কিংবা নষ্ট হলে ভাড়াটিয়ার উপর ক্ষতিপূরণ চার্জ করা যাবে না হ্যাঁ তবে ভাড়াটিয়ার অবহেলা বা দায়িত্বহীনতার কারণে প্রমাণিত হলে ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে।

---

২০৫. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৯৪
২০৬. ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৫৫১

Dhaka University Institutional Repository

ইজারা বৈধ হওয়ার দলীলঃ

ক. আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

অর্থ :"তুমি যাঁদেরকে শ্রমিক নিযুক্ত কর তাঁদের মধ্যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত লোকই উত্তম"।[২০৭] আয়াতে হযরত শুয়াইব (আ.) কর্তৃক হযরত মূসা (আ.) কে শ্রমিক নিযুক্ত করার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

খ. রাসূল (সা.) এর হাদীসঃ

রাসূল (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) হিজরত করার সময় পথ দেখানোর জন্য একজন অমুসলিম ব্যক্তিকে পথনির্দেশক নিয়োগ করেছিলেন।[২০৮]অতএব, হাদীসের বর্ণনানুযায়ী মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ করা বৈধ।

গ. বুদ্ধিভিত্তিক দলীল

মানুষ একাকী জীবন যাপন করতে পারে না তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিস নিজে একাও তা তৈরি করতে পারে না। কিন্তু ভোগ করার প্রয়োজনও আছে এবং তা ভাড়া নিয়ে ভোগ করার ক্ষমতাও আছে। সেক্ষেত্রে অন্য কেউ তা তৈরী করে ভাড়া দিলে ভাড়া দানকারীর উপকার হয় আবার ব্যবহারকারীরও উপকার হয়। তাতে উভয়ের কল্যাণ রয়েছে তাই এ পদ্ধতি মানবিক বিবেচনায় শুধু বৈধ নয় বরং তা সমাজের প্রয়োজনও বটে।

উপরে বর্নিত বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলো ব্যাবহার করে নিম্নোক্ত খাতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। তবে একটি বিনিয়োগে দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না এবং একই গ্রাহকের সাথে এক পদ্ধতি থেকে আরেক পদ্ধতিতে রূপান্তর করা যাবে না।

সম্ভাব্য বিনিয়োগ খাতসমূহ

১. টেক্সটাইল স্পিনিং, উইভিং ও ডাইয়িং
২. স্টিল, রি- রোলিং ও ইঞ্জিনিয়ারিং
৩. কৃষিভিত্তিক শিল্প
৪. গার্মেন্টস ও গ্রার্মেন্টস এক্সেসরিজ

---

২০৭. আল কুর'আন, ২৮ : ২৬
২০৮. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

৫. খাদ্য ও কোমল পানীয়
৬. সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি
৭. ফার্মাসিউটিক্যালস
৮. পোল্ট্রি, পোল্ট্রি ফিড ও হ্যাচারি
৯. স্যানিটারি ওয়্যারস
১০. কেমিক্যাল, টয়লেট্রিজ ও পেট্রোলিয়াম
১১. প্রিন্ট্রিং ও প্যাকিজিং
১২. ইলেক্ট্রিসিটি
১৩. সিরামিক ও ইট
১৪. হেলথ কেয়ার
১৫. প্লাস্টিক ইন্ডাস্ট্রি
১৬. পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি ফিলিং স্টেশন
১৭. তথ্য প্রযুক্তি
১৮. হোটেল ও রেস্টুরেন্ট
১৯. রিয়েল এস্টেট
২০. পরিবহন
২১. শেয়ার মার্কেট
২২. কল মানি মার্কেট
২৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামিক বন্ড প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকিং এর সমস্যাবলী

ইসলামী ব্যাংকিং অসংখ্য বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশসহ প্রায় সকল দেশেই যথেষ্ঠ পরিমাণ অগ্রগতি লাভ করেছে। বাধা বিপত্তিগুলো মোকাবেলা করা সম্ভব হলে তার সুফল সমাজে আরো ছড়িয়ে দিবে। ইসলামী ব্যাংকিং যে সকল বাধাগুলোর সম্মুখিন হচ্ছে তার উল্লেখযোগ্য কতিপয় নিম্নে পেশ করা হলোঃ

১. ইসলামী ব্যাংকিং এর সহায়ক আইনের অভাব

ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য পৃথক আইন অবর্তমান। প্রাচীন সুদভিত্তিক আইনের মাধ্যমেই বর্তমান ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালীত হচ্ছে। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলোর সফল গতি ও দ্রুত অগ্রযাত্রার জন্য প্রয়োজন পৃথক ইসলামী ব্যাংকিং আইন।[২০৯] বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং আইন ও নিয়ন্ত্রণমূলক অবকাঠামোর অভাবে ইসলামী ব্যাংকগুলো নিম্নোক্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেঃ

ক. অংশীদারী কারবারে সমস্যা

বাংলাদেশে প্রচলিত অংশীদারী আইনের বিধানমতে একজন অংশীদার তাঁর কর্মকাণ্ড দ্বারা অন্য যে কোনো একজন বা সকল অংশীদারকে দায়বদ্ধ করতে পারে। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারী চুক্তিবদ্ধ হলে ওই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বহীন বা উদ্দেশ্যমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে ব্যাংকের দায় বেড়ে যেতে পারে।[২১০]

খ. মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সমস্যা :

দেশে প্রচলিত ব্যাংকিং আইন ইসলামী শরী'য়ার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ইসলামী ব্যাংকের ব্যবহৃত পরিভাষা প্রচলিত আইনের অন্তর্ভুক্ত না থাকায় বিচারক এবং আইনবিশারদগণ উক্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন না। ফলে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে তাঁদের মামলার যথোপযুক্ত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।[২১১]

---

২০৯. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৩৯

২১০. অধ্যপক এম মুজাহিদুল ইসলাম, '*বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ঃ সাফল্য-অসাফল্য সমস্যা ও দিকনির্দেশনা*' শীর্ষক প্রবন্ধ, (দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই, ২০০৪)

২১১. সম্পাদনা পরিষদ, '*ইসলামিক ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড জার্নাল*' 'বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকিং সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ, মোহাম্মদ রাহমাতুল্লাহ খন্দকার (ঢাকাঃ সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯,), পৃষ্ঠা নং ১৮

ঘ. বীমার ক্ষেত্রে সমস্যা :

অধিকাংশ উন্নত দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের আমানত বীমাকৃত। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকগুলো এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। ফলে ইসলামী ব্যাংক অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ে যায়। শুধু বিশেষভাবে প্রণীত আইনই এই অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করতে পারে।[২১২]

ঙ. চুক্তিপত্র সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমস্যা:

দেশের প্রচলিত আইনানুসারে ব্যাংক ও গ্রাহকের সম্পর্ক হলো ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকে অংশীদারীর ভিত্তিতে বিনিয়োগ করেও ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার ভিত্তিতে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হয়।

চ. প্রভিশন করার ক্ষেত্রে সমস্যা :

প্রত্যেক ব্যাংককে তাঁদের মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণকে SS, DF এবং BL হিসেবে বিভক্ত করে শ্রেণীবিন্যাসের নিয়মানুসারে মুনাফা কর্তন করে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রভিশন হিসেবে রাখতে হয়। এ নিয়ম ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মুদারাবানীতিতে আমানত সংগ্রহ করার কারণে এ আইন ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করলেও চলতো।

২. সুদমুক্ত জামানতের অভাব

ইসলামী অর্থবাজারের অবর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাঁদের উদ্বৃত্ত তহবিল "সরকারী ট্রেজারি বিল" "অনুমোদিত সিকিউরিটিজ" বা "বাংলাদেশ ব্যাংক বিল" ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করতে পারে না সুদের কারণে।[২১৩] ইসলামী ব্যাংককে তার সকল জামানত বাংলাদেশ ব্যাংকে নগদ টাকায় জমা রাখতে হয়। এভাবে ইসলামী ব্যাংকের অতিরিক্ত তারল্য বিনিয়োগহীন অবস্থায় থেকে যায়। ফলে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফা অর্জনের ওপর এর অবশ্যম্ভাবী নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

---

২১২. প্রাগুক্ত

২১৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

৩. ইসলামী ব্যাংকিংয়ে পারদর্শী লোকের অভাব

বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনশক্তির অভাব প্রকট। ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য চিন্তা, গবেষণা ও বাস্তবে রূপ দেয়ার মত লোকের বড় সংকট রয়েছে। ইসলামী শরী'য়াহ ভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রমের কল্যাণকর দিকগুলো সম্পর্কে ইসলামী ব্যাংকারদের আরো বেশি সচেতন হতে হবে।

বাংলাদেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও বীমা এবং ফাইন্যান্স বিষয়ে জ্ঞান লাভের তেমন একটা সুযোগ নেই। ফলে পুঁজিবাদী সুদনির্ভর ব্যাংকিং এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মনে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান এবং অন্তদৃষ্টি সৃষ্টি হয় না। এ কারণে তাঁদের দ্বারা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা সমস্যাগ্রস্ত হয়। আবার মাদরাসা শিক্ষাব্যবস্থাতেও এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত নেই। আমাদের মাদ্রাসাগুলোর সিলেবাসের মধ্যে তেজারতি বা ব্যবসা বাণিজ্য নেই যেমন আছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. কম বা এম. কম স্তরের পাঠ্যসূচিতে। ইসলামী ব্যাংকিং তথা ইসলামী অর্থনৈতিক অবস্থা চালু করতে হলে মাদ্রাসা সিলেবাসে ইসলামী তেজারতি বিষয় প্রবর্তন করা অত্যন্ত জরুরী।[২১৪]

আমাদের দেশে ইসলামী ও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে অভিজ্ঞ নির্বাহীর সংকট রয়েছে। আদর্শ যতো সুন্দরই হোক না কেন? দক্ষ নেতৃত্ব না হলে সে আদর্শ বাস্তবায়ন করা যায় না। ইবন আকীলর কথায়; ইসলামী ব্যাংকের নির্বাহী কর্মকর্তারা যেহেতু সনাতন ব্যাংকে দীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত করে এসেছেন সেহেতু তাঁরা মুরাবাহাকে এমন করে ডিজাইন করেছেন যেন তাঁরা যে ধরনের ঋণচুক্তি সম্পাদনায় অভ্যস্ত ছিলেন তার মতোই হয়।[২১৫]

যতোদিন এই নির্বাহীরা দৃশ্যপটে হাজির থাকবেন ততোদিন উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন সংঘটনের আশা করা বৃথা। নতুন একদল নির্বাহী যাঁরা ইসলামী জীবনবোধে উজ্জীবিত, স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী এবং একইসঙ্গে আন্তরিক উদ্যোগ ও দৃঢ়প্রত্যায়ে অঙ্গিকারাবদ্ধ কেবলমাত্র তাঁরাই সক্ষম বিদ্যমান দৃশ্যপট বদলে দিতে।[২১৬]

---

২১৪. এ. জেড. এম শামসুল আলম, '*ইসলামী ব্যাংকিং এর ইসলামী সমস্যা*' শীর্ষক প্রবন্ধ, (দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই, ২০০৪)

২১৫. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান,' *ইসলামী ব্যাংকিং ঃ পেছনে ফিরে দেখা*' (ঢাকা: বিক্রম পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০০৪), পৃষ্ঠা নং ৬৫

২১৬. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

শুধু একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ নির্বাহী হলেই চলে না; দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মীবাহিনীও থাকা আবশ্যক। আদর্শিক প্রতিষ্ঠানের জন্য জনশক্তিকে দক্ষতার সাথে আদর্শের প্রতি আনুগত্যশীল হওয়াও জরুরী।[২১৭]

৪. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রাহকদের ধারণার অভাব

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিবেশের কারণে এবং দীর্ঘদিন ইসলামী আর্থিক লেনদেন চালু না থাকার দরুন ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রাহকদের ধারণা ও জ্ঞান খুবই সীমিত কিংবা শূণ্যের কোঠায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা নেতিবাচক।

অধিকাংশ বিনিয়োগ গ্রাহকেরই সুদ ও লাভের মধ্যে পার্থক্য, শরী'য়াহ অনুমোদিত বিনিয়োগ পদ্ধতি, হালাল-হারামের জ্ঞান এবং ইসলামী আইনের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক লেনদেন পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ধারণা নেই।

শরী'য়ার মৌলিক জ্ঞান এবং হালাল-হারামের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা ব্যতীত ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনা খুবই কঠিন। এজন্য গ্রাহককে সাধ্যমত ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা ইসলামী ব্যাংকসমূহের এক গুরুত্বপূর্ণ কঠিন দায়িত্ব।

গ্রাহকদেরকে ইসলামী ব্যাংকিংমুখী করার প্রয়াস এখনো এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবেই রয়ে গেছে। একদিকে গ্রাহকদের শরী'য়াহ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব এবং অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুধুমাত্র বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জালের মতো পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করার কারণে প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা গ্রাহকদের পক্ষে কঠিন হচ্ছে।[২১৮]

৫. নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রণয়নের অভাব

ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য একটি পৃথক আইন-ব্যবস্থা, লাইসেন্সের জন্য যথাযথ আবশ্যকতা নির্ধারণ, নূন্যতম মূলধন ও তারল্যের পরিমাণ নির্ধারণ, ঝুঁকি পরিমাপিত

---

২১৭. সম্পাদনা পরিষদ, *'ইসলামী বীমা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ'* (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স অব বাংলাদেশ, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬), পৃষ্ঠা নং ২০৬

২১৮. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ শ্রেণীকরণের ব্যবস্থাসহ ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বতন্ত্র সুবিবেচনাপ্রযুক্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত।[২১৯]

৬. শরী'য়াহ কাউন্সিল বা বোর্ডের সীমিত ক্ষমতা

ইসলামী শরী'য়াহ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংকই মূলতঃ ইসলামী ব্যাংক। এ ব্যাংকের সকল কার্যক্রম ইসলামী শরী'য়াহ মোতাবেক পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদানের প্রধান কর্তৃত্ব শরী'য়াহ কাউন্সিলের। ব্যাংকের সকল কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শরী'য়াহ কাউন্সিল বা বোর্ডের স্বাধীনতা অনস্বীকার্য।

John R Pressly তাঁর The Evalution of Islamic Banking শীর্ষক প্রবন্ধে যে মন্তব্যটি করেন তাহলো:

"An Islamic Bank does not only have to have a Board of Directors, but it also has to have a Shariah Advisory Board. This is most important where Islamic banks operate in a society which does not fully apply shariah laws. The board should possess a high degree of independence both internally and externally"

অর্থাৎ : "ইসলামী ব্যাংকের শুধুমাত্র একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকলেই চলবে না, বরং এর থাকতে হবে একটি শরী'য়াহ উপদেষ্টা পর্ষদ। যে সমাজে শরী'য়াহ আইনের পরিপূর্ণ প্রয়োগ নেই সে সমাজে ইসলামী ব্যাংক পরিচালনার জন্য একটি শরী'য়াহ বার্ড অত্যাবশ্যক। এ পর্ষদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বাধীনতা থাকতে হবে।"

৭. সহযোগী মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের অভাব

কোন পদ্ধতিই কেবলমাত্র তার নিজস্ব উপাদান দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারে না। তাকে আরো অনেক সহযোগী প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করতে হয়। এটা ইসলামী ব্যাংকের জন্যেও প্রযোজ্য। কোন উপযুক্ত প্রকল্প চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থনীতিবিদ,

২১৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৯৮

আইনজ্ঞ, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, ব্যবস্থাপনা পরামর্শক, নিরীক্ষক এবং এরূপ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন এবং চাহিদা পূরণের জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠান এখনো গড়ে উঠেনি।[২২০]

৮. তাত্ত্বিক গবেষণা ও জ্ঞানের অভাব

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার আলোকে নতুন নতুন প্রডাক্ট উদ্ভাবন ও নীতিমালা তৈরির ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক গবেষণা ও জ্ঞানের সমন্বয় আবশ্যক। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও পেশাদার ব্যাংকারদের মধ্যে জ্ঞানের ও চিন্তার সমন্বয় প্রয়োজন যাতে এই ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিতে সংশ্লিষ্ট সবাই বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী অবদান রাখতে পারেন।

৯. মালামাল ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাবলী

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের সিংহভাগ বিনিয়োগ ট্রেডিং মোডে করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ সাধরণত বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো মালামাল ক্রয়ের পর উক্ত মালের উপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল প্রতিষ্ঠিত হবার পর ব্যাংক তা পুনরায় বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করতে পারবে। কেননা রাসূল (সা.) বলেছেন যে, তোমার কাছে যা নেই তা বিক্রি করো না।[২২১]

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে উপরের হাদীসদ্বয়ের আলোকে ব্যাংকের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সবক্ষেত্রে ক্রীত মালামালের উপর ব্যাংকের মালিকানা ও দখল লাভ সম্ভব হয় না। যেমন: অনেক কোম্পানি আছে যাঁরা তাঁদের মালামাল ডিলারশীপের মাধ্যমে বিক্রয় করে থাকে। ব্যাংক যেহেতু ডিলারশীপ অর্জন করতে পারে না তাই সাপ্লায়ারের নিকট থেকে সরাসরি মাল ক্রয় করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট থেকে Letter of Authority নিয়ে বিনিয়োগটিকে শরী'য়াহসম্মত করার চেষ্টা করা হয়। এগুলো ছাড়াও মাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাংককে নিম্নবর্ণিত সমস্যাগুলোর মোকাবেলা করতে হয়।

---

২২০. প্রাগুক্ত

২২১. আল মাকাতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, '*সুনানে তিরমিযি*' হাদীস নং ১১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

ক. শরী'য়াহ মোতাবেক ব্যাংকের পক্ষে সাপ্লায়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করে মালামাল ক্রয় করা শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল কাজ। কারণ মালামাল ক্রয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে পরিবহণ ব্যয়, ইন্স্যুরেন্স ব্যয় এবং ক্রয় কর্মকর্তার টি/এ, ডি/এ। ফলে মালের মূল্য বেড়ে যায় যা বিনিয়োগ গ্রাহককেই বহন করতে হয়।[২২২]

খ. একজন গ্রাহকের বিভিন্ন ধরণের মালামালের চাহিদা থাকে যা বিভিন্ন দোকান থেকে বিভিন্ন সময়ে ক্রয় করতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন দোকান থেকে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরণের মালামাল ক্রয় করা ব্যাংকের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য।

গ. ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকদের নিকট মালামাল বিক্রয়ের জন্য ক্রয় বিক্রয় সেল গঠন করতে পারতো। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাংকের প্রচলিত রূপ আর থাকে না। ব্যাংককে দ্বৈত সত্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। ফলে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঝামেলায় জড়াতে বাংলাদেশের উদীয়মান ব্যাংকগুলো পছন্দ করে না।

ঘ. প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অর্থ গ্রাহকের চলতি হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। গ্রাহক এ অর্থ দ্বারা মাল ক্রয় না করে অন্য কাজ করে এবং ভূয়া ক্যাশমেমো ও তার দোকানের সংরক্ষিত মালামাল ব্যাংক কর্মকর্তাকে প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু গ্রাহকের এই অসততা অন্য গ্রাহকরা জেনে যায় এবং তাঁরাও এ প্রতারণার অনুসরণ করে। ফলে লক্ষ্য করা যায় যে, পর্যায়ক্রমে সকল বিনিয়োগ গ্রাহকই Buying Agent নিযুক্ত হবার জন্য আবেদন করতে থাকে।[২২৩]

১০. ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ ক্রয় বিক্রয় সঠিকভাবে হচ্ছে না

ইসলামী ব্যাংকিং এর সিংহভাগ বিনিয়োগ হচ্ছে ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতিতে। ক্রয় বিক্রয় পদ্ধতিতেই শরী'য়ার প্রয়োগ ঠিকমত হচ্ছে না। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের শরী'য়াহ কাউন্সিলের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৩ সালে ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রমে যতটা শরী'য়াহ লঙ্ঘিত হয়েছে তন্মধ্যে ৯৯.৮৫% ক্রয় বিক্রয়ের সাথে

২২২. 'ইসলামিক ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড জার্নাল' প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৩১
২২৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সম্পৃক্ত এবং শরী'য়াহ পালনে ১৪টি অনিয়মের মধ্যে ১৩টি ক্রয় বিক্রয় সংশ্লিষ্ট।[২২৪] তাই ক্রয় বিক্রয়ে শরী'য়াহ বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা খুজে বের করে তার প্রতিকারের চেষ্টা করা আবশ্যক।

১১. আইনগত প্রতিবন্ধকতা

আইনগত প্রতিবন্ধকতা ক্রয় বিক্রয়ে সঠিকভাবে শরী'য়ার প্রয়োগ না হওয়ার একটি কারণ। ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শরী'য়ার একটি নীতি হলো, মালামালের মালিকানা অর্জন ও দখললাভ ব্যতীত তা কারো কাছে বিক্রি করা যাবে না। এ সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর হাদীস :

হাকীম বিন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল আমার কাছে কোনো লোক এসে তাঁর কাছে এমন বস্তু বিক্রি করার প্রস্তাব করে যা আমার কাছে থাকে না, বাজার থেকে এনে দিতে হবে (এরূপ ক্রয় বিক্রয় কি আমি করতে পারি?) তখন রাসূল (সা.) বললেন, "তোমার কাছে যা নেই তা বিক্রি কর না"[২২৫]

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত অপর এক হাদীসে রাসূল (সা.) হাকীম বিন হিযামকে বলেন :

فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِض

অর্থ : যখন তুমি কোন বস্তু ক্রয় করবে, সেটা নিজ দখলে আনার পূর্বে বিক্রি কর না।[২২৬]

উল্লেখিত হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংককে গ্রাহকের নিকট মুরাবাহা বা বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে কোনো মালামাল বিক্রির পূর্বে উক্ত মালামালের উপর নিজ মালিকানা ও দখল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ব্যাংকের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে শরী'য়ার দাবী অনুযায়ী মালামাল ক্রয়, মালিকানা ও দখলে আনা সম্ভব হয় না। যেমন বিভিন্ন কোম্পানি তাঁদের ডিলারদের মাধ্যমে মালামাল বিক্রি করে থাকে। অনুরূপভাবে আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী সরবরাহকারীর সাথে গ্রাহকের প্রাথমিক চুক্তি হয়ে যায় এবং তদানুযায়ী গ্রাহকের নামেই এল সি করেই মালামাল আমদানি করা হয়। মালামালের সব দায় দায়িত্ব গ্রাহকের উপর থাকে। ব্যাংক আইনগতভাবে মালামালের মালিকানা অর্জন করতে পারে না বরং কার্যত গ্যারান্টরি

---

২২৪. মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, '*ইসলামী ব্যাংকিং নতুন প্রোডাক্ট নতুন ভাবনা*' (ঢাকা: মুনিরাতুল কুবরা, মে ২০১৩), পৃষ্ঠা নং ১৪১

২২৫. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, '*আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি*' হাদীস নং ২৬৭

২২৬. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, '*মুসনাদে আহমাদ*' হাদীস নং ১৪৭৭৭

ও ফাইন্যান্সার হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে এসব ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট থেকে একটা "লেটার অব অথরিটি" নেয়ার মাধ্যমে শরী'য়াহসম্মত করার নিয়ম করা হচ্ছে। এরূপ নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে শরী'য়ার দাবী অনুযায়ী ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে না।

এর প্রতিকারের জন্য দুটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে দীর্ঘ মেয়াদী পন্থা অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংকিং কোম্পানি আইন প্রবর্তন করতে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। সর্বোপরি সমাজে ইসলামী অনুশাসন কায়েম করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

আরেকটি হচ্ছে বর্তমানে যতটুকু আইনগত সুবিধা রয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা। ইসলামী ব্যাংক সরাসরি মালামাল ক্রয় করতে পারবে না এ মর্মে আইনগত প্রতিবন্ধকতা একসময় ছিল। বর্তমানে তা দূর হয়েছে। ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানি আইনে ছিল কোনো ব্যাংক কোম্পানি, উহাকে প্রদত্ত বা উহা কর্তৃক রক্ষিত জামানত ব্যবসা করিবে না, আদায় বা কারবারের জন্য প্রাপ্ত বিনিময় বিল সংক্রান্ত কারণ ব্যতীত অন্যের জন্য কোনো ব্যবসা বা কোন পণ্য ক্রয়, বিক্রয় বা বিনিময়ে লিপ্ত হতে পারবে না"। ১৯৯৫ সালে তা সংশোধন করে বলা হয়, " তবে শর্ত থাকে যে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক কোম্পানি কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত ইসলামী পদ্ধতির অনুসরণপূর্বক মালামাল বা পণ্য ক্রয় বিক্রয় বা বিনিময়ের ক্ষেত্রে এ ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হবে না"।[২২৭] এ আইন জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে। এটা ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য বড় অর্জন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলো, এ আইনের সুবিধা নেয়ার জন্যে এ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকগুলো উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। ১৯৯৫ সালের পূর্বে ও পরে ব্যাংকের ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গুণগত কোনো প্রকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। এটা ভিষন হতাশাব্যঞ্জক। অতএব উল্লেখিত আইনের আলোকে ক্রয় বিক্রয়কে যতখানি সম্ভব কার্যকর করে ইসলামী ব্যাংকগুলোর নীতিনির্ধারক ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এ ক্ষেত্রে শরী'য়াহ পরিপালনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হতে পারে।

---

২২৭. Bangladesh Gazette Extraordinary, '*The Banking Companies (Amendment), Act 1995*' Published in 20th September, 1995.

Dhaka University Institutional Repository

১২. নৈতিকতার অভাব

শরী'য়াহ পরিপালনের জন্যে যে ধরণের নৈতিক মানের প্রয়োজন তার অভাবে এবং আল্লাহর ভয় না থাকায় শরী'য়ার প্রয়োগ কাঙ্খিত মানের হচ্ছে না। যেমন একটি গুরুতর শরী'য়ার লঙ্ঘন হচ্ছে, মালামাল ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গ্রাহককে নগদ সুবিধা দেয়া। অর্থাৎ চুক্তিপত্র, মালামাল ক্রয়ের রশিদ, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি কাগজপত্রে বাই মুরাবাহা বা বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে নির্ধারিত লাভে গ্রাহকের নিকট বাকীতে মালামাল বিক্রি করা হয়েছে এরূপ লিখিত থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালামাল গ্রাহকের নিকট বিক্রি হয় না। বরং গ্রাহক মালামালের পরিবর্তে নগদ টাকা নিয়ে তার প্রয়োজন পূরণ করে। ব্যাংক উক্ত টাকার লাভ ধার্য করে। এরূপ নগদ সুবিধার বিষয়টি ভাউচারের মাধ্যমে অনেক সময় উদঘাটিত হয়। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট তারিখের ভাউচার ও অন্যান্য ডকুমেন্ট থেকে এটা প্রমানিত হয় যে, বিনিয়োগ গ্রাহক সরাসরি ব্যাংকের মালামাল না নিয়ে টাকা নিয়েছে। কখনো যে দোকান থেকে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে বলে দেখানো হয়, সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে অনুরূপ কোনো দোকানের অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। কিংবা কাগজপত্রে যে ধরনের মালামাল করার কথা লিখিত থাকে উক্ত দোকানে ঐ জাতীয় কোনো মালামাল বিক্রি হয় না। ফলে সংশ্লিষ্ট ক্যাশ মেমোটি ভুয়া বলে প্রমানিত হয়। দু একটি ক্ষেত্রে শাখার অগোচরে গ্রাহক এটা করতে পারে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ জন্যে দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। কারণ গ্রাহকের নিকট মালামাল বিক্রির ব্যাপারে শাখা আন্তরিক হলে কোথায় হতে মালামাল কেনা হচ্ছে গ্রাহকের নিকট ঠিকমত মালামাল পৌছাল কি-না এটা স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট শাখা নিশ্চিত করার কথা।

শাখা ব্যবস্থাপক একটু সতর্ক হলে এ অনিয়ম অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব। অনুরূপ আরেকটি গুরুতর শরী'য়াহ লঙ্ঘন হচ্ছে, নতুন বিনিয়োগ সৃষ্টি করে পুরাতন দায় সমন্বয় করা। এটিও একটি গুরুতর শরী'য়াহ লঙ্ঘন এবং অনৈতিক ও দুর্নীতিমূলক কাজ। এ জাতীয় শরী'য়াহ লঙ্ঘন বন্ধ করার জন্য প্রথমত কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সে সাথে এভাবে শরী'য়াহ লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

১৩. শরী'য়াহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব

শরী'য়াহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাব শরী'য়াহ বাস্তবায়নে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। অর্থাৎ শরী'য়াহ পরিপালনের ইচ্ছা আছে কিন্তু প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে মালামাল ক্রয় বিক্রয়

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তা শরী'য়াহ মোতাবেক হচ্ছে না। যেমন কেউ সালাত আদায় করে কিন্তু যথাযথ নিয়মে না পড়ার কারণে তা শুদ্ধ হয় না। শরী'য়াহ পালনে এ ধরণের কিছু অনিয়ম ব্যাংকগুলোর মধ্যে পাওয়া যায়-

ক. গ্রাহকের নামে ক্যাশমেমো নেয়া।

খ. ক্যাশমেমো না পাওয়া।

গ. ডিসবার্সমেন্টের পূর্বের বা পরের ক্যাশমেমো নেয়া।

ঘ. ডিসবার্সমেন্টের সাথে ক্যাশমেমোর মিল না থাকা।

ঙ. শাখার পরিবর্তে গ্রাহক বিক্রেতা হতে সরাসির মালামাল বুঝে নেয়া।

চ. পণ্য বুঝে নেয়ার রেকর্ড না পাওয়া।

ছ. এমপিআই বা ডিলারশিপের ক্ষেত্রে গ্রাহক হতে লেটার অব অথরিটি না নেয়া।

জ. চুক্তিপত্র খালি ও তারিখবিহীন রাখা ইত্যাদি।

অনেকে এগুলোকে সামান্য ভুল মনে করেন। শরী'য়ার কোন বিধান এখানে লঙ্ঘন হচ্ছে তা হয়তো বুঝতে পারেন না। এটা অন্যতম সমস্যা। যেমন কাউকে শুধু নামায পড়তে বলা যথেষ্ট নয় বরং নামায পড়ার নিয়ম কানুনও বলে দিতে হবে। তাই ক্রয় বিক্রয় শরী'য়াহসম্মতভাবে করার বিস্তারিত নিয়ম নীতি সঠিকভাবে সবাইকে বুঝাতে হবে। সে সঙ্গে শরী'য়াহ লঙ্ঘনের কারণ সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা দিতে হবে। কারণ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ক্রয় বিক্রয় করা আর ব্যাংকের মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল ইত্যাদি বিনিয়োগ পদ্ধতিতে ক্রয় বিক্রয় করা এক নয়। বস্তুত উল্লেখিত অনিয়মগুলো শুধু একটি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর সেটি হচ্ছে মালামালের মালিকানা ও দখল প্রতিষ্ঠা না করে তা কারো কাছে বিক্রি করা যাবে না। করলে তা হবে শরী'য়াহ নীতির পরিপন্থী। একমাত্র এ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকলকে ভাল করে বুঝাতে পারলে বহু অনিয়ম দূর করা সম্ভব হবে।

১৪. নিজস্ব হিসাবপদ্ধতির অভাব

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ বকেয়া হিসাবপদ্ধতি অনুসরণ করছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে মুনাফার টাকা আদায় হওয়ার আগেই তা আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হলো শেষ পর্যন্ত ঐ লাভের টাকা আদায় নাও হতে পারে। এ ব্যাপারে শরী'য়াহ কাউন্সিলের পক্ষ থেকে বকেয়া পদ্ধতিতে

Dhaka University Institutional Repository

হিসাব পরিচালনার ব্যাপারে আপত্তি করা সত্ত্বেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাস্তবতার অজুহাতে সে আপত্তি গ্রাহ্য করতে সম্মত হননি।[২২৮]

১৫. গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের অভাব

গবেষণা ও প্রশিক্ষণের উপর একটি পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে। কিন্তু বাংলাদেশে Central Shariah Board for Islamic Banks of Bangladesh (CSBIB), IBTRA, AIBTRA এবং IERB ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠান এ কাজে নিয়োজিত নেই। গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য ইসলামী ব্যাংকের ব্যয় বরাদ্দ খুবই কম। বিশ্বজুড়ে নামী দামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সুদী ব্যাংকের কাছ থেকে এককালীন অথবা নিয়মিত বড় অংকের রিসার্চ গ্রান্ট পেয়ে থাকে তাঁদের হয়ে কাজ করার জন্য। ইসলামী ব্যাংকগুলো এ থেকে অনেক দূরে রয়েছে। বিশ্বের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তো বটেই, দুনিয়ার নামী দামী ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোও ইসলামী ব্যাংকের হয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য তাঁদের কাছ থেকে আর্থিক সহযোগীতা পায় না। এমনকি মানসম্মত গবেষণার জন্য উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে আজ অবধি ইসলামী ব্যাংকগুলোর কোন যোগসূত্র স্থাপিত হয়নি।[২২৯]

১৬. মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সমস্যা

মুদারাবা ও মুশারাকা হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের আদর্শ ও সর্বোত্তম বিনিয়োগ পদ্ধতি। সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বের অন্যতম প্রধান কারণ হলো এই পদ্ধতিদ্বয়। সুদের কুফল থেকে সমাজকে বাঁচাতে এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে এই পদ্ধতিদ্বয়ের বিকল্প নেই। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলো এ কাঙ্ক্ষিত পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হচ্ছে:

ক. মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে মুনাফা হলে পূর্বনির্ধারিত হারে ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে তা বণ্টন করা হয়। ফলে অর্জিত মুনাফার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যাংক পায়। যার কারণে দক্ষ, সৎ ও যোগ্যতা সম্পন্ন গ্রাহকেরা এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ গ্রহণে আগ্রহী হয় না। কিন্তু অসৎ ও অযোগ্য গ্রাহকেরা এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগ গ্রহনে বেশি আগ্রহী।

---

২২৮. সম্পাদনা পরিষদ, *'ইসলামী ব্যাংকিং' ইসলামী ব্যাংকিং এ শরীয়াহ পরিপালন ঃ ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রহিতার দৃষ্টিকোণ থেকে' শীর্ষক প্রবন্ধ*, অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৪)

২২৯. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

খ. ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায় সাধারণত বিনিয়োগ গ্রাহকেরা মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ গ্রহণে বেশি আগ্রহী কিন্তু তাঁরা ততোটা আগ্রহী নয় ঝুঁকিহীন ব্যবসায় বিনিয়োগ গ্রহণ করতে।

গ. সৎ, যোগ্য ও দক্ষতাসম্পন্ন বিনিয়োগ গ্রাহক ও উদ্যোক্তার অভাব।

ঘ. অনেক বিনিয়োগ গ্রাহক মুনাফা গোপন করে এবং আয়কর ফাঁকি দেয়ার জন্য দুটি হিসাবের খাতা সংরক্ষণ করে। ফলে বিনিয়োগ গ্রাহকের লাভ লোকসানের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ ব্যাংকের পক্ষে খুবই কঠিন।

ঙ. এ দুটি পদ্ধতির সার্থকতা অনেকটা বিনিয়োগ গ্রাহকের সততার উপর নির্ভরশীল।

চ. উপযুক্ত আইনের অভাব।[২৩০]

১৭. খেলাপী সংস্কৃতি

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকের জন্য অন্যতম সমস্যা হচ্ছে খেলাপী সংস্কৃতি। এটি ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার জন্য বড় ধরনের হুমকি। প্রচলিত আইনানুসারে সুদী ব্যাংকগুলো খেলাপী ঋণের উপর চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধার্য করতে পারে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকগুলো তাঁদের খেলাপী বিনিয়োগের উপর অতিরিক্ত সময়ের জন্য আর কোনো মুনাফা ধার্য করতে পারে না। কারণ বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো সাধারণত বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, বাই ইসতিসনা ইত্যাদি পদ্ধতিতে মালামাল ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। আর মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য একবারই নির্ধারিত হয়। কোনো বিনিয়োগ মেয়াদোত্তীর্ন হলে ব্যাংক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেহেতু অতিরিক্ত সময়ের জন্য নতুন কোনো মুনাফা গ্রাহককে পরিশোধ করতে হয় না ফলে তাঁরা উক্ত বিনিয়োগ পরিশোধে আরো গড়িমসি করে। অথচ দাবী পরিশোধে সক্ষম ব্যক্তি বিলম্ব করা যুলুম। যেমন রাসূল সা. বলেন- ‘ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে টাল বাহানা করা যুলুম।’ [২৩১]

---

২৩০. ইসলামিক ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড জার্নাল, প্রাগুক্ত

২৩১. আল মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, *‘সহীহ বুখারী’* হাদীস নং ২২২৫

Dhaka University Institutional Repository

১৮. বৈদেশিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শরী'য়াহ পরিপালনে সমস্যাসমূহ

প্রচলিত নিয়মানুসারে আমদানির ক্ষেত্রে আইআরসি গ্রাহকের নামে থাকে। এ কারণে ব্যাংক সরাসরি নিজের নামে মালামাল আমদানি করতে পারে না। গ্রাহকের নামে মালামাল আমদানি করে পুনরায় তারই নিকট মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হয়, যা শরী'য়াহসম্মত নয়। এক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট থেকে Letter of Authority নিয়ে উক্ত বিনিয়োগকে শরী'য়াহসম্মত করার চেষ্টা করা হয়।

আমদানি পণ্যের মূল্য কখনো একাধিকবার পরিশোধ করতে হয়। পণ্যের মূল্যের উপর শুল্ক, ভ্যাট, পোর্টের যাবতীয় চার্জ ও পরিবহন চার্জ বিভিন্ন সময় পরিশোধ করতে হয়। ফলে পণ্যের মূল্য, পণ্য ক্রয়ের তারিখ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের হওয়ায় শরী'য়াহসম্মতভাবে চুক্তিপূরণ করা সম্ভব হয় না।

কখনো কখনো প্রাকৃতিক বা অন্যান্য দুর্যোগের কারণে পণ্য নষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ব্যাংক গ্রাহকের নামে বিনিয়োগ হিসাব সৃষ্টি করে বিদেশী বিক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে। এখানে পণ্যবিহীন বাই সংগঠিত হয় যা শরী'য়াহসম্মত নয়।

রপ্তানির মালামাল নিয়ে জাহাজ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া বা ডুবে যাওয়ার কারণে গ্রাহকের যে দায়ের সৃষ্টি হয় সে দায়ের সম্পূর্ণটাকেই কখনো কখনো বাই মুয়াজ্জালে স্থানান্তর করা হয়। পরবর্তীতে বীমা দাবী পেলে উক্ত দায়ের আংশিক সমন্বয় করা হয় এবং বাকি অংশ যথারীতি বাই মুয়াজ্জাল থেকে যায়। এখানে বিনিয়োগের বিপরীতে কোনো মাল থাকে না।

রপ্তানির ক্ষেত্রে FBP ও FBN এর ক্ষেত্রে শরী'য়াহসম্মতভাবে ব্যাংকের জন্য সুবিধাজনক কোনো পদ্ধতি এখনো উদ্ভাবিত হয় না।

রপ্তানির ক্ষেত্রে Import Document যথাযথ বিবেচিত হলে Fund Purchase করে Import Bill এর মূল্য পরিশোধ করতে হয়। গ্রাহকের নিকট মাল বা ডকুমেন্ট হস্তান্তরের পূর্বেই গ্রাহকের নামে বিনিয়োগের দায় সৃষ্টি করে আমদানি বিল পরিশোধ করা হয় যা শরী'য়াহসম্মত নয়।[২৩২]

১৯. প্রচার কার্যক্রম ও মিডিয়ার ব্যবহার

ইসলামী ব্যাংকসমূহ এখনও প্রচারের ক্ষেত্রে মিডিয়ার সাফল্যজনক ব্যবহারে অনেক পিছিয়ে আছে। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার কার্যক্রম, এর স্বাতন্ত্র

২৩২. ইসলামিক ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড জার্নাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৩২

Dhaka University Institutional Repository

নীতি, পদ্ধতি, কর্মকৌশল এবং এর সফলতার নানা দিক সম্পর্কে এখনো অধিকাংশ মুসলমানই অবগত নন। ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাঁদের কার্যক্রমকে গণমুখী করার জন্য মিডিয়াকে কাজে লাগাতে অনেকটাই ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলামী ব্যবস্থার উন্নততর পদ্ধতি অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে যে ইতিবাচক অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছে এ ক্ষেত্রেও তাঁদের তেমন কোন প্রচার নেই। ইসলামী ব্যাংকিং এর ধারণাগত ও প্রায়োগিক শ্রেষ্ঠত্বকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা ইসলামী ব্যাংকগুলোর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বড় রকমের ঘাটতি বিদ্যমান। ইসলামী ব্যাংকিং এর সাথে সংশ্লিষ্ট মহলকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এ বিষয়ে তৎপর হওয়া উচিত।[২৩৩]

২০. প্রচলিত ধারার ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখায় বিদ্যমান সমস্যা

প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখায় আরো কিছু বাড়তি সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। ভিন্ন হিসাব রক্ষণ ও পরিপূর্ণভাবে শরী'য়াহ পরিপালনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক. আন্তঃশাখা (IBG A/C) হিসাব রক্ষণ অভিন্ন হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংকিং শাখার প্রকৃত লাভ ক্ষতি নির্ধারণ সম্ভব নয়।

খ. সুদী ব্যাংকের সমপরিমাণ SLR এবং CRR রাখতে হয়। এখানে ইসলামী ব্যাংকিং এর আলাদা কোনো সুবিধা নেই।

গ. তারল্য সংকট এবং তারল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুদী শাখার সাথে লেনদেন এবং সুদ বণ্টন।

ঘ. নীতি নির্ধারক মহলের ইসলামী ব্যাংকিং জ্ঞানের অভাব।

ঙ. শরী'য়াহ কাউন্সিল সচিবালয় না থাকা, মুরাকিবদের দ্বারা সুদী শাখার কার্যক্রম সম্পাদন করা এবং কোন কোন ব্যাংকে মুরাকিব নিয়োগ না দেয়া।

চ. Job Rotation এবং Transfer নীতিমালার কারণে সুদী শাখার জনশক্তি ইসলামী ব্যাংকিং শাখায় স্থানান্তরিত হয়। ফলে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে অভিজ্ঞ জনশক্তির অভাব দেখা দেয়।[২৩৪]

---

২৩৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৯৫

২৩৪. ইসলামিক ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড জার্নাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

২১. শরী'য়াহ পরিপালনে অন্যান্য সমস্যা

ইসলামী জ্ঞান, দক্ষতা, তাকওয়া, ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের অনুসরণ ও কমিটমেন্টের অভাবে পরিপূর্ণভাবে শরী'য়াহ পরিপালিত হচ্ছে না। শরী'য়াহ পরিপালনের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদের সদিচ্ছা, নির্বাহীদের প্রচেষ্টা এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের ইসলামী জ্ঞান ও আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।[২৩৫]

২২. অপপ্রচার, বিভ্রান্তি ও গ্রাহকদের অজ্ঞতা

বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ হলেও এখানে ইসলামী ব্যাংকের শত্রু মিত্র উভয়ই রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের বিস্ময়কর সাফল্য ঈর্ষান্বিত হয়ে কিছুসংখ্যক লোক এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে থাকে। আবার কিছুসংখ্যক লোক অজ্ঞতাবশতঃ ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে নানা ধরণের অপপ্রচার ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। বিষয়টি ইসলামী ব্যাংকের জন্য খুবই নাজুক। দেশের জনগণের আস্থাই হলো ইসলামী ব্যাংকের মূল পুঁজি। এ আস্থা নষ্ট হয়ে গেলে এদেশে ইসলামী ব্যাংককে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে। এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে গ্রাহকদের বিভ্রান্তি ও অজ্ঞতা নিম্নরূপ ঃ

ক. ওলামায়ে কেরামের একটি অংশ, কিছুসংখ্যক বিনিয়োগগ্রাহক, সুধী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু লোক সুদ ও মুনাফার পার্থক্য, ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা রাখেন না। ফলে তাঁরা বলে যে, সুদী ব্যাংক সরাসরি সুদ খায় আর ইসলামী ব্যাংক ঘুরিয়ে খায়। ইসলামী ব্যাংক যেমন নির্ধারিত হারে মুনাফা নেয় সুদী ব্যাংকেও নির্ধারিত হারে সুদ গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংক থেকে মাল ক্রয় করে লোকসান হলে ব্যাংক কোনো অংশগ্রহণ করে না, সুদী ব্যাংকেও তার সুদ পুরাপুরি আদায় করে তাহলে পার্থক্য কোথায়?

খ. এক শ্রেনীর আলেম ওলামা ইসলামের বাণিজ্যিক আইনের মৌলিক জ্ঞান না নিয়েই ইসলামী ব্যাংকের ব্যবহৃত বিনিয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে নেতিবাচক ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। ইসলামী ব্যাংকের জন্য এটি একটি বড় সমস্যা।

গ. কিছুসংখ্যক সেক্যুলার বুদ্ধিজীবী ইসলামী ব্যাংকের অগ্রগতিতে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যাবস্থার সোপান বলে বিবেচনা করে। তাঁরা ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে নানা

---

২৩৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ধরণের নেতিবাচক ধারণা দিয়ে থাকে। তাঁরা বলে যে, ইসলামী ব্যাংকগুলো বিদেশী অর্থে পরিচালিত হয়। জনগণের নিকট থেকে গৃহীত সঞ্চয় বিদেশে পাচার করে একদিন ইসলামী ব্যাংকগুলো উধাও হয়ে যাবে।

ঘ. ইসলামী ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকদের আস্থা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুদী ব্যাংক ছেড়ে দিয়ে গ্রাহকরা ইসলামী ব্যাংকের দিকে যাচ্ছে। এ কারণে সুদী ব্যাংকের কিছুসংখ্যক কর্মচারী কর্মকর্তা ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে।

ঙ. সুদী ব্যাংকে গ্রাহক ও ব্যাংকের সম্পর্ক দেনাদার ও পাওনাদার সম্পর্কের ভিত্তির প্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহক ও ব্যাংকের সম্পর্ক ব্যবসায় অংশীদার কিংবা পণ্যের ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফলে সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের চরিত্র ভিন্ন। কিন্তু গ্রাহকগণ এ বিষয়ে অজ্ঞ। ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে গ্রাহকদের নেতিবাচক ধারণার মূলোৎপাটন এবং সুধারণা প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিন।[২৩৬]

২৩. সংকোচিত বিনিয়োগক্ষেত্র

সুদ বর্জনের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংককে শরী'য়ার সকল বিধান মেনে চলতে হয়। ফলে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগক্ষেত্র সংকোচিত। প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলো তাঁদের মোট আমানতের ৩০% শেয়ার ও সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করে থাকে। কিন্তু সুদের সংস্রবের কারণে ইসলামী ব্যংকগুলো এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে ইসলামী ব্যাংক সুদী ব্যাংকের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় পতিত হয়। নিম্নের ক্ষেত্রগুলিতে ইসলামী ব্যাংক তার বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। যেমন :

১. সুদভিত্তিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টে বিনিয়োগ করতে পারে না।
২. শরী'য়াহসম্মত নয় এমন ব্যবসায় ইসলামী ব্যাংক তার পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে না।[২৩৭]

২৪. সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার আলোকে ঢেলে সাজাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অনেক সময় অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাঁরা সবসময় স্বাধীনভাবে তাঁদের কাঙ্খিত ব্যবসাটি নির্বাচিত করতে পারে না। ফলে তাঁদের কার্যক্রম নিজস্ব চাহিদা মাফিক

---

২৩৬. ইসলামিক ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড জার্নাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২৬
২৩৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

হয় না। প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করা এবং গ্রাহক নির্বাচনের ব্যাপারে পর্যাপ্ত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে ক্রমশ এক্ষেত্রে ঘাটতি কমিয়ে আনতে হয়। স্বল্পমেয়াদী কিছু তহবিল তাঁদের মেয়াদপূর্তির পূর্বে উঠানো হয় না। তাই ব্যাংকারগণ সাধরণত এ তহবিলকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পে বিনিয়োগ করে থাকেন। মেয়াদপূর্তির আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে এ তহবিল উত্তোলিত হলে প্রচলিত ব্যাংক সাধরণত বাইরের কোন উৎস থেকে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু সুদমুক্ত ইসলামী অর্থ ও মূলধন বাজার না থাকায় আকস্মিক জরুরি প্রয়োজন মেটাতে ইসলামী ব্যাংকগুলো বাইরের কোন উৎস থেকে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারে না। ইসলামী পদ্ধতিতে আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ছাড়া এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনাকাংঙ্খিত অবস্থায় ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।[২৩৮]

২৫. অগ্রাধিকার খাত নির্ধারণে ব্যর্থতা

সমাজের অগ্রাধিকারভিত্তিক খাতে ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের উদ্যোগ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এখনো আশানুরূপ নয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও ইয়াতিমখানা ইত্যাদিসহ বহু সামাজিক খাত এখনো ইসলামী ব্যাংকসমূহের অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়নি।[২৩৯]

২৬. মুনাফা কর্তন

ইসলামী ব্যাংকের সকল কার্যক্রম সুদমুক্ত। যেসব ক্ষেত্রে সুদের সংশ্রব রয়েছে সেখানে ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। আবার আইনগত কারণে বিনিয়োগ করতে বাধ্য হলেও এসব খাত থেকে অর্জিত আয় ব্যাংক তার হালাল আয় হিসেবে গণ্য না করে শরী'য়াহ নির্দেশিত পন্থায় ব্যয় করে। এ কারণে ইসলামী ব্যাংকের আয় কর্তিত হয়। এক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো লক্ষণীয় :

ক. এসএলআর ও সিআরআর থেকে অর্জিত আয় মুনাফা থেকে কর্তন করা হয়।

খ. ফরেইন কারেন্সী ক্লিয়ারিং একাউন্ট থেকে আয় সুদ হিসেবে গণ্য হয়।

গ. নেস্ট্রো একাউন্ট থেকে আয় সুদ হিসেবে গণ্য হয়।

ঘ. মুরাকিবগণ কর্তৃক নিরীক্ষিত শরী'য়াহ ত্রুটিজনিত কারণে ব্যাংকের আয় কর্তন করা হয়।

---

২৩৮. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৯৪

২৩৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. খেলাপী বিনিয়োগের উপর আরোপকৃত ক্ষতিপূরণ বা জরিমানা হালাল আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

২৭. ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের অভাব

বাংলাদেশে শরী'য়ার আলোকে Financial Instrument (Mudarabah Bond, Mudarabah Certificate, Participation Term Certificate, Islamic Commercial Paper, Solidarity Paper, Izara Bond, Islamic Bond, Investment Certificate) উদ্ভাবিত হয়নি। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক মুদারাবা বন্ড ইস্যু করলেও তা থেকে ক্রেতাঁদেরকে যথাযথ মুনাফা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রচলিত বন্ড ও সিকিউরিটিজগুলো সুদযুক্ত হওয়ার কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংক বিল, অনুমোদিত সিকিউরিটিজ ও সরকারী ট্রেজারী বিল ক্রয় করতে পারছে না। ফলে ইসলামী ব্যাংকগুলো নিম্নোক্তভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে:

ক. ব্যাংকের উদ্বৃত্ত তহবিল অলস তথা বিনিয়োগবিহীন অবস্থায় পড়ে থাকে।

খ. ইসলামী ব্যাংকগুলোকে তাঁদের সকল রিজার্ভ অর্থাৎ সিআরআর এবং এসএলআর বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট নগদ অর্থে জমা রাখতে হয়। কিন্তু সুদমুক্ত সিকিউরিটিজ থাকলে রিজার্ভের অর্থ দ্বারা তা ক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা যেতো।

গ. ভবিষ্যত তারল্য সংকট মোকাবেলার জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোকে পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখতে হয়। সুদমুক্ত সিকিউরিটিজ থাকলে সংকটকালে তা বিক্রয় করে নগদ অর্থ সংগ্রহ করা যেত।

ঘ. সুদভিত্তিক সিকিউরিটিজের কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলো সুদী ব্যাংকগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছে।

ঙ. ইসলামী ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের open market কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এ কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে আর্থিক গতিময়তা বিঘ্নিত হয়।[২৪০]

---

২৪০. ইসলামিক ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড জার্নাল, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২০

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বীমার সমস্যাবলী

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী বীমা কোম্পানিগুলো ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে যে সকল সমস্যাবলী মোকাবেলা করে তার কতিপয় নিম্নে তুলে ধরা হলো:

পূর্ণ দুই বছরের আগে পলিসি সমর্পর্ণে জমাকৃত টাকা ফেরত না পাওয়া

একজন পলিসি হোল্ডার ১০ বা ১২ বছর মেয়াদী একটি পলিসি করেন। গ্রাহকের আর্থিক অবস্থা
বিবেচনায় রেখে গ্রাহক প্রিমিয়াম ধার্য করেন। এ প্রিমিয়াম তাকে বাৎসরিক বা ষান্মাসিক বা
ত্রৈমাসিক কোম্পানিতে জমা দিতে হয়। ধরা যাক, একজন গ্রাহকের ত্রৈমাসিক প্রিমিয়াম
১৫০০০ টাকা। সে যদি কোন কারণে ৭টি ত্রৈমাসিক কিস্তি ১৫০০০ X ৭= ১,০৫,০০০ (এক
লক্ষ পাঁচ) হাজার টাকা জমা দিয়ে আর জমা দিতে না পারেন তাহলে তাকে কোম্পানির পক্ষ
থেকে একটি টাকাও ফেরত দেওয়া হবে না এবং সে তা পাওয়ার অধিকার রাখে না। যা অত্যন্ত
দুঃখজনক ও অমানবিক।[২৪১]

গ্রাহকের সমস্যার সমাধান দ্রুত না হওয়া

বাংলাদেশে জীবনবীমা কোম্পানিগুলো এজেন্ট নিয়োগ করে কোম্পানির গ্রাহক তৈরি করেন।
এজেন্টরা হন কোম্পানির প্রতিনিধি, অনেক সময় এজেন্টগণ গ্রাহকের টাকা নিয়ে যথাসময়ে মানি
রিসিট প্রদান করেন না আবার মানি রিসিট প্রদান করলে তার হিসাব এজেন্টরা হেড অফিসে
যথারিতি পাঠান না। কিছুদিন পর গ্রাহকরা পুনরায় প্রিমিয়াম জমা দিতে এসে দেখেন তার পূর্বে
প্রদত্ত প্রিমিয়াম কোম্পানিতে জমা হয়নি। যে মানি রিসিট দেয়া হয়েছে তা কোম্পানির হলেও
তার কোন সুষ্ঠু সমাধান হয়নি। এমনও দেখা যায় অনেক সময় কোম্পানির ক্যাশিয়ার টাকা
আত্মসাৎ করে অন্যত্র চলে যান। কোম্পানি ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেও গ্রাহকদের
সমস্যা সমাধান করা হয়নি একারণে গ্রাহকরা প্রতিনিয়তই ধোকা খায় এবং এ সমস্যা থেকে বের
হয়ে আসতে পারেনি তাই বীমা পেশায় তার নেতিবাচক প্রভাব পরে।[২৪২]

কোম্পানির ব্যবসার ভিত্তিতে ব্রাঞ্চ খোলা ও বন্ধকরণ

ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তার ব্যবসার আলোকে ব্রাঞ্চ খুলে ও বন্ধ করে থাকে। এক্ষেত্রে কোম্পানির
ব্যবসা যখন ভাল থাকে তখন ব্রাঞ্চ রাখা হয় আর ব্যবসা খারাপ হলে সেখান থেকে শাখাটি বন্ধ
করে দেয়া হয়। প্রেক্ষিতে ঐ শাখার গ্রাহকগণ অন্য শাখায় যা দূরে অবস্থিত সেখানে গিয়ে টাকা
জমা দিতে হয় অথবা তাঁদের পলিসি বন্ধ করে দিতে হয়। আর একজন ক্ষুদ্র বীমার গ্রাহক যখন

---

২৪১. নির্মল চন্দ্র পাল, '*বীমা আইন (সর্বশেষ সংশোধনসহ)*' (ঢাকা: শামস পাবলিকেশন্স, পঞ্চম সংস্করণ: জুন, ২০১১, ধারা ৮৮, প্রত্যর্পণ মূল্য অর্জন এর ১ নাম্বার অনুচ্ছেদ), পৃষ্ঠা নং ২১৬

২৪২. মোঃ আব্দুর রহিম, '*সাক্ষাতকার*' (ঢাকা: যাত্রাবাড়ী ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির শাখার ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহক), তারিখ : ০৫, ০৭, ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

দুই শত টাকা মাসিক প্রিমিয়াম জমা দিতে গিয়ে তার ৫০ বা ১০০ টাকা খরচ করতে হয় তখন বাধ্য হয়ে তা বন্ধ করে দেন। আর বড় প্রিমিয়াম দাতাঁরা দূরে যেতে হবে এ বিড়ম্বনা থেকে এড়ানোর জন্য বন্ধ করে দেন বা সমর্পণ করেন যা বীমা পেশার একটি নেতিবাচক দিক। বীমা আইন মোতাবেক ব্রাঞ্চ খুলতে ও বন্ধ করতে যদিও বীমা আইনে বলা আছে[২৪৩]কিন্তু বাস্তবে এখনো তা কার্যকর হয়নি।

মৃত্যুদাবী বাতিলকরণ

একজন গ্রাহক জীবিত থাকতে তার উত্তরাধিকারীর অর্থনৈতিক বিষয়টি চিন্তা করে বীমা করে থাকেন। গ্রাহককে পলিসি করানোর সময় কোম্পানির এজেন্টগণ অনেক সুন্দর সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপন করে বীমা করান। গ্রাহক ইন্স্যুরেন্স না বুঝে হোক অথবা এজেন্টের কারসাজিতে হোক প্রস্তাবপত্রের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেননি। প্রস্তাবপত্রটি পূরণ করে কোম্পানির নিকট জমা দেন আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে সাধারণত একজন ফিল্ড কর্মী বা এজেন্ট। কোম্পানি প্রস্তাবপত্র গ্রহনের সময় সংশ্লিষ্ট তথ্য ভাল করে যাচাই না করে পলিসি গ্রহণ করে পরে মৃত্যু দাবী হলে সেক্ষেত্রে গ্রাহকের প্রস্তাবপত্রের তথ্যাবলী চুলচেড়া বিশ্লেষণ করে অনেক ক্ষেত্রে তা বাতিল করে। যার তথ্য ঐ সমাজের প্রতিটি মানুষের নিকট পৌছে যায়। আবার যাঁরা মৃত্যুদাবী পেয়ে থাকে তাতেও একজন গ্রাহকের অনেকদিন সময় অপেক্ষা করতে হয়।[২৪৪]

না জানিয়ে লিয়েন ধার্যকরণ

একজন গ্রাহক কোম্পানির নিকট তাঁর শারিরিক তথ্য প্রদান করে ইন্স্যুরেন্স পলিসি ক্রয় করে থাকেন। প্রস্তাবপত্রে শারিরিক তথ্য বিবেচনা করে কোম্পানি তার অবলিখন চাহিদার আলোকে কাউকে ৩০% আবার কাউকে ৪০% লিয়েন দিয়ে থাকে অর্থাৎ গ্রাহক ১ বা ২ বা ৩ বা ৪ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তাকে প্রাপ্ত মৃত্যুদাবীর বীমা অংক থেকে ৩০% বা ৪০% টাকা কম দেয়া হবে। তবে গ্রাহকদের অনেকেই এ বিষয়টি বুঝেন না। আবার যাঁরা বুঝেন তাঁরা এ তথ্যটি জানতে পারেন পলিসির দলীল বা পাশ বই পাওয়ার পর যখন আর কিছু করার থাকে না। গ্রাহককে বিষয়টি জানানোর বিধান থাকলেও সাধারণত গ্রাহককে পলিসি করানোর পূর্বে জানানো হয় না।

তাবাররু ফান্ড ও ঝুঁকির জন্য যে টাকা কাটা হয় তা মাত্রাতিরিক্ত

কোন গ্রাহকের বীমা মেয়াদের মধ্যে মৃত্যু হলে তাঁকে তাবাররু ফান্ড থেকে পুরা বীমা অংক পরিমাণ আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। তাবাররু ফান্ড গঠিত হয় গ্রাহকের জমাকৃত টাকার একটি

---

২৪৩. নির্মল চন্দ্র পাল, প্রাগুক্ত, ধারা ১৪, বীমাকারীর শাখা ও কার্যালয় স্থাপনে লাইসেন্স প্রদান অনুচ্ছেদ, পৃষ্ঠা নং ১৩৪

২৪৪. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, *'ইসলামী জীবনবীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত'* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৬), পৃষ্ঠা নং ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

অংশ কর্তনের মাধ্যমে। গ্রাহক এর কাছ থেকে কোম্পানি তাবাররু তহবিলে যে টাকা কর্তন করে রাখে তা ঝুঁকির তুলনায় অনেক বেশি।[২৪৫]

কতিপয় গ্রাহকের তথ্য হালনাগাদ না থাকা

একজন পলিসি হোল্ডার পলিসি গ্রহণ করে সঞ্চয়ের জন্য। গ্রাহক যথারিতি প্রিমিয়াম দিয়ে যান কখনো কোন সমস্যা যেমন তার মানি রিসিট হারিয়ে ফেলেছে তাহলে হেড অফিস বা শাখা অফিসে তার তথ্য পাওয়া যায় না। অথবা হালনাগাদ করতে অনেক সময় লেগে যায় যা গ্রাহকের পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা কষ্টসাধ্য। মাঠ পর্যায়ে দেখা গেছে কোন কোন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে মেয়াদোত্তীর্ন হওয়ার পর দীর্ঘ এক বছরেও দাবী প্রদান করতে পারেনি তথ্য হালনাগাদ না থাকার কারণে। যা জনমনে হতাশা সৃষ্টি করে।

সারপ্লাস পদ্ধতিতে লভ্যাংশ প্রদান

শেয়ার হোল্ডারদের প্রদত্ত পুঁজি, পলিসি হোল্ডারদের প্রদত্ত প্রিমিয়াম, বিনিয়োগ আয় এবং তাবাররু তহবিল এ সবগুলোই কোম্পানির আয় হিসেবে ধরে এই মুহূর্তে কোম্পানিটি বন্ধ হলে এর সমস্ত দায় অর্থাৎ পলিসি হোল্ডারদের সমুদয় পাওনা, কোম্পানি পরিচালনা ব্যয় প্রভৃতি দায় মেটানোর পর অবশিষ্ট যে উদ্বৃত্ত থাকে তাকে সারপ্লাস হিসেবে গণ্য করা হয়। মুদারাবা পদ্ধতিতে বন্টিত হবে মুনাফা-সারপ্লাস নয়। সারপ্লাস এর ধারণার সাথে পলিসি গ্রাহকের অংশীদারিত্বের ধারণার সংঘাত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদারাবা বন্ডে বাধ্যতামূলক বিনিয়োগে লাভ কম দেয়া

ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলেই যেকোন খাতে বিনিয়োগ করতে পারে না। তাঁদের দুটি বিষয় নিশ্চিতভাবে দেখতে হয় একটি হলো সরকারী নিয়মানুযায়ী বিনিয়োগ করা আর অন্যটি হলো সুদি প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ বর্জন করা। এক্ষেত্রে সরকার যে সকল খাতের কথা উল্লেখ করেছে তা গুটি কয়েকটি অন্যদিকে তাঁদের ৩০% টাকা বাধ্যতামূলক বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদারাবা বন্ডে বিনিয়োগ করতে হয়। অন্য বীমা প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলক বিনিয়োগ করে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যে পরিমাণ লাভ পায় ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান সে তুলনায় অনেক কম পাচ্ছে। ফলে ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠান আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ও নিরুৎসাহিত হচ্ছে।

বীমা আইন ২০১০ এর উপবিধি তৈরি না হওয়া

দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশের বীমা কোম্পানি পরিচালিত হচ্ছিল ১৯৩৮ সালের বীমা আইন দ্বারা। যেখানে ইসলামী বীমার কোন নামই ছিল না। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও ইসলামী অর্থনীতির প্রতি আগ্রহ দেখে বিশেষ বিবেচনায় ইসলামী বীমা কোম্পানির

---

২৪৫. সম্পাদনা পরিষদ, *'ইসলামিক ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড জার্নাল' 'বাংলাদেশর ইসলামী জীবনবীমায় শরী'য়াহকেন্দ্রিক সমস্যা ঃ কিছু প্রস্তাবনা'শীর্ষক প্রবন্ধ*, মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯), পৃষ্ঠা নং ১৯৭

Dhaka University Institutional Repository

অনুমোদন দেওয়া হয়। ইসলামী বীমার কোথাও কোন বিষয়ে সমস্যা উত্থাপিত হলে প্রচলিত আইনে সমস্য সমাধানে তার কোন নীতিমালা না থাকায় বিষয়টি বড় আকার ধারণ করে। এ সমস্যা ও সময়োপযোগী করার জন্য নতুন করে বীমা আইন করা হয় ২০১০ সালে, যেখানে ইসলামী বীমা ব্যবসার কথা বলা হয়েছে। তবে ইসলামী বীমার কথা বলা থাকলেও তা কিভাবে পরিচালিত হবে তার কোন উপবিধি এ পর্যন্ত তৈরি করা হয় নি।

বীমা বিক্রয় বিপননে অসত্য ও অনৈতিক কৌশল অবলম্বন

বীমাপত্র বিক্রীর জন্য মাঠকর্মীগণ প্রায়ই অসত্য তথ্য, তথ্য বিকৃতি, অর্ধসত্য বক্তব্য প্রদান করেন। তাতে গ্রাহক সন্তুষ্টচিত্তে অধিক পরিমাণে বীমা ক্রয় করে থাকেন। গ্রাহক বীমা পলিসি কিনলে তবেই মাঠকর্মী কমিশন পায়। একজন মাঠকর্মী যত বেশী সংখ্যক পলিসি বিক্রি করতে পারবে ততই তার প্রাপ্ত কমিশনের অংক মোটা হবে। উপরন্তু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে কাজের বিনিময়ে পাবে পুরস্কার হিসেবে মোটর সাইকেল, উপহার সামগ্রী, বিদেশ ভ্রমন, ওমরা, প্রমোশন ও নগদ টাকা। তাই তাঁরা অসত্য তথ্য গ্রাহককে প্রদান করে পলিসি বিক্রি করে থাকে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানও চায় দ্রুত বেশী সংখ্যায় মোটা অংকের যদি নাও হয়, অন্ততঃ ছোট অংকের প্রচুর সংখ্যক পলিসি বিক্রির মাধ্যমে প্রিমিয়াম সংগ্রহ ও সেই প্রবাহ ধরে রেখে একটি স্ফীত অংকের পুঁজি গঠন করতে। তাই নিতান্তই বেকায়দায় না পড়লে মাঠকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং উৎসাহ প্রদানই অব্যাহত থাকে। মাঠকর্মকর্তাদের মুখে শুনা যায় গ্রাহকদেরকে দিগুণ বা তিনগুণ লাভ দেয়া হবে, যেকোন সময় পলিসি ভাঙ্গা যাবে, পরিকল্পভেদে ২ বা ৩ বা ৪ বা ৫ বছর পরপর বোনাস প্রদান করা হবে ও দশ বছর মেয়াদী পলিসিকে ৫ বছর বলে করানো ইত্যাদি।[২৪৬]

গ্রাহকের অসন্তুষ্টি ও জটিলতা

গ্রাহক হলো প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের মৌলিক চালিকাশক্তি। সে কারণে গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ সেবা পেয়ে জীবনবীমা ক্রয় করেন না তাঁরা বীমা ক্রয় করেন মূলত কোন না কোন নিকটাত্মীয় বীমার সাথে জড়িত রয়েছেন বিধায়। আত্মীয়ের উপর বিশ্বাস করে পলিসি ক্রয় করেন। সাধারণ মানুষ বীমা ক্রয় করতে আগ্রহী নন, তার অনেকগুলি কারন রয়েছে। যেমন- দারিদ্রতা, কোম্পানির অনেক বেশী আনুষ্ঠানিকতা, বীমা প্রতিষ্ঠানের প্রতি অনাস্থা, দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতি ও সাধারণ নিয়ম কানুন গ্রাহকের নিকট স্পষ্ট নয়, নিয়মিত কিস্তির টাকা দেয়ার বিড়ম্বনা, ব্যাংকের মত প্রয়োজনে টাকা ওঠানো যায়না, কিস্তি দেয়া বন্ধ করলে পলিসি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা, ডাক্তারি পরীক্ষার ঝামেলা, বীমা প্রতিষ্ঠানের অসৎ কর্মী কর্তৃক প্রতারিত হওয়া, মৃত্যু দাবি পূরণের ক্ষেত্রে কখনো কখনো কোম্পানির শৈথিল্য প্রদর্শণ ইত্যাদি।

---

২৪৬. সম্পাদনা পরিষদ, *'জাতীয় সেমিনার স্মরনিকা-০৯'* 'বাংলাদেশে ইসলামী বীমার উন্নয়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ও করণীয়' শীর্ষখ প্রবন্ধ, অধ্যাপক এম মুজাহিদুল ইসলাম, (ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড), পৃষ্ঠা নং ৫০

Dhaka University Institutional Repository

অতিরিক্ত উপরিব্যয়

প্রচলিত বীমার মতই ইসলামী জীবন বীমারও অন্যতম সমস্যা হচ্ছে এর অতিরিক্ত ব্যয়। দেখা যায় যে, জীবন বীমার প্রথম বছরের এক টাকা প্রিমিয়াম আয়ের জন্য ৩৫ থেকে ৪৫ পয়সা পর্যন্ত ব্যয় করার নিয়ম থাকলেও কোন কোন কোম্পানি খরচ করছে এক টাকারও বেশি।[২৪৭]

সমর্পণ মূল্য (Surrander Value) জমাকৃত প্রিমিয়ামের তুলনায় অতি সামান্য

এ ক্ষেত্রে প্রচলিত আইনে যে বিধান রয়েছে তা বীমা মেয়াদের প্রাথমিক বছরগুলোতে পলিসি হোল্ডারদের পরিশোধিত সমর্পণ মূল্য প্রকৃত প্রিমিয়ামের চেয়ে অনেক কম হয়। যেমন একজন গ্রাহক মাসিক দীর্ঘ ২৪ টি কিস্তি (৩০০০X২৪= ৭২০০০/-) প্রদান করল তারপর অপারগ হয়ে পলিসি ভাঙ্গতে আসলে সে পাবে সম্ভাব্য ৩০ থেকে ৩২ হাজার টাকা মাত্র। এভাবে পলিসির মেয়াদ যতবছরই হোক মেয়াদোত্তীর্নের এক দিন আগে পলিসি ভাঙ্গলেও জমাকৃত টাকা থেকে কম পেয়ে থাকে।

গ্রাহকের মুদারাব ফান্ড থেকে এজেন্ট কমিশন দেওয়া

বীমা কোম্পানি গ্রাহক সংগ্রহের জন্য এজেন্ট নিয়োগ করেন। এজেন্টকে বড় অংকের কমিশন প্রদান করা হয়। এ কমিশন গ্রাহকের মুদারাবা ফান্ড থেকে দয়া হয়ে থাকে যা মুদারাবা ধারণার বিপরীত।

মৃত্যুদাবী প্রদানের সময় তদন্ত করা

একজন গ্রাহক প্রস্তাবপত্র পূরণ করে কোম্পানির নিকট পলিসি করার জন্য আবেদন করেন। কোম্পানি প্রস্তাবকের আবেদন পর্যালোচনা করে অবলিখন চাহিদাদি সহকারে গ্রাহকের নামে পলিসি ইস্যু করে। মৃত্যুদাবী হওয়ার পর দাবী পরিশোধের পূর্ব মুহূর্তে পুনরায় গ্রাহকের প্রস্তাবপত্রের আলোকে তথ্য সঠিক আছে কি না তা জানার জন্য তদন্ত করা হয়। তদন্তকালে প্রস্তাবত্রের বয়স, স্বাস্থ্য ও পেশাসহ ইত্যাদি বিষয়ে কোন গরমিল পরিলক্ষিত হলে মৃত্যুদাবী নাকচ করা হয়। বীমা আইনে যদিও দুই বছর অতিক্রম হওয়ার পর বিশেষ কোন কারণ ছাড়া তদন্ত না করে দাবী দেয়ার কথা বলা আছে কিন্তু বাস্তবে তা পালন হচ্ছে না।[২৪৮]

পলিসি চালু না থাকায় অতীতের জমাকৃত টাকার লভ্যাংশ না দেওয়া

গ্রাহক কোন কারণে পলিসি ৫ বছর চালানোর পর আর নিয়মিত প্রিমিয়াম প্রদান করতে পারলেন না। দশ বছর অতিক্রম হয়ে গেল, দেখা গেল ৫ বছর জমাকৃত টাকার লভ্যাংশ পাবেন আর বাকী ৫ বছরে পলিসি চালু না থাকার কারণে কোম্পানির নিকট গ্রাহকের টাকা জমা থাকা সত্ত্বেও কোন লাভ পাবেন না।

---

২৪৭. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৭১
২৪৮. নির্মল চন্দ্র পাল, প্রাগুক্ত, ধারা ৬৮, 'দুই বছর উত্তর পলিসি অসত্য তথ্য প্রদানের কারণে প্রশ্নসাপেক্ষ না করা' পৃষ্ঠা নং ২০৩

Dhaka University Institutional Repository

বোনাস ঘোষণা করে মেয়াদপূর্তি না হলে বোনাস না দেওয়া

গ্রাহক পলিসি দুই বছর পর যেকোন সময় যদি পলিসি ভাঙ্গতে চায় তাহলে ভাঙ্গার সুযোগ পাবেন। তবে বিগত বছরগুলোর জন্য গ্রাহকের টাকা বিনিয়োগ করে যে লাভ করেছে মেয়াদপূর্তি না করার কারণে তাঁকে কোন লাভ প্রদান করা হয় না।

প্রত্যেক বছর ঘোষিত বোনাস পরবর্তী বছরে মূলধন হিসেবে গণনা না করা

গ্রাহকের পলিসি চালু থাকার কারণে প্রতি বছর বীমা অংকের উপর বোনাস বা লভ্যাংশ ঘোষণা করে কোম্পানি। সাধারণত গ্রাহকের জন্য ঘোষিত বোনাস বা লভ্যাংশ পরবর্তী বছরে গ্রাহকের মূলধনের সাথে যোগ হয়ে তার উপর বোনাস বা লভ্যাংশ পাওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবে তা পাওয়া যায় না।

জমাকৃত টাকার উপর লভ্যাংশ না দিয়ে পুরা বীমা অংকের উপর লভ্যাংশ প্রদান

পলিসি চালু থাকলে গ্রাহক তার মুদারাব ফান্ডের জমাকৃত টাকার উপর লভ্যাংশ না পেয়ে পুরা বীমা অংকের উপর লাভ পেয়ে থাকেন। অর্থাৎ গ্রাহক দশ বছর মেয়াদী এক লক্ষ টাকার একটি পলিসি করল, বাৎসরিক প্রিমিয়াম দশ হাজার টাকা হিসেবে মাত্র একটি কিস্তি কোম্পানিতে তিনি জমা দিলেন অথচ তিনি ঐ বছরের লাভ পাবেন পুরা বীমা অংক অর্থাৎ এক লক্ষ টাকার উপর যেখানে অস্পষ্টতা বিদ্যমান রয়েছে।

উর্ধ্বতন কর্মীদের দ্বারা নিম্নস্তরের কর্মীদের কমিশন আত্মসাৎ করা

জোন ইনচার্জ বা অফিস ইনচার্জ বা উর্ধ্বতন কর্মীদের দ্বারা অধিনস্ত কর্মীদের কমিশন না প্রদানের অভিযোগ নিয়মিত কাজেই পরিণত হয়েছে। এলাকা বন্টনে স্বজন-প্রীতি, সংযুক্তি-বিযুক্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কারো ক্ষতি কারো লাভ, মধ্যস্তরের এক বা একাধিক শূন্য পদের বিপরীতে কমিশন প্রাপ্তি কিংবা বেনামী এজেন্ট সৃষ্টির মাধ্যমে সুবিধা প্রাপ্তিতে ডেস্ক কর্মকর্তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। এজেন্সী ব্যবস্থাপনায় এসব প্রবণতা বর্তমানে এত বেশী প্রচলিত যে এগুলিকে এখন আর কেউ অনিয়ম মনে করেন না। এসব ঘটনায় কেউ আর বিস্মিত হন না বা এসব প্রবণতা দূর করবার জন্য কোন আগ্রহ বোধ করেন না।[২৪৯]

বীমা কর্মীদের ঘনঘন কোম্পানি পরিবর্তন ও বীমা গ্রহীতাদের প্রতারিত করা

বর্তমানে জীবন বীমা কোম্পানিসমূহের মাঠ কর্মীরা দল বেঁধে এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানিতে যোগদান করার সাথে সাথে পূর্বের কোম্পানির অনেক গ্রাহককে প্রতারণার মাধ্যমে নতুন কোম্পানিতে নিয়ে গিয়ে নতুনভাবে পলিসি ইস্যু করছে। সত্যি কথা কি ইসলামী জীবন

২৪৯. সম্পাদনা পরিষদ, '*জাতীয় সেমিনার স্মরণিকা -৭*' 'ইসলামী জীবন বীমার সমস্যা ও সম্ভাবনা ' শীর্ষক প্রবন্ধ, প্রফেসর ড. আ. ক. ম আব্দুল কাদের, (ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড), পৃষ্ঠা নং ২৮

Dhaka University Institutional Repository

বীমা কোম্পানিগুলিও অভিন্ন প্রবণতার শিকার। গ্রাহকদের দলবদল (migration) ও ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছে এবং ক্ষতিগস্থ হচ্ছে বীমা কোম্পানি সমূহ এবং জীবনবীমা শিল্প।

ইসলামী এ্যাকচুয়ারীর অভাব

ইসলামী জীবনবীমা শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন ইসলামী এ্যাকচুয়ারী। সমগ্র বাংলাদেশে হাতে গোনা ২ বা ৩ জন এ্যাকচুয়ারী রয়েছেন। তাঁরা ইসলামী প্র৬াক্ট তৈরি করেনি বা করার মতো তাঁদের সময় ও যোগ্যতারও অভাব রয়েছে বটে। তাই ইসলামী বীমাকে প্রতিষ্ঠার লক্ষে ইসলামী এ্যাকচুয়ারীর ভূমিকা অত্যাবশ্যক। বর্তমানে যে হারে প্রিমিয়াম ও তাবার্‌রু হার নির্ধারণ করা হয় তাতে শরী'য়াহ অনুমোদন করেনি।[২৫০]

ইসলাম ও বীমা উভয় বিষয়ে পারদর্শী ব্যাক্তির অভাব

আমাদের দেশে অনেক জ্ঞানী আছেন তাঁদের মধ্যে কেউ ইসলাম ভালভাবে বুঝেন কিন্তু বীমার প্রায়োগীক জ্ঞান নেই আবার ইন্স্যুরেন্স পেশায়ও অনেক প্রায়োগীক জ্ঞানী আছেন কিন্তু তাঁদের ইসলাম সম্পর্কে ভাল পরাশুনা নেই আবার পড়াশুনা থাকলেও এ বিষয়ে গবেষণা করার মত যোগ্যতা নেই। ইসলামী বীমায় গবেষণার ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হলো ইসলামী বীমার উপর অধিকাংশ নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ রচনা মূলতঃ আরবী ভাষায়। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত পন্ডিতগণ প্রায়শ এগুলোর মর্ম অনুধাবনে ব্যর্থ হন। ইসলামী জ্ঞানের বিপুল ভান্ডার অনুসন্ধানের উদ্যম ও সময় এসব জ্ঞানী ব্যক্তিদের নেই।[২৫১]

ইসলামী বীমা উদ্ভাবনে ইজতিহাদ ও গবেষণার অভাব

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শরীয়তের আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের জন্য কুর'আন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, ইজতিহাদ, ইসতিহসান প্রভৃতির প্রতি আমাদের অনীহা ইসলামী বীমা শিল্পের উন্নয়ন ও দিক নির্দেশনার পথে বাধা হয়ে দাড়াচ্ছে। অগাধ পান্ডিত্য এবং জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিবর্গের প্রতি সময় ও সমাজের দাবি এই যে, তাঁরা নিজেদের মেধা, প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তির সাহায্যে প্রথমে প্রচলিত বীমা ব্যবস্থার নীতি, পদ্ধতি, সমস্যাসমূহকে প্রথমে চিহ্নিত ও বিন্যস্ত করতে হবে। এরপর এর সব বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য কি তা খুঁজে বের করতে হবে।[২৫২]

ইসলামী বীমার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হচ্ছে, ইসলামী বীমা কতটা ইসলাম সম্মত তা ইসলামপ্রিয় জনগণের কাছে স্পষ্ট নয়। এটাই বাস্তব যে, যুগের সমস্যার আলোকে শরীয়তের বিধি বিধান প্রয়োগ করার সুযোগ ও পরিধি সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণার অভাব

---

২৫০. অধ্যাপক এম মুজাহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত
২৫১. জাতীয় সেমিনার স্মরণিকা -৭, প্রাগুক্ত
২৫২. অধ্যাপক এম মুজাহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। ইসলামী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে বহুমাত্রিক কল্যাণধর্মী বীমা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব এবং সেটি প্রচলিত বীমা ব্যবস্থা থেকে যে কোন বিচারে শ্রেষ্ঠ।[২৫৩]

ইসলামী বীমার পরিচালনা পদ্ধতি

ইসলামী বীমা পরিচালনায় বিশ্বব্যাপী দুটি পদ্ধতি বর্তমান রয়েছে। একটি ওয়াকালা পদ্ধতি এবং অপরটি মুদারাবা পদ্ধতি। ওয়াকালা পদ্ধতি অনেকটা সমবায় নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত এবং মুদারাবা পদ্ধতি মূল প্রেরণা বানিজ্যিক সফলতা। আমাদের দেশে দু'টির কোনটিই সম্পূর্ণ অনুসরণ না করে উভয় পদ্ধতির মিশ্রনে হাইবিট আকারে পরিচালনা করা হচ্ছে।

এজেন্সি ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট ও অভিন্ন নীতিমালা না থাকা

বীমা কর্মীগণ এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে যাবার পর তাঁদের উচ্চতর পদ-মর্যাদা ও অধিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। মাঠ কর্মীদের নৈতিক মান ও যোগ্যতার বিষয়টি বিবেচনা না করে কে অন্য কোম্পানীর কর্মী ও পলিসি থেকে কত জমা করতে পারবে সে বিষয়টি অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। এ সুযোগ থাকার ফলে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, যখন কোন মাঠ কর্মীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক বা আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকেন তখনই তাঁরা গ্রাহকদের নিকট থেকে সংগৃহীত পলিসি/প্রিমিয়াম দেয়া বন্ধ করে দেন এবং বাজারের অন্য সব বীমা কোম্পানি সমূহের সাথে দর কষাকষি করতে থাকেন। অনেকক্ষেত্রেই কোম্পানি তখন কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পিছু হাটেন। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁরা তাঁদের সমমানের, সম অভিজ্ঞতার পেশাজীবীদের নিকট থেকে এ ধরণের অনৈতিক কার্যকলাপের নৈতিক সমর্থন পেয়ে থাকেন। এ ধরণের অসহায় পরিস্থিতি শুধুমাত্র মাঠ-কর্মকর্তাদের যোগ সাজসে হয়ে থাকে না নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে ডেস্ক কর্মকর্তাদের যোগ-সাজসে এবং আশ্রয়ে মাঠকর্মীরা নানা ধরণের অনৈতিক কর্মকান্ডের দ্বারা সুবিধা প্রাপ্ত হন।

---

২৫৩. এ বি এম নুরুল হক, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী শরী‘য়াহ, শরী‘য়াহ বোর্ড ও মুরাকিব

ইসলামী শরী‘য়ার পরিচয়

‘শরী‘য়াহ’ শব্দটি আরবী এর শাব্দিক অর্থ হলো আইন, বিধান, পথ, পন্থা, নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, বিধি-বিধান অর্থাৎ ইসলামী আইনশাস্ত্র। আর শরীয়তের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো পানির উৎসস্থল, ঝরণা, চলার পথ ইত্যাদি।[২৫৪] আরবীতে যখন বলা হয় “শারাআতিল ইবিল” তখন এর অর্থ হয়, উটের পাল পানি পান করার জন্য জলাশয়ের দিকে রওনা হয়েছে। জলাশয়ের সাথে শরী‘য়ার সামঞ্জস্য হলো পানি যেমনিভাবে দেহ বা প্রাণকে সজীব করে তদ্রুপ শরী‘য়াহ মানুষের আত্মা ও বিবেকের জীবনীশক্তি যোগায়। রাগিব আল ইস্পানি বলেন যে, “যে ব্যক্তি যথার্থভাবে শরী‘য়াহকে গ্রহণ করে সে বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারীর ন্যায় হয়ে যায়।”[২৫৫]

শরী‘য়াহ শব্দটি সঠিক পথ অর্থেই পবিত্র কুর’আনুল কারীমে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ তা‘য়ালা বলেন:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ :“অতপর (হে মুহাম্মদ!) আমি তোমাকে অনুশাসন (commandment)-এর একটি বিশেষ শরী‘য়ার (সঠিক পথের) উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি এরই অনুসরণ করো আর অজ্ঞ ব্যক্তিদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না।”[২৫৬]

শরী‘য়তের আরেকটি নাম হলো শির‘য়াহ। যেমন মহাগ্রন্থ আল কুর’আনে পাওয়া যায় :

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

অর্থাৎ : “আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি আইন ও একটি কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি।”[২৫৭]

আইন প্রণয়নের বিষয়টি যখন ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন তাকে ইসলামী শরী‘য়াহ বলা হয়ে থাকে।

পরিভাষায় ইসলামী শরী‘য়াহ হলো ইসলামের সেই বিধিবিধান ও নীতিমালা যা মহান আল্লাহ মানবজাতির জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর এসকল বিধিবিধান আকিদা বিশ্বাস, চরিত্র ও নৈতিকতা, ইবাদত ও লেনদেন এবং আচার আচরণসহ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে। মূলত বিশ্বাসী মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন নিয়ন্ত্রণকারী বিধিবিধানের

---

২৫৪. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, *‘কামুসুল ফিকহি’* পৃষ্ঠা নং ১৯৩
২৫৫. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, *‘আল মুফরাদাতু ফি গারিবিল কুর’আন’* আররাগিব আল ইস্পাহানী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ২৫৮
২৫৬. আল কুর’আন, ৪৫ ঃ ১৮
২৫৭. আল কুর’আন, ৫ ঃ ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

সামগ্রিক রূপকেই ইসলামী শরী'য়াহ বলা হয়। ইসলামী শরী'য়ার কতিপয় প্রামানিক সজ্ঞা নিম্নে পেশ করা হলোঃ

ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম বলেনঃ

"ইসলামী শরী'য়াহ হচ্ছে তাই যা আল্লাহ তাঁর বান্দাহগণের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছেন এবং তাঁদের ওপর তা অপরিহার্য করেছেন।"[২৫৮]

ইমাম শাতিবি (র.) বলেন :

"ইসলামী শরী'য়াহ হচ্ছে সেই বিধান, যা দায়িত্বশীল মানুষের কথা, কাজ ও বিশ্বাসকে একটা সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত করে।"[২৫৯]

ড. আব্দুল করিম যায়দান বলেনঃ

"মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যেসব বিধিবিধান জারি করেছেন তাকে ইসলামী শরী'য়াহ বলা হয়। সে বিধান কুর'আন ও সুন্নাহ ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।"[২৬০]

ইসলামী শরী'য়ার পরিধি ও বিস্তৃতি

ইসলামী শরী'য়াহ একটি রাজপথের নাম যা দিয়ে সকল শ্রেণীর ও পেশার মানুষ যাতায়াত করতে পারে। আবার একটি প্রাসাদ তুল্য। এ প্রাসাদের খুঁটি আছে, দরজা-জানালা আছে। রুচিশীল মানসম্মত অসংখ্যা আসবাবে সুসজ্জিত ও আলোকিত এ প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষ। এ প্রাসাদের শুধু একটি ইটকে যেমন প্রাসাদ বলা হয় না তেমনি একটি জানালাও শুধু প্রাসাদ নয়। বরং সবটুকু মিলেই প্রাসাদের অনুপম সৌন্দর্য প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী শরী'য়ার পরিধি দ্বীন ইসলামের সকল বিধি-বিধানকেই অন্তর্ভুক্ত করে। ইসলামী শরী'য়ার অন্তর্ভুক্ত দিক ও বিভাগগুলো হলোঃ

১. আকিদা বা বিশ্বাস

২. ইবাদাত যথাঃ সালাত, সাওম, হাজ্ব, যাকাত ও জিহাদ ইত্যাদি।

৩. মু'য়ামালাহ বা সামাজিক কর্মকান্ড। যেমনঃ

   ক. আর্থিক লেনদেন

   খ. বিবাহ শাদি

   গ. আমানত

---

২৫৮. ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম, '*আল মাকাসিদুস আম্মা লিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ*' (রিয়াদ : আল মাহমুদ আলাম আল ইসলামী, ১৪১৫ হিজরী), পৃষ্ঠা নং ১৯-২১

২৫৯. ড. মুহাম্মদ আত তাহের আর রিযকী, '*মানবাধিকার ও দন্ডবিধি*' (ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০৮), পৃষ্ঠা নং ১২

২৬০. ড. আব্দুল করিম যায়দান, '*আল মাখদাল লিদ দিরাসাতিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়াহ*' (আলেকজান্দ্রিয়াঃ দারু উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৬৯), পৃষ্ঠা নং ৩৯

ঘ. মিরাস

ঙ. হদ ও তাযির

চ. উত্তম আখলাক, পরিচ্ছন্ন, পোশাক-পরিচ্ছেদ ও রাজনৈতিক বিষয়াদিসহ অন্যান্য।[২৬১]

ইসলামী শরী'য়ার বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক বিষয় বা বস্তুর কতগুলো গুণ থাকে যা দ্বারা তাকে অন্য থেকে আলাদা করা যায়। তদ্রুপ ইসলামী শরী'য়ারও রয়েছে অসংখ্য মৌলিক বৈশিষ্ট্য যা নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিধান হলো ইসলামী শরী'য়াহ

মহান আল্লাহ এ জগতে যুগে যুগে যত নবী রাসূল প্রেরণ করেছেন তাঁদের প্রত্যেককেই দিয়েছেন সুনির্দিষ্ট বিধিমালা। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বর্ণনা করেন :

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

অর্থাৎ :"অতপর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট পথ নির্দেশনা আসার পর যে তার অনুসরণ করবে তাঁদের কোন ভয় নেই ও তাঁরা কোনো চিন্তাগ্রস্থও হবে না।"[২৬২]

আল্লাহর একত্ববাদ ও সার্বভৌমত্তের স্বীকৃতি

ইসলামী শরী'য়ার মূল বক্তব্য হলো আল্লাহর একত্ববাদ ও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। তার কোন অংশীদার নেই, তিনিই ক্ষমতার মালিক। তাই বিধানদাতা হিসেবে একমাত্র তাকেই স্বীকৃতি দেয় ইসলামী শরী'য়াতে। যেহেতু তিনি একক ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক সুতরাং ইবাদতও করতে হবে তাঁর ও বিধিবিধানও মানতে তাঁর। যেমন মহান আল্লাহ এরশাদ করেন:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

অর্থাৎ :"হুকুমের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কেউই নয় তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁর ব্যতীত অন্য কারো ইবাদাত করো না।"[২৬৩]

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

ইসলামী শরী'য়ার অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো তা পরিপূর্ণ। ইসলামী শরী'য়াতে সমাধান পাওয়া যাবে না এমন কোন জাগতিক বিষয় নেই বরং সকল বিষয় যেমন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর সুস্পষ্ট সমাধান রয়েছে। তাই মহান আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

---

২৬১. মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, '*মাকাসিদ আশ শরী'আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য*' (ঢাকা : মুক্তদেশ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০১৫), পৃষ্ঠা নং ১৫

২৬২. আল কুর'আন, ২ ঃ ৩৮

২৬৩. আল কুর'আন, ১২ ঃ ৪০

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ঃ"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"[২৬৪]

সার্বজনীনতা ও উদারতা

ইসলামী শরী'য়াহ হলো রাজপথ যা দিয়ে সকল শ্রেণীর মানুষ চলাফেরা করতে পারে তাতে কোন ধরনের সংকীর্ণতা নেই। সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রযোজ্য বিধান রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে ধর্ম বর্ণ এর কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি তাই পৃথীবীর যেকোন অঞ্চলের লোক তা অনুযায়ী জীবন যাপনের দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকে। এ বিধানের উদারতা কথা চিন্তা করলে দেখা যায় এ বিধানের অধীন পরিচালিত রাষ্ট্রে সকল ধর্মের মানুষ তাঁদের ধর্মীয় সংস্কৃতি নিয়ে বসবাসের সুযোগ পায় ও মানবীয় সকল সুবিধা ভোগ করতে পারে।[২৬৫] মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ

অর্থাৎ ঃ"রমযান মাস যার মধ্যে বিশ্বমানবের পথ প্রদর্শক আল কুর'আন নাযিল করা হয়েছে"[২৬৬]

সহজ ও সামর্থানুযায়ী ইবাদাত পালনের নির্দেশ

আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাহর জন্য সহজ চান কঠিন চান না। মানুষের জন্য যা সহজ ও কল্যাণকর তাই আল্লাহর বিধান। তিনি বান্দাহর সাধ্যের বাহিরে কোন কাজকে চাপিয়ে দেন না। মহান আল্লাহ বলেন

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

অর্থাৎ ঃ" তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর।"[২৬৭]

অপরিবর্তন ও সময়োপযোগী

ইসলামী শরী'য়ার কতিপয় বিধান আছে যা অপরিবর্তনশীল শুরু থেকে যেভাবে ছিল কিয়ামত পর্যন্ত ঠিক একই ভাবে অবর্তমান থাকবে যেমন কুর'আন ও হাদীস। মানুষ সামাজিক জীব তাঁর জৈবীক প্রয়োজনে অনেক কিছুই নতুন নতুন উদ্ভাবন করবে সেক্ষেত্রে কুর'আন হাদীসের সরাসরি কোন বিধান না থাকলে ইজমা, কিয়াস, উরফ, মাসলাহা, মুরসালাহ, ইসতিহসান ইত্যাদির মাধ্যমে সমাধান করবে যা অবস্থার আলোকে পরিবর্তন করার সুযোগ রয়েছে।

---

২৬৪. আল কুর'আন, ৫ : ৩
২৬৫. মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৯
২৬৬. আল কুর'আন, ২ : ১৮৫
২৬৭. আল কুর'আন, ৬৪ : ১৬

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যা সমাধানে সমঝোতার ব্যবস্থা

পারস্পরিক দ্বন্দ কলহ মানব জীবনে ঘটতে পারে সেক্ষেত্রে মুমিন নারী পুরুষ এটাকে দীর্ঘায়িত না করে ভুল সংশোধনের মাধ্যমে সমাধান করবে। এক্ষেত্রে দ্বন্দ কলহে ৩য় একটি পক্ষকে সালিসী ভূমিকা রাখার নির্দেশ দিয়েছে ও এটাকে উত্তম কার্যাবলী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

অর্থাৎ :"আর তাঁদের উভয়ের মধ্যে যদি বিরোধের আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিস এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তাঁরা উভয়ে যদি নিষ্পত্তি চায় তবে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা তৈরি করে দিবেন।"[২৬৮]

ইসলামী শরী'য়াহ ও প্রচলিত আইনের মাঝে কতিপয় পার্থক্য

১. ইসলামী শরী'য়ার প্রণেতা মহান আল্লাহ তা'য়ালা আর প্রচলিত আইনের প্রণেতা মানুষ।

২. ইসলামী শরী'য়ার উৎস ৪টি আর প্রচলিত আইনের উৎস রাষ্ট্রপ্রধান, প্রথা, গণভোট ও আইন ইত্যাদি দ্বারা প্রণীত ।

৩. ইসলামী শরী'য়াতে ইহকালীন ও পরকালীন জবাবদিহিতাকে স্বীকার করে আর প্রচলিত আইনে পরকালীন জবাবদিহিতাকে স্বীকার করা হয় না।

৪. নৈতিক মূল্যবোধকে জাগরিত করে ইসলামী শরী'য়াতে আর নৈতিক মূল্যবোধকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না প্রচলিত আইনে।

৫. ইসলামী শরী'য়াতের বিধিবিধান চিরন্তন এবং প্রচলিত আইনের কোন ধারাই চিরন্তন নয়।

৬. ইসলামী শরী'য়াতে রাষ্ট্রপ্রধান স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ নেই আর প্রচলিত আইনে রাষ্ট্রপ্রধান স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ থাকবে।

৭. আকিদা-বিশ্বাস ও ইবাদাত সমূহ ইসলামী শরী'য়ার আবশ্যকীয় বিষয় আর প্রচলিত আইনে এগুলোকে আবশ্যকীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয় না।

৮. ইসলামী শরী'য়াহতে সার্বজনীন কল্যাণের বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকে আর প্রচলিত আইনে সার্বজনীন কল্যানের বিষয়টি অনুপস্থিত।[২৬৯]

---

২৬৮. আল কুর'আন, ৪ : ৩৫

২৬৯. মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২১

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত আইনের সকল প্রয়োজন পুরণে ইসলামী শরী'য়ার রয়েছে একক ক্ষমতা

যেহেতু ইসলামী শরী'য়াহ হলো সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ জীবনবিধান তাই তার ব্যাপকতা সুদূর বিস্তৃত। সময়ের চাহিদার আলোকে ইসলামী শরী'য়াহ থেকে নতুন বিধান রচনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ইসলামী শরী'য়াহ জড়তা ও বন্ধত্বমুক্ত। এতে সর্বকালের ও সর্বস্থানের সকল মানুষের সব সমস্যা সমাধানের উপায় রয়েছে।

পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োজনে উদ্ভাবিত নতুন নতুন বিষয় ও সমস্যা সমাধানের জন্য কুর'আন সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদভিত্তিক নতুন আইন প্রণয়ন করা যায়। ইসলামী শরী'য়াহ এতটাই বাস্তবসম্মত যে, বিবর্তনের মোকাবেলা করতে ও বিভিন্ন অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম এবং যাবতীয় নতুন অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে পারঙ্গম। ইসলামী শরী'য়ার ভিত্তি ও লক্ষ্য সুদৃঢ় হওয়ার কারণে কখনো এর অস্তিত্ব হারায় না, বিনাশও হয় না এবং কোন পরিবর্তনের সামনে মাথা নত করে না। ইসলামী শরী'য়াহ সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রদত্ত। অতএব সমাজ ও তার পারিপার্শ্বিকতা শরী'য়ার আদেশ নিষেধ দ্বারা পরিচালিত হবে। শরী'য়াহ সর্বদা সবকিছুর উর্ধ্বে থাকবে। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, মানুষ এর সামনে সম্পূর্ণ অসহায়; বরং এতে মানুষের ইজতিহাদ বা গবেষণার বিরাট সুযোগ রয়েছে। কুর'আন হাদীস বুঝে তা থেকে বিধি বিধান অর্জন করার ব্যাপারে ইজতিহাদের বিরাট সুযোগ রয়েছে।[২৭০]

ইসলামী শরী'য়াতের এমনসব চিরন্তন ও মৌলিক উপাদান রয়েছে যা সকল যুগে ও সকল সমাজের আইনি চাহিদা পূরণে সক্ষম। এতে কোনো অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা নেই, তাই তা স্থান কালের উর্ধ্বে মানবজাতির জন্য সঙ্গতিপূর্ণ। ইতিহাস প্রমাণ করে, মহানবী (সা.) ও খিলাফতে রাশেদার পর উমাইয়া, আব্বাসি, উসমানি, সুলতানি ও মুঘল শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছে ইসলামী শরী'য়ার আইন দ্বারা। ইউরোপের স্পেনীয় জনগণ দীর্ঘ আটশত বছর এই শরী'য়াহ আইন দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। আরো জোর দিয়ে বলা যায়, "উপমহাদেশে বৃটিশ আইন কাঠামো গড়ে তোলার ভিত্তি ছিল ইসলামী আইন, যদিও তা বাস্তবে স্বীকার করা হয় না।"[২৭১]

ড. ইউসুফ আল কারযাভি বলেন, ইসলামী শরী'য়াহ দীর্ঘ দিন পর্যন্ত যেসব সমাজ ও রাষ্ট্র শাসন করেছিল সেসব সমাজের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। যেসব পরিবেশে ইসলামী শরী'য়াহ প্রবেশ করেছিল সেসব পরিবেশের সমস্যাগুলো সংখ্যায় অধিক ও প্রকৃতিতে বিভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও শরী'য়াহ তার শাশ্বত বিধানের মাধ্যমে সবকিছুর সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ এতে এমন সব বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব বিদ্যমান যা ইতঃপূর্বে ও পরের কোন আইন ব্যবস্থায় নেই। অন্যত্রে তিনি আরোও বলেন যে, ইসলামী শরী'য়াহভিত্তিক আইন টিকে আছে চৌদ্দশ বছর ধরে। ইতোমধ্যে এ আইন উত্তর দক্ষিন, পূর্ব পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ শাসন করেছে, শহরে-গ্রামে, পাহাড়ে-পর্বতে বসবাসকারী মানুষকে জীবন চলার পথ দেখিয়েছে। বিভিন্ন আচার-আচরণ ও অভ্যাসের সাক্ষাতলাভ করেছে। বিভিন্ন পরিবেশে বিরাজ করেছে। সুখে-দুঃখে, উত্থানে-পতনে,

---

২৭০. ড. ইউসুফ আল কারযাভী, *'ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন'* (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৯), পৃষ্ঠা নং ২৮
২৭১. লেখকমন্ডলী, *'ফিকহে হানাফির ইতিহাস ও দর্শন'* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃষ্ঠা নং ৬৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সভ্যতায় সংস্কৃতিতে টিকে রয়েছে। এসব অবস্থায় বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করেছে। ফলে তার এমন এক বিশাল আইনের ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে যার তুলনা ও নজির খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সুতরাং সমগ্র জাতি ও সম্প্রদায় একমাত্র এতেই পেতে পারে তাঁদের যাবতীয় সমস্যার সমগ্র সমাধান।[২৭২]

তাই মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার তাঁর গ্রন্থে বলেন "মানবরচিত সকল প্রকার আইন প্রণীত হওয়ার বহু বছর পূর্ব থেকেই ইসলামী আইন নির্ধারিত হয়েছে। মানবপ্রকৃতির যাবতীয় বিষয় বিবেচনায় রেখে জীবনের সকল বিষয় ও দিকের সহজ সুন্দর দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামী শরী'য়াহভিত্তিক আইনব্যবস্থায়। একটি সুন্দর পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যবস্থা বিনির্মাণের যাবতীয় বিধান ও উপায় উপকরণ রয়েছে আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ইসলামে।"[২৭৩]

আধুনিক আইনের জন্মের অনেক আগেই ইসলামী শরী'য়ার জন্ম

আইনের যেসব তত্ত্ব, মূলনীতি ও দর্শন নিয়ে আধুনিক যুগ গর্ববোধ ও অহংকার করে থাকে ইসলামী শরী'য়াতে সে সবের ভিত্তি অনেক আগেই স্থাপিত হয়েছে। এটি ইসলামী শরী'য়ার চিরন্তনতা, সার্বজনীনতা ও শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় প্রমাণ। ইউরোপ আমেরিকার বিভিন্ন আইনব্যবস্থা মাত্র সোয়া শতাব্দীর সৃষ্ট। অর্থাৎ পার্থিব বিষয় থেকে ধর্মীয় বিষয়কে আলাদা করার মাধ্যমে এ আইনের জন্ম হয়। আর রাশিয়ার আইন মাত্র অর্ধ শতাব্দী পূর্বে সৃষ্ট। রুশ কমিউনিজমের পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয় ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হবার পর। অথচ ইসলামী শরী'য়াহ মানুষের প্রয়োজনীয় হাজারো বিধিবিধান প্রণয়ন করেছে এসব আইনের জন্মের বহু পূর্বে।[২৭৪]

আধুনিক আইনের মূলনীতি ও ইসলামী শরী'য়াহ

আধুনিক যুগের আইনের যে সকল ধারা উপধারা রয়েছে যেমন : কর আইন, চুক্তি আইন, ক্রয় বিক্রয় আইন, সাক্ষ্য আইন, ভূমি আইন, অংশীদারী আইনসহ অসংখ্য মূলনীতি ইসলামী শরী'য়াতে রয়েছে। অসংখ্য আইন থেকে কর আইনের মূলনীতি ও ইসলামী শরী'য়ার সম্পর্ক আলোচনা করা হলো। কর আইনের মূলনীতিকে আধুনিক যুগের আবিষ্কার বলে দাবি করা হয়। নীতির মূলকথা হলো কর আরোপের ক্ষেত্রে সাম্য, সুবিচার, ন্যায়পরায়নতা, দৃঢ় প্রত্যয় ও মধ্যম নীতি অবলম্বন করা। এগুলো অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথের উদ্ভাবন বলে দাবি করা হয়। তার জন্মের প্রায় হাজার বছর পূর্বে ইসলাম যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে উক্ত নীতিগুলোর প্রতি পূর্ণমাত্রায় লক্ষ রেখেছে। যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ধনশালী হবার ন্যূনতম সীমা, কষ্টের তারতম্যের বিচার, বাস্তবায়নের সুবিচার ইত্যাদির ওপর দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কেবল যাকাতদাতার প্রত্যক্ষ সম্পদের ওপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা হয়নি বরং তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থার প্রতিও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। যাকাতদাতার যাবতীয় জরুরী খরচ ও দায় দায়িত্ব যাকাতের আওতা

---

২৭২. ড. ইউসুফ আল কারযাভি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২১
২৭৩. মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২৪
২৭৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে যাকে জীবনযাপনের ন্যূনতম সীমা বলা যেতে পারে। এ ছাড়া যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ইসলাম এতোটাই যুক্তিসঙ্গত ও সুবিচারপূর্ণ নীতি অবলম্বন করে যাতে যাকাতদাতা কোনোরূপ জোরজবরদস্তি ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা পরিশোধ করতে আগ্রহী হয়।[২৭৫]

ইসলামী শরী'য়ার উৎস

ইসলামী শরী'য়ার মূল ও প্রধান উৎস হলো কুর'আন ও সুন্নাহ। এ দুটি উৎস হলো অহিভিত্তিক। ইজমা ও কেয়াসও ইসলামী শরী'য়ার উৎস। উৎস কতগুলো তা নিয়ো আরো বক্তব্য পাওয়া যায়, কেহ বলেন ১২টি, আবার কেহ বলেন ১৯টি, এভাবে সর্বোচ্চ ৪৫টির কথা বলেন ড. আহমাদ আবদুর রহিম আস সায়িহ।[২৭৬]

কুরআন হাদীস যে ইসলামী শরী'য়ার মৌলিক ও প্রধান উৎস তাতে কারো দ্বিমত নেই। কুর'আন হাদীস ইসলামী শরী'য়ার উৎস হওয়ার যে সকল দলীল রয়েছে তার কতিপয় নিম্নে পেশ করা হলো।

ক. "ওহে তোমরা যাঁরা ইমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।"[২৭৭]

খ. "যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, তাঁরা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।"[২৭৮]

গ. "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।"[২৭৯]

ঘ. "নিশ্চয় তোমাদের জন্যে আল্লাহর রাসূলের জীবনের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[২৮০]

ঙ. "ওহে তোমরা যাঁরা ইমান এনেছ, আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের আর সেই সব লোকের যাঁরা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত।"[২৮১]

---

২৭৫. মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২৭

২৭৬. নাজমুদ্দিন আত তুফি, *'রিসালাতু ফি রিআয়াতিল মাসলিহা'* (লেবানন, দারুল মিসরিয়্যাহ লিবানিয়্যাহ, বিশ্লেষণ : ড. আবদুর রহিম আস সায়িহ), পৃষ্ঠা নং ১৩-২১

২৭৭. আল কুর'আন, ৮ : ২০

২৭৮. আল কুর'আন, ৩৩ : ৭১

২৭৯. আল কুর'আন, ৮ : ১

২৮০. আল কুর'আন, ৩৩ : ২১

২৮১. আল কুর'আন, ৪ : ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

চ. "আমি তোমাদের মাঝে যা রেখে যাচ্ছি তা যদি তোমরা আঁকড়ে ধরে থাক তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তাহলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।"[২৮২]

কুর'আন ও সুন্নাহ ছাড়া ইজতিহাদভিত্তিক আনুষঙ্গিক আরো উৎস রয়েছে। পরিবর্তিত অবস্থার আলোকে নিত্য নতুন উদ্ভাবিত সমস্যাদি সমাধানের জন্য কুর'আন সুন্নাহর আলোকে ইজতিহাদ বা বিচারবুদ্ধিজাত গবেষণার মাধ্যমে এসব উৎসের প্রয়োগ করা হয়, যা ইসলামী শরী'য়ার গতিশীলতা প্রকাশ করে। মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যতিক্রমি ব্যক্তি ছাড়া অধিকাংশ আলিম ও ফকিহ যেসব উৎসের ব্যাপারে একমত হয়েছেন সেগুলো হলোঃ কুর'আন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এ ছাড়া আরো যেসব উৎসের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে : ইসতিহসান, মাসালিহ, মুরসালাহ, উরফ, সাদ্দুয যাঁরায়ি, ইসতিহসাব, আমালু আহলিল মাদিনা, তা'আমুলুস সাহাবা ও শারউ মান কাবলানা ইত্যাদি।[২৮৩] কুর'আন সুন্নাহ হলো অহিভিত্তিক উৎস এবং অন্যগুলো অহিনিয়ন্ত্রিত ইজতিহাদভিত্তিক উৎস। তবে এ সকল উৎসের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে কুর'আন সুন্নাহর সমর্থনের ওপর। নিচে ইসলামী শরী'য়ার প্রধান ও মৌলিক উৎসগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

কুর'আন

আল কুর'আন বা কিতাবুল্লাহ হলো ইসলামী শরী'য়ার প্রধান উৎস। কুর'আন শব্দটি আরবি "কারউন" থেকে এসেছে যার অর্থ পাঠ করা। এ হিসেবে কুর'আন শব্দের অর্থ হয় পঠিত। পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বিধায় কুর'আনকে এ নামে অভিহিত করা হয়। আবার কারো কারো মতে কুর'আন শব্দটি "কারনুন" শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে যার অর্থ জমা করা বা একত্র করা। এ হিসেবে কুরআনের অর্থ সংযুক্ত। কুরআনের একটি আয়াতের সাথে অন্যটি সংযুক্ত, কিংবা পূর্ববর্তী সকল আসমানি গ্রন্থ, সকল শরী'য়াহ ও সকল নবী রাসূলের শিক্ষার সারসংক্ষেপ হওয়ার কারণে কুর'আনকে এ নামে অভিহিত করা হয়।

কুরআনের সংজ্ঞা না দিলেও এর পরিচয় পেতে কারো সমস্য হওয়ার কথা নয়। তবু রীতি পালনার্থে একটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো। কুর'আন আল্লাহর বাণী, যা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে, নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনাধারায় আমাদের নিকট পর্যন্ত পৌছেছে, যা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ ও তার পাঠ ইবাদত হিসেবে গণ্য; যা সূরা ফাতিহা দিয়ে শুরু ও সূরা নাস দিয়ে সমাপ্ত।"[২৮৪]

বিভিন্ন হিসাবে দেখা যায় যে, কুরআনের প্রায় ৫০০টি আয়াত আইনসংক্রান্ত বিধিবিধান বিবৃত হয়েছে।[২৮৫] এ সকল বিধি বিধানের মধ্যে রয়েছে সালাত, সাওম, যাকাত, হাজ্ব, হত্যা, সুদ,

---

২৮২. মাকতাবাতুশ শামেলা, ইমাম মালিক ইবনে আনাস, 'মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ১৩৯৫

২৮৩. মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৩৯

২৮৪. ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আয যুহাইলি, '*আল ওয়াজিফ ফি উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*' (দামেশক : দারুল খাইর, ২০০৩), পৃষ্ঠা নং ১৩৯

২৮৫. মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৪০

Dhaka University Institutional Repository

জুয়া, ক্ষতিপূরণ, দান, শপথ, বিবাহ, তালাক, ইদ্দত, মোহর, ভরণপোষণ, শিশুর প্রতিপালন, দুধপান, পিতৃত্ব, উত্তরাধিকার, হেবা, ক্রয় বিক্রয়, ধার, বন্ধক, ধনী গরিবের মাঝে সম্পর্ক, ন্যায়বিচার, সাক্ষ, যুদ্ধ ও শান্তি ইত্যাদি।

সুন্নাহ

সুন্নাহ ইসলামী শরী'য়ার দ্বিতীয় উৎস, আল কুরআনের পরই যার স্থান। সুন্নাহ শব্দের অর্থ হলো পথ, পদ্ধতি, রীতি নীতি ও নিয়ম ইত্যাদি। পরিভাষায় সুন্নাহ হলো কুর'আন ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে যা এসেছে যথা তাঁর বক্তব্য, কাজ ও নীরবতা সম্মতির সমষ্টিই সুন্নাহ।[২৮৬] ব্যাপক পরিসরে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইশারা ইঙ্গিত, চিঠিপত্র, চুক্তিনামা, সন্ধি অথবা তিনি যেসব কাজ করার সুযোগ পেয়েও ত্যাগ করেছেন এর সবকিছুই সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।"

সুন্নাহ হলো আল কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ। যেমন সালাত, যাকাত, হাজ্ব, সুদ, লেনদেন এরূপ আরো অসংখ্য বিষয়ের অধিকতর ব্যাখ্যা প্রদান ও স্পষ্ট করে বর্ণনা করে সুন্নাহ। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুন্নাহ নিজেই ভিত্তিমূলক, যাকে আস সুন্নাহ আল মুখাসসাসা বলা হয়। অর্থাৎ যে বিধান সুন্নাতেই কেবল রয়েছে। যেমন স্ত্রীর খালা ও ফুফুকে একত্রে বিবাহ করার নিষেধাজ্ঞা অথবা সম্পত্তির প্রাক ক্রয়ের অধিকার বা শুফা ইত্যাদির উল্লেখ কেবল সুন্নাহতেই রয়েছে। সুন্নাহ যেহেতু কুরআনের বিস্তৃত ব্যাখ্যাস্বরূপ, তাই উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে অবশ্যই কুর'আন প্রাধান্য পাবে ও সে বিধানই কার্যকর হবে।

ইজমা

কুর'আন সুন্নাহর পর ইজমাকে ইসলামী শরী'য়াহ তৃতীয় উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আরবী "ইজমা" শব্দের অর্থ হলো ঐক্যমত্য পোষণ করা, একতাবদ্ধ ও দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়া, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিষয়গুলোকে একত্র করা ইত্যাদি। পরিভাষায়, মহানবী (সা.) এর ওফাতের পর বিভিন্ন যুগে শরী'য়ার কোনো বিধানের ব্যাপারে তাঁর উম্মতের মুজতাহিদগণের ঐক্যমত পোষণ করাকে ইজমা বলা হয়।" ইজমার একটি পানি বিষয়ক দৃষ্টান্ত, বলা হয়েছে যে, স্থির পানির পরিমাণ যদি এতো বেশি হয় যে, তার মাঝখানে নাড়া দিলে কিনারার পানি নড়ে না, তবে উক্ত পানিতে কোনো কিছু পতিত হলেও পানির স্বাদ, গন্ধ বা রঙ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তাকে অপবিত্র হিসেবে গণ্য করা যাবে না।"[২৮৭]

কিয়াস

ইসলামী শরী'য়ার চারটি প্রধান উৎসের একটি কিয়াস। আরবি "কিয়াস" শব্দের অর্থ পরিমাপ করা, তুলনা করা, সামঞ্জস্যপূর্ণ করা, দুটি বস্তুকে পরস্পর তুল্য সাব্যস্ত করা, কোনো বস্তুকে তার সমকক্ষ বস্তুর দিকে ফিরিয়ে দেয়া ইত্যাদি।[২৮৮] আর পরিভাষায় কিয়াস হলো যে নতুন বা শাখা

২৮৬.প্রাগুক্ত
২৮৭. ইবনে হাযম র. '*মারাতিবূল ইজমা*' (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ), পৃষ্ঠা নং ১৭
২৮৮. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৫৯৫

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ে কুর'আন, সুন্নাহ ও ইজমার দলিল নেই সেই বিষয়টিকে এমন একটি মৌলিক বা আসল বিষয়ের সাথে তুলনা করা, যে বিষয়ে কুর'আন, সুন্নাহ ও ইজমার দলিল রয়েছে। এক্ষেত্রে আসল শরী'য়ার যে হুকুম রয়েছে তার অনুরূপ হুকুম নতুন বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়। বিচারপতি শহিদ আবদুল কাদির আওদাহ র. বলেন, যে বিষয় সম্পর্কে শরী'য়ার নস বিদ্যমান নেই সেই বিষয়কে কারণসমূহের অভিন্নতার ভিত্তিতে এমন একটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা যে সম্পর্কে শরী'য়ার নসভিত্তিক বিধান রয়েছে।"[২৮৯]

মদ হারাম হওয়ার কারণ হলো মাতলামি বা নেশাগ্রস্ততা, যার মধ্যে নানা ধরনের অনিষ্টকারী উপাদান রয়েছে। কিন্তু মদ ছাড়াও আরো অনেক বস্তু রয়েছে যা মাদকতা সৃষ্টি করে। তাহলে সেগুলো হারাম হবে কি হবে না তা কুরআনের উক্ত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তাই মুজতাহিদগণ মদ হারাম হওয়ার ইল্লত বা কারণ মাতলামীর উপর কিয়াস করে সকল ধরনের মাতলামী সৃষ্টিকারী জিনিসকে হারাম করেছেন।

ইসতিহসান

ইসতিহসান শব্দতি আরবী "হুসনুন" থেকে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হলো উত্তম, ভালো, সুন্দর যা খারাপের বিপরীত। এ হিসেবে ইসতিহসান শব্দের অর্থ হলো কোনো কাজ বা বিষয়কে কল্যাণকর বা উপকারী করা। আর পরিভাষায় ইসতিহসান হলো কোনো বিষয়ের দুটি দিকের মধ্যে কোনো একটি দিককে যুক্তিসঙ্গত দলিলের ভিত্তিতে অপর দিকের ওপর অগ্রাধিকার প্রদানকে ইসতিহসান বলা হয়।"[২৯০] অন্যভাবে বলা যায় যে, কিয়াস পরিত্যাগ করে জনগণের কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যশীল পন্থা গ্রহণকেই ইসতিহসান বলা হয়।"[২৯১]

যেমন পরিবহন মালিককে পণ্য নষ্ট হওয়ার জন্যে এবং খাদ্য বহনকারীকে খাদ্য নষ্ট হওয়ার জন্যে জরিমানা করা। শরী'য়ার একটি সাধারণ মূলনীতি হলো আমানতদারকে আমানতকৃত জিনিসের জন্য দায়ী করা যায় না। এ কারণে চুক্তি অনুযায়ী পরিবহন মালিক ও খাদ্য বহনকারী আমানতদার হিসেবে গণ্য। ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পদ নষ্ট না করলে তাঁরা জরিমানা দিতে বাধ্য নয়, কিন্তু মাসলাহা বা জনকল্যাণার্থে ইসতিহসানের ভিত্তিতে তাঁদেরকে দায়ী করে জরিমানা করা যায়। এ রকম বিধান না রাখা হলে তাঁরা আমানতকৃত সম্পদের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করতে পারে।"

মাসালিহ মুরসালাহ

মাসালিহ মুরসালাহ বা জনকল্যাণ ইসলামী শরী'য়ার একটি উৎস। এখানে দুটি শব্দ রয়েছে একটি মাসালিহ যা আরবী মাসলাহার বহুবচন অর্থ হলো কল্যাণ, মঙ্গল বা স্বার্থ ইত্যাদি।[২৯২] আর

২৮৯. বিচারপতি আবদুল কাদির আওদাহ র., '*আত তাশরীউল জিনাইল ইসলামী*' (বৈরুত : মুয়াসসাআনতুর রিসালাহ, ১৯৮৬, খন্ড ১), পৃষ্ঠা নং ১৮২

২৯০. সম্পাদনা পরিষদ, '*বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*' (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃষ্ঠা নং ২০

২৯১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, '*ইসলামী শরীয়তের উৎস*' (ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ২০০৬), পৃষ্ঠা নং ১৩৩

২৯২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, '*মাকাসিদে শরী'আহর আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং*' (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, মার্চ ২০১৬), পৃষ্ঠা নং ০৪

Dhaka University Institutional Repository

মুরসালাহ আরবী শব্দের অর্থ হলো মুক্ত বা সাধারণ। তাই মাসালিহ মুরসালাহ হলো অবারিত জনস্বার্থ। পরিভাষায় মাসালিহ মুরসালাহ হলো এমণ কল্যাণকে বুঝায় যা গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে শরী'য়াহ প্রণেতার পক্ষ থেকে এমন কোনো অকাট্য ও স্পষ্ট দলিল নেই এবং যার এমন কোনো মূলও নেই যার উপর ভিত্তি করে কিয়াস করা যেতে পারে। তবে তা গ্রহণ ও গণ্য করা হলে তাতে কোনো না কোনো উপকার অর্জন বা ক্ষতি প্রতিরোধ করা যায়। ইমাম শাতিবি র. বলেন "মাসালিহ মুরসালাহ হলো এমন সব বিষয় যার পক্ষে শরী'য়ার কোনো মূলনীতি সাক্ষ্য দেয় না এবং যাকে বাতিল করার পক্ষেও কোনো সাক্ষ্য দেয় না অথচ সুস্থ বিবেক বিষয়গুলোকে গ্রহণ করে।"[২৯৩]

উরফ

উরফ শব্দের অর্থ হলো প্রচলিত রীতি, প্রথা বা রেওয়াজ।[২৯৪] উরফের অনুরূপ শব্দ হলো আদাহ বা অভ্যাস এবং তায়ামুল বা অভ্যাসগত কাজ। পরিভাষায় উরফ হলো "কথা ও কাজে বিপুলসংখ্যক মানুষের অভ্যাস।"[২৯৫] উরফ এর সংজ্ঞায় বলা হয় "কয়েক ব্যক্তি বা কয়েক শ্রেণীর মানুষ বা কয়েক মহল্লার মানুষ যে আচরণ করে আইনের দৃষ্টিতে তা উরফ বা প্রথা নয়। একটি গ্রামের মানুষ বা একটি শহরের আচরণও প্রথা হতে পারে না। মাঝে মাঝে মানুষ যা করে তা প্রথা নয়। সমগ্র দেশ বা কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সকল মানুষের মাঝে সর্বজন স্বীকৃতভাবে যে অভ্যাস প্রচলিত থাকে তাকে প্রথা গণ্য করা যায়।"[২৯৬] উরফকে তখনই শরী'য়ার উৎস হিসেবে গ্রহণ করা যায় যখন তা কুর'আন সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক না হয় আর সাংঘর্ষিক হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

যেমন নবী করীম (সা.) মদিনায় গিয়ে দেখলেন লোকেরা খেজুর গাছে তাবির বা খেজুর গাছে নরপাপড়ি সংযোজন করছে। নবী করীম (সা.) জিজ্ঞেসা করলেন তোমরা এরূপ করছ কেন? তাঁরা বলল আমরা এরূপ করে আসছি। তিনি বললেন এরূপ না করলে সম্ভবত ভালো হতো। সে মতে তাঁরা তাবির করা ছেড়ে দিল। কিন্তু পরের বছর খেজুরের ফলন কমে গেলে বিষয়টি তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে আলোচনা করল। তখন তিনি বলেন আমি একজন মানুষ মাত্র। কাজেই আমি যখন দ্বীনি কোনো বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দেই তখন তোমরা তা অবলম্বন করো। আর আমার নিজের পক্ষ থেকে যখন কোনো নির্দেশ দেই তবে আমি একজন মানুষ মাত্র।[২৯৭]

---

২৯৩. মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৪৭

২৯৪. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৫০১

২৯৫. মুহাম্মদ তাকী আমীনী, *'ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস'* (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃষ্ঠা নং ৫০

২৯৬. *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৯

২৯৭. আল মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, *'সহি মুসলিম'* হাদীস নং ৪৩৫৭

Dhaka University Institutional Repository

সাদ্দুয যাঁরায়ি

আরবী "সাদ্দ" শব্দের অর্থ হলো বাধা, প্রতিবন্ধকতা আর "যাঁরায়ি" শব্দের অর্থ হলো মাধ্যম বা অসিলা। তাই সাদ্দুয যাঁরায়ি শব্দের অর্থ হলো উপায় উপকরণ বা কোনো কাজের মাধ্যমকে প্রতিহতকরণ। পরিভাষায় সাদ্দুয যাঁরায়ি হলো যখন কোনো বৈধ মাধ্যম দ্বারা অবৈধ ফলাফলের আশঙ্কা দেখা দেয় তখন ঐ বৈধ মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করা। ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ সাদ্দুয যারায়ি এর সংজ্ঞায় বলেন, "এমন বৈধ উপায় উপকরণ বন্ধ করা যা দ্বারা অকল্যাণ সংঘটিত হতে পারে আবার নাও হতে পারে। তবে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে এবং তার মাঝে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই প্রাধান্য পায়।"[২৯৮]

উদাহরণ ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে উপহার নিতে বারণ করা। এই বারণের কারণ হলো এটা সুদ গ্রহণের দিকে প্ররোচিত করতে পারে। আবার বিদ্রোহী ও ডাকাতের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করা বৈধ নয় কারণ তাঁরা আরো শক্তিশালী হয়ে জনগণের ক্ষতি করতে পারে।

ইসতিহসাব

আরবি "ইসতিহসাব" শব্দটি সাহবুন শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে এর অর্থ হলো সাহচর্য বা সঙ্গে থাকা, কোনো বিষয় বা অবস্থাকে স্থায়ী করতে চাওয়া। পরিভাষায় অতীতে যা প্রমাণিত হয়েছিল, বর্তমান ও ভবিষ্যতে তাকে সেই অবস্থায় স্থির রাখার নীতিকে ইসতিহসাবে হাল বলা হয়। ইবনে হাযম র., বলেন "নস এর ভিত্তিতে সাব্যস্ত মূল বিধান ততক্ষণ স্থায়ী রাখা, যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত বিধান পরিবর্তন হওয়ার নসভিত্তিক কোনো প্রমাণ না পাওয়া যায়।"[২৯৯] সরলভাবে বলা যায় যে ইসতিহসাবে হাল হলো ইসলামী শরী'য়ার কোনো হুকুম ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর ও স্থায়ী বলে গণ্য করা যতক্ষণ না এমন কোনো দলিল পাওয়া যায় যা উক্ত হুকুমকে বদলে দেয় কিংবা রদ করে দেয়।

উদাহরণ: সবকিছু পূর্বাবস্থায় থাকাটাই তার মৌলিকত্ব। যেমন প্রত্যেক মানুষের মৌলিকত্ব হলো অঋণগ্রস্ত হওয়া। কাজেই কেউ যদি অপর কারো কাছে কোনো পাওনা দাবি করে, আর যার কাছে দাবি করা হয়েছে সে যদি নিজেকে ঋণী হিসেবে স্বীকার না করে তাহলে তাকে ঋণমুক্তই ধরে নিতে হবে। কেননা প্রত্যেক মানুষের মৌলিকত্ব হলো ঋণমুক্ত হওয়া। তবে ঋণদাতা তার দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করলে ভিন্ন কথা।

তা'আমুলুস সাহাবা

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাহাবিগণের আমল ও ফতোয়া ইসলামী শরী'য়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শরী'য়াহ সংক্রান্ত বিষয়ে সাহাবিদের ফতোয়া সর্বোচ্চ বিবেচনার দাবি রাখে। কেননা তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট থেকে সরাসরি কোনো বিষয়ের সমাধান জেনে নিতেন। আবার বিপুল সংখ্যক সাহাবি ইসলামী শরী'য়াহ সম্পর্কে গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন

---

২৯৮. ইবনুল কাইয়্যিম র., *'ইলামুল মুওয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামিন'* (লেবানন : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, খন্ড ৩), পৃষ্ঠা নং ১০২
২৯৯. মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার, প্রাগুক্ত

করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁদের পারদর্শিতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। ফলে তাঁদের কথা ও কাজের মধ্যে এমন সব সাধারণ ও আইনসম্মত বিধান নিহিত রয়েছে যা দ্বারা নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। সাহাবীদের আমলের ব্যাপারে পৃথক পৃথক হুকুম রয়েছে:

ক. সাহাবিদের ইজমা সর্বসম্মতিক্রমে হুজ্জত বা দলিল হবে এবং গোটা উম্মতের জন্য অবশ্য পালনীয় নির্দেশ হিসেবে গণ্য হবে।[৩০০]

খ. সাহাবিদের ব্যক্তিগত কথা ও গবেষণালব্ধ ফয়সালা যদি কুর'আন সুন্নাহর খেলাফ হয় তাহলে তা গোটা উম্মতের সম্মিলিত মতানুযায়ী দলিল হিসেবে অনুসরণযোগ্য নয়; বরং সর্বসম্মতিক্রমে তা পরিত্যাজ্য ও বর্জনীয়।[৩০১]

৩০০. মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইউসুফ, *'মাওলানা মওদুদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা'* (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, খন্ড ১), পৃষ্ঠা নং ১৮৫
৩০১. প্রাগুক্ত

ইসলামী ব্যাংক ও বীমাতে শরী'য়াহ বোর্ড

ব্যাংক ও বীমা ইসলামী শরী'য়াহ অনুযায়ী পরিচালনা করতে হলে প্রয়োজন শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড যা আমাদের দেশে শরী'য়াহ কাউন্সিল বা বোর্ড নামে পরিচিত। নিম্নে শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের পরিচয় তুলে ধরা হলো-

ইসলামী ব্যাংক ও বীমা শরী'য়াহ অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা তত্ত্বাবধান, পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্যে ফিকহুল মু'আমালাত বিষয়ে পারদর্শী ব্যাক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত স্বাধীন সংস্থাকেই শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড বলা হয় যার উপর শরী'য়াহ পরিপন্থি কার্যক্রম হেফাযত করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) এর standard এ বলা হয়েছে:

'A Shariah Supervisory Board is an independent body of specialized jurists in Fiqh - Al-muamalat (Islamic Commercial Jurisprudence)'

অর্থাৎ "ফিকহুল মু'আমালাত (ইসলামী বাণিজ্যিক আইন) বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ফক্বীহগণ (ইসলামী আইনবিদ) এর সমন্বয়ে গঠিত একটি স্বাধীন সত্তাই হলো শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড।"[৩০২]

বাহরাইনে অনুষ্ঠিত শরী'য়াহ বোর্ডসমূহের তৃতীয় আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে উপস্থাপিত প্রবন্ধে ড. রিয়াদ মানসুর আল খলিফী শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের সংজ্ঞায় বলেন:

الجماعة من الفقهاء يعهد اليهم النظر فى اعمال المؤسسة المالية بغرض حفظها عن المخالفات الشرعية

অর্থাৎ "আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে শরী'য়াহ বিরোধী কার্যক্রম থেকে মুক্ত রাখার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কার্যক্রম দেখাশোনা করার দায়িত্ব ফকীহগণের যে জামা'আতের উপর অর্পণ করা হয় তাকে শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড বলা হয়।"[৩০৩]

---

৩০২. মোঃ মুখলেছুর রহমান, *'ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরীয়াহ বোর্ড'* (ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, জুন, ২০০৪), পৃষ্ঠা নং ১০

৩০৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের অন্যের হস্তক্ষেপ ছাড়া এককভাবে কোন কাজ করার সামর্থ্য থাকতে হবে অর্থাৎ ব্যাংক ও বীমার কার্যক্রমকে শরী'য়াহ বিরোধী বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা বোর্ড সংরক্ষণ করবে। শরী'য়াহ বোর্ড স্বাধীন না হলে মতামত প্রকাশ করা অসম্ভব তাতে শরী'য়াহ বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা ছাড়া শরী'য়াহ সুপারভাইজরী কমিটি শরী'য়াহ বাস্তবায়নে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে না।

শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড ও এর সদস্যগণ এবং শরী'য়াহ বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ কোন ব্যাংক বা বীমার অধীন মনে করা ঠিক নয় তাঁরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। বর্তমানে আমাদের দেশে ব্যাংক ও বীমার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিজেরা প্রয়োজন মনে করলে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য শরী'য়াহ বোর্ডের নিকট উত্থাপন করেন আর মনে না করলে উত্থাপন করেন না। এরকম কাজ করাই ব্যাংক ও বীমাতে শরী'য়াহ পরিপালনের অন্যতম অন্তরায়।

শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমানে ব্যবসা বাণিজ্য লেনদেনে যত নতুন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে বা হচ্ছে সেগুলোর কোনটি ইসলামী শরী'য়াহ অনুমোদন করে আর কোনটি ইসলামী শরী'য়াহ অনুমোদন করে না। আর এ বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেন একমাত্র ইসলামী শরী'য়ার উপর গভীর জ্ঞান ও ফিকহুল মু'য়ামালাত বিষয়ে পন্ডিত আলিমগণ। তাই সমসাময়িক বিষয়াবলীর কোনটি বৈধ আর কোনটি অবৈধ এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেয়ার জন্য আলিম, আবিদ ও ফিকহুল মু'য়ামালাত বিষয়ে অভিজ্ঞ শরী'য়াহ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনাতীত।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

অর্থাৎ: "হে নবী তাঁদেরকে বলো, তোমরা কি কখনো একথাও চিন্তা করছো যে আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্য থেকে তোমরা নিজেরাই কোনটাকে হারাম ও কোনটাকে হালাল করে নিয়েছো? তাঁদেরকে জিজ্ঞেসা করো আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন? নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছো।"[৩০৪]

৩০৪. আল কুর'আন, ১০ : ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

এ প্রসংগে রাসূল (সা) বলেন :

عن علي قال : قلت : يا رسول الله ، إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان : أمر ولا نهي ، فما تأمرنا ؟ قال : « تشاورون الفقهاء والعابدين ، ولا تمضوا فيه رأي خاصة

অর্থাৎ "হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি আল্লাহর রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমাদের নিকট এমন বিষয় এসে পড়ে যা সম্পর্কে কোন বিধি নিষেধ কিছুই নেই, সে বিষয়ে আপনি আমাদের কি নির্দেশ করেন? রাসূল (সা.) বলেন এ বিষয়ে তোমরা ফক্বীহ ও আবিদগণের সাথে পরামর্শ কর এবং তোমরা ব্যক্তিগত মত দ্বারা পরিচালিত হয়ো না"।[৩০৫]

সুতরাং প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক ও বীমার জন্য শুরু থেকেই গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলিম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের সমন্বয়ে একটি বিশেষায়িত স্বতন্ত্র শরী'য়াহ বোর্ড থাকা অত্যাবশ্যক।

Directory of Islamic Financial Institutions এ John R. Presley তার 'The Evolution of Islamic Banking, শীর্ষক প্রবন্ধে শরী'য়াহ বোর্ডের অপরিহার্যতার ব্যাপারে বলেন:

'An Islamic Bank does not only have to have a board of directors but it also has to have a Shariah Advisory Board. This is most important where Islamic banks operate in a society which does not fully apply Shariah laws. The board should possess a high degree of independence both internally and externally,

অর্থাৎ "ইসলামী ব্যাংকের শুধু একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকলেই চলবে না বরং এর থাকতে হবে একটি শরী'য়াহ উপদেষ্টা পরিষদ। যে সমাজে শরী'য়াহ আইনের পরিপূর্ণ প্রয়োগ নেই সেই সমাজে তা (শরী'য়াহ পরিষদ) অত্যাবশ্যক। এ পর্ষদের অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিকভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের স্বাধীনতা থাকতে হবে"।[৩০৬]

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করতে হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধি অনুযায়ী শরী'য়াহ কাউন্সিল বা সুপারভাইজরী বোর্ড গঠন করা আবশ্যক। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত লেটার অব ইনটেন্টে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে।

৩০৫. আল মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, '*আল মুজামুল আওসাত লিতত্বিবরানী*' হাদীস নং ১৬৭৮
৩০৬. মোঃ মুখলেছুর রহমান, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উদাহরণস্বরূপ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংককে প্রদত্ত লেটার অব ইনটেন্টে বর্ণিত এ সংক্রান্ত ধারাটির অনুবাদ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

"আপনাদের আবেদনের মর্মানুযায়ী ব্যাংকটি ইসলামী শরী'য়াহভিত্তিতে পরিচালিত হবে এবং এজন্য আপনাদের ব্যাংককে একটি শরী'য়াহ কাউন্সিল গঠন করতে হবে"।[৩০৭]

শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড গঠন ও বোর্ডের সদস্যের যোগ্যতা

শরী'য়াহ বোর্ড গঠনের আন্তর্জাতিক ও যুক্তিগ্রাহ্য নিয়ম হলো যে কোন ইসলামী ব্যাংক বা বীমার শেয়ারহোল্ডারগণ পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশক্রমে তাঁদের বার্ষিক সাধারণ সভায় শরী'য়াহ বোর্ড গঠন করবে।

বাহরাইন ইসলামী ব্যাংকের উপবিধিতে বলা হয়েছে যে,

تتكون هيئة الرقابة الشرعية للبنك من ثلاثة اعضاء او اكثر يتم تعينهم من قبل المساهمين فى اجتماع الجمعية العمومية بناء على توصية من مجلس الادارة

অর্থাৎ "ব্যাংকের শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড তিন বা ততোধিক সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হবে। পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশের ভিত্তিতে বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ার হোল্ডারগণের পক্ষ থেকে তাঁদের নিয়োগ সম্পন্ন হবে।"

ইসলামী বাণিজ্যিক আইন বিষয়ে পারদর্শী আলিমগণ যাঁরা সমসাময়িক ব্যবসা বাণিজ্য বুঝেন ও এক্ষেত্রে শর'য়ী সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম কেবল মাত্র তাঁরাই এর সদস্য হবেন।

প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা প্রভাবশালী শেয়ার হোল্ডারগণকে শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের সদস্য করা উচিত নয়। কোন ব্যাংক বা বীমার শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড প্রয়োজন মনে করলে ঐ ব্যাংক বা বীমায় কর্মরত ফিকহুল মুয়া'মালাত বিষয়ে পন্ডিত কাউকে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। শর্তগুলো হলো:

১. শরী'য়াহ সদস্য শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের অধীন থাকা।
২. চাকরীর সকল সুযোগ সুবিধা শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের সুপারিশক্রমে হওয়া।
৩. এসিআর বা বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন প্রদান করবেন শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের চেয়ারম্যান।"

৩০৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২৬

Dhaka University Institutional Repository

শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের সভা ও সদস্যগণের সুযোগ-সুবিধা

শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড বাৎসরিক বা মাসিক কতটি সভা করবেন তা নির্ধারণ করে বলা কঠিন বরং কাজের পরিধি ও প্রয়োজনের আলোকে যতগুলো সভা প্রয়োজন তা করবেন। শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড সভা ছাড়াও বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সাব কমিটি গঠন এবং প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সভায় মিলিত হতে পারেন। এ প্রসঙ্গে বাইরাইনে অবস্থিত এবিসি ইসলামী ব্যাংক এর উপবিধিতে বলা হয়েছে:

تعقد الهيئة اجتماعات دورية مرة كل ثلاثة اشهر ويجوز ان تعقد جلسات طارئة غير عادية اذا اقتضت مصلحة العمل ذالك بطلب من المدير العام للبنك او اثنين من اعضاء الهيئة

অর্থাৎ "শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড প্রতি তিন মাস অন্তর সভার আয়োজন করবে। দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের আহবানে অথবা ব্যবস্থাপনা পরিচালকের আহবানে প্রয়োজনবোধে বোর্ড কাজের সুবিধার্থে জরুরী সভা আহবান করতে পারে।"[৩০৮]

বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্যাংক ও বীমার শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড এর উপবিধিতে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি। আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের শরী'য়াহ কাউন্সিল উপবিধিতে বলা হয়েছে:

"প্রতিমাসে কাউন্সিলের কমপক্ষে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে"।

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের শরী'য়াহ বোর্ডের উপবিধিতে বলা হয়েছে যে,

"প্রতিবছর শরী'য়াহ বোর্ডের কমপক্ষে চারটি সভার আয়োজন করতে হবে"।

শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড ইসলামী শরী'য়ার দৃষ্টিতে ঐ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সকল কমিটি ও ফোরামের উর্ধ্বে। ইসলামী ব্যাংক বা বীমার জন্য শরী'য়াহ বোর্ডের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি হৃদপিন্ডতুল্য ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য। এর উপর নির্ভর করে ইসলামী ব্যাংক বা বীমার সফলতা। তাই তাঁদের মর্যাদাও অতি সম্মানিত। সদস্যগণের সুযোগ সুবিধা পরিচালকদের সমপর্যায়ের হওয়া উচিত। তবে পরিচালকগণ তাঁদের বিনিয়োগকৃত অর্থের ডিভিডেন্ড ভোগ করবে তাছাড়া অন্যান্য সকল সুবিধাদি পরিচালকদের মতই হতে হবে।

---

৩০৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড এর সদস্য সংখ্যা

শরী'য়াহ কাউন্সিল বা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হবে মূলত কাজের পরিধি ও অবস্থার আলোকে। সর্বোচ্চ কতজন সদস্য থাকবেন তার সুস্পষ্ট কোন সীমা নেই তবে সর্বনিম্ন সদস্য সংখ্যার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। আর তা হলো তিন জন। এ বিষয়ে বাহরাইনের শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের উপবিধিতে বলা হয়েছে যে,

تتكون هيئة الرقابة الشرعية للبنك من ثلاثة او اكثر يتم تعينهم من قبل المساهمين فى اجتماع الجمعية العمومية بناء على توصية من مجلس الادارة

অর্থাৎ "তিন বা ততোধিক সদস্যের সমন্বয়ে শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড গঠিত হবে। তাঁরা পরিচালক পর্ষদের সুপারিশের ভিত্তিতে বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নির্ধারিত হবেন।"[৩০৯]

শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড নির্বাহী কমিটি গঠন

শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড এর সভার বিষয়বস্তু তৈরি করতে, সরেজমিনে তদন্ত করতে এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড নির্বাহি কমিটি গঠন করতে পারবে। নির্বাহি কমিটি সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন দুই, এর উপরে প্রয়োজন সংখ্যক সদস্য হতে পারে। নির্বাহী কমিটি যে সকল সিদ্ধান্তসমূহ প্রদান করে থাকে তা পরামর্শমূলক আর তা শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড এর দুই তৃতীয়াংশের ভোটে পাশ হলে তা শরী'য়াহ বোর্ডের বাধ্যতামূক সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত হয়।

এ বিষয়ে বাহরাইন ইসলামী ব্যাংকের শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের উপবিধির তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে :

يجوز بموافقة الادارة ان تنبثق عن الهيئة لجنة تنفيذية يناط بها النظر فى القضايا الطارئة والقيام بالزيارات الميدانية وتحضير الموضوعات واعدادها للعرض على الهيئة وما تحيله اليها الهيئة او الادارة من اعمال

تتكون اللجنة التنفيذية من عضوين او اكثر من اعضاء هيئة الرقابة الشرعية

---

৩০৯. মোঃ মুখলেছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৩৯

Dhaka University Institutional Repository

تبين اللجنة التنفيذية رأيها فى صورة قرار وتوصية ولا تصبح قرارتها ملزمة الا اذا وافق عليها غالبية أعضاء الهيئة

অর্থাৎ "পরিচালনা পর্ষদের সুপারিশের ভিত্তিতে শরী'য়াহ বোর্ডে নির্বাহী কমিটি গঠনের সুযোগ রয়েছে। যে কমিটির দায়িত্ব হবে তাঁদের উপর অর্পিত বিষয়সমূহে নযর দেয়া, সরেজমিনে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করা, শরী'য়াহ বোর্ড সভায় উপস্থাপনের জন্য বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক তাঁদের উপর আরোপিত অন্য যেকোন দায়িত্ব সম্পন্ন করা। শরী'য়াহ বোর্ডের দুই বা ততোধিক সদস্যগণের সমন্বয়ে এ নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। নির্বাহী কমিটি তার মতামত সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ আকারে বর্ণনা করবে। এ কমিটির সিদ্ধান্তাবলী বাধ্যতামূলক নয়। তবে শরী'য়াহ বোর্ডের দুই তৃতীয়াংশ যদি এ কমিটির সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয় তাহলে তা বাধ্যতামূলক।"[৩১০]

শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের সিদ্ধান্ত পরিপালনের অপরিহার্যতা

শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড যে সকল সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন তার ভিত্তি হবে পবিত্র আল কুর'আনুল কারীম ও হাদীস বা সুন্নাহ। শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড এর সিদ্ধান্তাবলী পালন করা ব্যাংক ও বীমার জন্য আবশ্যক। ব্যাংক ও বীমার অসংখ্য বিষয় রয়েছে যার সরাসরি বিধান কুর'আন-সুন্নাহতে নেই তবে এক্ষেত্রে মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। সিদ্ধান্তাবলী কুর'আন-সুন্নাহ অনুযায়ী হলে তা ব্যাংক ও বীমার জন্য দ্বিমত করার কোন ইখতিয়ার নেই। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

অর্থাৎ ঃ "যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা দিয়ে দেন তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর সেই ব্যাপারে নিজে ফায়সালা করার কোনো অধিকার নেই। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হয়।"[৩১১]

৩১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৪২
৩১১. আল কুর'আন, ৩৩ : ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

এ ব্যাপারে রাসূল (সা.) বলেন:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

অর্থাৎ "রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মুয়ায (রা.) কে ইয়ামেনে শাসনকর্তা হিসেবে পাঠাতে ইচ্ছা করলেন তখন তাঁকে জিজ্ঞেসা করলেন যদি তোমার উপর বিচারের দায়িত্ব অর্পিত হয় তুমি কিসের ভিত্তিতে বিচার ফায়সালা করবে? মুয়ায বললেন আমি আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার ফায়সালা করব। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন যদি তার ফায়সালা আল্লাহর কিতাবে না পাও? তিনি বললেন তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাতের মাধ্যমে ফায়সালা করব। তারপর রাসূল (সা.) বলেন যদি তুমি তার সমাধান আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে না পাও? তখন মুয়ায উত্তরে বললেন, আমি ইজতিহাদের মাধ্যমে ফায়সালা করব। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুয়াযের বুকে চাপ দিয়ে বলেন সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে এমন কথা বলার তৌফিক দিয়েছেন যাতে আল্লাহর রাসূল খুশি হয়ে গেলেন।"[৩১২]

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের শরী'য়াহ কাউন্সিলের উপবিধিগুলোর আলোকে বুঝা যায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান শরী'য়াহ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়া বাধ্যতামূলক রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের শরী'য়াহ বোর্ডের উপবিধিতে রয়েছে:

"The recommendations of the Shari`ah Board related to Shari`ah matters must be respected by the Board of Director'

অর্থাৎ "শরী'য়াহ বিষয় সংক্রান্ত শরী'য়াহ বোর্ডের সুপারিশমালা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে।"[৩১৩]

শরী'য়াহ বোর্ডের শরী'য়াহ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তাবলী পরিপালন করা ব্যাবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর আবশ্যক। শরী'য়াহ বোর্ডের দায়িত্ব কর্তব্য হলো নীতিমালা প্রণয়ন এবং দিকনির্দেশনা প্রদান। আর এ দিকনির্দেশনার আলোকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেভাবে বিচার বিভাগ রায় প্রদান করে আর নির্বাহী বিভাগ তা বাস্তবায়ন

৩১২. মাকতাবাতুশ শামেলা, প্রাগুক্ত, '*মুসনাদে আহমাদ*' হাদীস নং ২১০০০
৩১৩. মোঃ মুখলেছুর রহমান, প্রাগুক্ত

করে তদ্রুপ শর'য়ী সিদ্ধান্তাবলী প্রদান করবে শরী'য়াহ বোর্ড আর তার বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। মতামত প্রদানে শরী'য়াহ বোর্ড থাকবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইসলামী ব্যাংক বা বীমায় শরী'য়াহ অননুমোদিত কোন কার্যক্রম যদি পরিচালিত হয় আর তা যদি শরী'য়াহ বোর্ডের নিকট প্রতিয়মান হয় তাহলে শরী'য়াহ বোর্ড ঐ কার্যক্রম বন্ধ বা স্থগিত করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

শরী'য়াহ্ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব নিয়োগ

শরী'য়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব নিয়োগ করবে মূলত শরী'য়াহ বোর্ডেরই সদস্যগণ কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় কোন কোন প্রতিষ্ঠান শরী'য়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব নির্ধারণ করে থাকেন যাতে শরী'য়াহ বোর্ডের স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকে না। এক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিবগণ ইসলামের স্বার্থের চেয়ে কোম্পানির স্বার্থ রক্ষাতেই অধিক মনোযোগী হওয়ার আশংকা থেকে যায়। শরী'য়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিবকে ফক্বীহ হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে "সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ" কর্তৃক প্রস্তাবিত ইসলামিক ব্যাংক কোম্পানি আইনের খসড়াতে বলা হয়েছে:

"শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিবকে ফক্বীহ হইতে হইবে"[৩১৪]

মুরাকিব বা শরী'য়াহ্ অডিটর

মুরাকিব বা শরী'য়াহ অডিটরের পরিচয়: মুরাকিব শব্দটি আরবী শব্দ, এর অর্থ হলো তদারককারী, পর্যবেক্ষণকারী ও তত্ত্বাবধানকারী (Auditor) ইত্যাদি। ইসলামী ব্যাংক ও বীমা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শরী'য়াহ নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা সরেজমিনে পরিদর্শন, পর্যবেক্ষন ও ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের সদস্যগণকে অবহিতকারী এবং বোর্ডকতৃক গৃহীত পলিসি বাস্তবায়নে বোর্ডকে সহযোগীতাকারীকে মুরাকিব বলা হয়। মুরাকিব ব্যাংক ও বীমা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম শরী'য়াহ মোতাবেক পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষকে দিক নির্দেশনা প্রদানে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। তাই ব্যাংক ও বীমা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে শরী'য়াহ মোতাবেক পরিচালনার জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ও দক্ষ মুরাকিব আবশ্যক। মুরাকিব বিহীন শরী'য়াহ বোর্ড তাঁদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে অক্ষম।

---

৩১৪. সম্পাদনা পরিষদ, *'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন'* প্রস্তাবিত, (ঢাকা : সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, দ্বিতীয় খন্ড, ধারা ৬, উপধারা খ), পৃষ্ঠা নং ৪

Dhaka University Institutional Repository

মুরাকিবের ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের যে কোন কার্যক্রম তদন্ত পূর্বক মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে। যেন সে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী নির্বিঘ্নে, স্বাধীনভাবে নিরীক্ষণ ও পরিদর্শন করে শরী'য়ার আলোকে পর্যালোচনা করে শরী'য়াহ বোর্ড বা ব্যবস্থাপনা কতৃপক্ষের নিকট দিকনির্দেশনা প্রদান করতে পারেন। স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মুরাকিবের পদোন্নতি, পদাবনতি, সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি শরী'য়াহ বোর্ডের সুপারিশে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার আলোকে হওয়া আবশ্যক।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত বিধান অনুযায়ী মুরাকিবগণ ব্যাংক বা বীমার অধীনে থাকায় অনেক সময় তাঁরা কাজ করতে বাধাপ্রাপ্ত হন। তাঁরা যদি শরী'য়াহ ত্রুটিসমূহ খুজে বের করেন এবং অবৈধ অর্জিত আয় মূল আয় থেকে বের করার সুপারিশ করেন বা শরী'য়াহ পরিপালনে যথাযথ ভূমিকা রাখেন তাহলে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তা পছন্দ করেন না ও তাঁদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখার চেষ্টা করেন। তাতে জনগণের যে চরম বিশ্বাস শরী'য়াহ কাউন্সিলের উপর তা হুমকির মুখে পড়ে যায় এবং তাঁরা আল্লাহ তা'য়ালার নিকট ও দায়ী থেকে যান।

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শরী'য়াহ বোর্ডের উপবিধিতে বলা হয়েছে:

"Salaried Officers designated as `Mudaqqiq' also called `Muraqib' with sufficient knowledge about all Schools of Islamic thoughts may be appointed by the Bank on the recommendation of the Board to ensure compliance of the Shari`ah principles in each and every case of the bank and will be responsible to the Board. He (they) would be employee(s) of the Bank'

অর্থাৎ "ব্যাংকের প্রতিটি বিষয় শরী'য়াহ নীতিমালা পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য শরী'য়াহ বোর্ডের সুপারিশের আলোকে মুদাক্কিক বা মুরাকিব পদে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপর পর্যাপ্ত জ্ঞানসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যাক্তিকে বেতনভুক্ত করে নিয়োগ করতে পারেন। তিনি শরী'য়াহ বোর্ডের নিকট জবাবদিহি করবেন। তিনি ব্যাংকের কর্মকর্তাও হতে পারেন।"[৩১৫]

৩১৫. সম্পাদনা পরিষদ, '*শরীয়াহ বোর্ড উপবিধি*' (ঢাকা : সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, ধারা ৯), পৃষ্ঠা নং ৩

মুরাকিবের যোগ্যতা

মুরাকিব হিসেবে তিনিই নিয়োগ পেতে পারেন যিনি কুর'আন, হাদীস, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ, ইসলামী অর্থনীতি, লেনদেন, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশিষ্ট ইস্যুসমূহে এবং বাংলা, আরবী ও ইংরেজী ভাষার উপর ব্যাপক ধারণা রাখেন।

মুরাকিবের যোগ্যতা সম্পর্কে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর শরী'য়াহ কাউন্সিলের উপবিধিতে বর্ণিত বক্তব্য নিম্নে পেশ করা হলো:

"কুর'আন, হাদীস, ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ, ইসলামী অর্থনীতি, সাধারণ ব্যাংকিং এবং সাধারণ শিক্ষিত বাংলা, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী এবং ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা রাখেন এ জাতীয় অফিসারকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ "মুরাকিব" হিসেবে বাছাই এবং মনোনয়নের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের দুই জন সদস্যের প্রতিনিধিত্বে নির্বাচন করতে পারবে। শরী'য়াহ কাউন্সিলের কার্যক্রম সমন্বয় ও ফলপ্রসু করতে সক্ষম কোন নির্বাহীকে অথবা উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তি মুরাক্বিব হিসেবে নিযুক্ত হবেন।"[৩১৬]

মুরাকিব নিয়োগ

মুরাকিবের নিয়োগ শরী'য়াহ বোর্ডের সুপারিশক্রমে হওয়া উচিত। তাহলে মুরাকিবগণ স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সুযোগ পাবেন এবং তাতে শরী'য়াহ বাস্তবায়নও সহজ হবে।

মুরাকিবগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য

মুরাকিব বিশেষত যে সকল দায়িত্ব পালন করেন তা হলো:

ক. সুপারভাইজরী বোর্ড থেকে প্রকাশিত সকল ফাতওয়া ও সিদ্ধান্তাবলী বাস্তবায়নে তদারকী করা।

খ. ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শরী'য়াহ নীতিমালা ও বিধানাবলীর অধীনে নিয়ে আসা।

গ. শরী'য়াহ তদন্ত প্রতিবেদন চুড়ান্ত করার পূর্বে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত ফলাফল ও মন্তব্যসমূহ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে পর্যালোচনা করা।

৩১৬. মোঃ মুখলেছুর রহমান, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, গ্রাহক, সূধী ও সাধারণ জনগণকে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা তথা ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতি সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করা।

ঙ. শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের বৈঠকের এজেন্ডা তৈরীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তা সাজিয়ে উপস্থাপন করার বিষয়ে সার্বিকভাবে সহযোগীতা করা।

চ. ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল, ত্রুটি বিচ্যুতির সংশোধনী ও মান উন্নয়ন বিষয়ক শিক্ষণীয় বিষয়ে ত্রৈমাসিক ও ষান্মাসিক এবং বাৎসরিক রিপোর্ট পরিচালনা পর্ষদে পেশ করা।

মুরাকিবগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বাহরাইন ইসলামী ব্যাংকের শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের উপবিধিতে বলা হয়েছে:

تكون مهام المراقب الشرعى الداخلى ومسؤولية كما يأتى:

متابعة جميع ما يصدر عن هيئة الشرعية من فتاوى وقرارات

فحص العمليات التى يقوم بها البنك وتقيم مدى التزام البنك بفتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية و تقيدة باحكام ومبادئ الشرعية الاسلامية

المناقشة الملاحظات والنتائج الاولية التى توصل اليها مع الاطراف الادارية المعنية قبل اصدارتقاريره النهاية

تقديم تقارير كتابية ربع سنوية الى مجلس الادارة (مع نسخة الى هيئة الرقاتة الشرعية والمدير العام) تتضمن نتيجة ما قام به من فحص لعمليات البنك وتعليماته بشأن ما يجب اجراؤه من تصحيحات وتحسينات مع التنوية بالعمل المتميز كلما كان ذالك مناسبا

১. শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড থেকে প্রকাশিত সকল ফাতওয়া ও সিদ্ধান্তাবলী (বাস্তবায়নের বিষয়) তদারকি করা।
২. ব্যাংক যে সকল কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়ে থাকে সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, ব্যাংক কর্তৃক শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের ফাতওয়া ও সিদ্ধান্তাবলী বাস্তবায়নের মাত্রা নিরূপণ এবং ব্যাংককে ইসলামী শরী'য়াহ নীতিমালা ও বিধানাবলীর অধীনে নিয়ে আসা।
৩. চুড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশের পূর্বে (মুরাকিব কর্তৃক) অর্জিত প্রাথমিক ফলাফল ও মন্তব্যসমূহ নিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে পর্যালোচনা করা।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ব্যাংকের কার্যক্রম পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলাফল (ত্রুটি বিচ্যুতির) সংশোধনী ও (মান) উন্নয়ন বিষয়ক শিক্ষণীয় বিষয় এবং (এ উপলক্ষে প্রস্তাবিত) বিশেষ কোন কাজের নির্দেশনাসম্বলিত লিখিত ত্রৈমাসিক রিপোর্ট (একটি করে কপি শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে প্রেরণসহ) পরিচালক পর্ষদে উত্থাপন করা।[৩১৭]

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের শরী'য়াহ কাউন্সিলের উপবিধিতে বলা হয়েছে:

"তিনি শরী'য়াহ কাউন্সিল সচিবালয়ের বিভিন্ন প্রকার কর্মকান্ড সমন্বয় করবেন।

তিনি কাউন্সিল অধিবেশনের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবনা রেকর্ড বা সংরক্ষণ এবং বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করবেন।

ব্যাংকিং কার্যক্রম ইসলামী শরী'য়াহ মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সম্ভাব্য পন্থা উদ্ভাবন করে তিনি কাউন্সিলের বৈঠকে পেশ করবেন।

কাউন্সিলের বৈঠকের মেমো তৈরীর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে তা সাজিয়ে উপস্থাপন করার ব্যাপারে সদস্য সচিবকে সার্বিক সহযোগীতা করবেন এবং মুরাকিব ব্যাংকের নিয়মিত কর্মকর্তা হলে তাঁর বেতন ভাতা, সুযোগ সুবিধা, প্রমোশন ইত্যাদি ব্যাংকের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। মুরাকিব ব্যাংকের নিয়মিত কর্মকর্তা না হলে তার বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।"

শরী'য়াহ বোর্ডের জন্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের করণীয়

ব্যাংক বা বীমার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ শরী'য়াহ কাউন্সিল প্রদত্ত ফাতওয়া ও সিদ্ধান্তাবলী বাস্তবায়ন করবেন। তাছাড়া ব্যাংকিং ও বীমার লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য শরী'য়াহ কাউন্সিলে সরবরাহ, শরী'য়াহ কাউন্সিল এর অনুমোদনক্রমে নতুন স্কীম বা প্রডাক্ট চালু করা, যে স্কীম বা প্রডাক্টে শরী'য়াহ বোর্ডেও ভেটো আছে তা সংশোধন ছাড়া চালু না করা, শরী'য়াহ বোর্ডের চাহিদা মোতাবেক বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা, সকল স্কীম ধারাবাহিকভাবে শরী'য়াহ বোর্ডে উপস্থাপন করা, শরী'য়াহ বোর্ডের সাথে কর্মকর্তা, গ্রাহক ও সূধীদের মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা, অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করতে হলে ঐ প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দলীলাদি শরী'য়াহ বোর্ডে পেশ করা, কোম্পানির সকল কার্যক্রম সম্পর্কে মুরাকিবগণকে ধারণা দেয়াসহ ইত্যাদি কার্যক্রম রয়েছে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিচে পেশ করা হলো:

---

৩১৭. মোঃ মুখলেছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১১-১২

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকিং ও বীমার লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য শরী'য়াহ বোর্ডে সরবরাহ

ব্যাংক ও বীমা যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে তার যাবতীয় তথ্যাবলী ও দলীলাদি শরী'য়াহ বোর্ডে উপস্থাপন করা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব। শরী'য়াহ বোর্ডের এ সকল বিষয়ে যাবতীয় ডকুমেন্ট শরী'য়াহ দৃষ্টিকোন থেকে পর্যালোচনা করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে এবিসি ইসলামী ব্যাংকের শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের উপবিধিতে বলা হয়েছে:

'توفير جميع المعلومات التى تعين الهيئة على تكوين الرأى الشرعى فى المعاملات التى يمارسها البنك وللهيئة الحق فى الاطلاع الكامل على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصادر بما فى ذالك الرجوع الى المتشارين المهنيين والقانونيين وموظفى البنك ذوى الصلة

অর্থাৎ "ব্যাংক যে সকল লেনদেন পরিচালনা করছে সেগুলো সম্পর্কে শর'য়ী মতামত প্রস্তুতকরণে শরী'য়াহ বোর্ডকে সহায়তা করবে এমন সকল তথ্য সরবরাহ করা। সকল নথিপত্র, লেনদেন এবং যে কোন উৎস থেকে উৎসারিত তথ্য সম্পর্কে অবহিত করা এবং সেগুলো সমেত পরামর্শক, বিশেষজ্ঞ, আইনবিদ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী ব্যাংকের কর্মকর্তাগণের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার শরী'য়াহ বোর্ডের রয়েছে।"[৩১৮]

নতুন কার্যক্রম শুরু করার প্রারম্ভে তা শরী'য়াহ বোর্ডকে অবহিত করা

যে সকল কাজ ইতিপূর্বে করা হয়নি বা যে সকল কার্যক্রম প্রচলনে শরী'য়াহ বোর্ডের অনুমোদন নেয়া হয়নি এমন কাজ শুরু করতে হলে প্রথমেই তা শরী'য়াহ বোর্ড থেকে অনুমোদন নিতে হবে। এ বিষয়ে Dar Al Maal Al Islami Trust এর Indenture এ Duty of the management to Shari`ah Supervisory Board শিরোনামে বলা হয়েছে:

"All operations of DMI are subject to control by a Religious Board of Five members drawn from acknowledged religious leaders learned in the shari`ah and appointed by the Board of Supervisors.

The Board of Supervisors has adopted operating procedures to ensure that no form of investment or other business activity is undertaken if that form has not been approved in advance by the Religious Board.

---

৩১৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

Management is required to periodically report and certify to the Religious Board regarding the conformity of the actual investments and business activities undertaken of the forms of permitted investments and activities previously approved by the religious board"

অর্থাৎ "ডি এম আই এর সমস্ত কার্যক্রম পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট রিলিজিয়াস বোর্ড কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। রিলিজিয়াস বোর্ডের সদস্যগণকে শরী'য়াহ বিষয়ে অভিজ্ঞ নেতৃস্থানীয় ও স্বীকৃত ব্যক্তিবর্গ হতে নির্বাচন করা হয়। আর বোর্ড অব সুপারভাইজরস এদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। বোর্ড অব সুপারভাইজরস কার্যক্রম পরিচালনার যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছে তাতে এ মর্মে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, এমন কোন বিনিয়োগ পদ্ধতি বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে না যা রিলিজিয়াস বোর্ড কর্তৃক পূর্বঅনুমোদিত নয়। রিলিজিয়াস বোর্ড কর্তৃক পূর্বে অনুমোদিত বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে শরী'য়াহ যথাযথ ভাবে পরিপালিত হয়েছে এই মর্মে সময়ে সময়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে রিলিজিয়াস বোর্ডের কাছে প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।"

ব্যাংক ও বীমার যে সকল কার্যক্রমে শরী'য়াহ বোর্ডের ভেটো রয়েছে তা প্রচলন করতে হলে শরী'য়াহ বোর্ড থেকে নতুন করে সিদ্ধান্ত নিতে হবেঃ

যে সকল স্কীম বা প্রকল্প সম্পর্কে শরী'য়াহ বোর্ড ইতিপূর্বে ভেটো দিয়েছিল তা পরিবর্তন, সংশোধন এবং নতুনভাবে শরী'য়াহ বোর্ডের অনুমোদন ছাড়া চালু করা যাবে না। এ সকল কার্যক্রম পুনরায় চালু করতে হলে শরী'য়াহ বোর্ডে উপস্থাপন করে নতুনভাবে অনুমোদন নিতে হবে।

এ ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞ ড. আহমাদ মহিউদ্দিন তাঁর প্রবন্ধে শরী'য়াহ বোর্ডের প্রতি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সম্পর্কে যা লিখেছেন তা হলোঃ

"যে চুক্তি বা মডেল সম্পর্কে শরী'য়াহ বোর্ড নেতিবাচক মতামত দিয়েছে তা শরী'য়াহ বোর্ডের নির্দেশনার আলোকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন ছাড়া এবং বোর্ড থেকে তা চালু করার সম্মতি গ্রহণ ব্যতিরেকে ব্যবহার না করা"[৩১৯]

শরী'য়াহ বোর্ডের চাহিদা অনুযায়ী যেকোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান।[৩২০]

---

৩১৯. ড. আহমদ মুহিউদ্দীন আহমাদ, ' حدود الهيئات الشرعية و ادارات الموسسات المالية الاسلامية فى التأكد من الالتزام بالاحكام الشرعية' শীর্ষক প্রবন্ধ, (বাহরাইন : AAOIFI কর্তৃক আয়োজিত ৩য় আন্তর্জাতিক শরীয়াহ বোর্ড কনফারেন্স, ৫ ও ৬ অক্টোবর, ২০০৩), পৃষ্ঠা নং ১৩

৩২০. মোঃ মুখলেছুর রহমান, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

রুটিনমাফিক পর্যালোচনার জন্য প্রত্যেকটি ডকুমেন্টস শরী'য়াহ্ কাউন্সিলে পেশ করা।

গ্রাহকদের সাথে শরী'য়াহ কাউন্সিলের মিটিংয়ের ব্যবস্থা করা।

নতুন কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হতে চাইলে সে প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ডকুমেন্ট কাউন্সিলে উপস্থাপন করা।

শরী'য়াহ মুরাকিব বা অডিটরদেরকে ব্যাংক ও বীমার যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান।"

শরী'য়াহ্ বোর্ডের ভূমিকা ও কার্যাবলী

একটি প্রতিষ্ঠানকে শরী'য়াহ অনুযায়ী পরিচালনা করতে হলে শরী'য়াহ বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও ইসলামী ব্যাংকিং গবেষক মোঃ আব্দুল আউয়াল সরকার তাঁর "Islamic Banking in Bangladesh : Growth, Structure and Performance' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন ঃ

"The role of Shariah Council or Boards in certifiying the activities of Islamic banks is very important. They provide Sholarly guidance in operations after condicting a practical examination of the bank's activities. Since an Islamic bank is, by definition, a financial institution which does not receive or pay interest in any form (Riba An Nasia or Riba Al Fadl), and does not associate itself with any business repugnant to the shariah, careful scrutiny by Islamic experts is essential.

অর্থাৎ "ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম সত্যায়নের ক্ষেত্রে শরী'য়াহ্ কাউন্সিল বা শরী'য়াহ বোর্ডসমূহের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমে বাস্তবভিত্তিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে সেগুলো পরিচালনার বুদ্ধিভিত্তিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকেন। যেহেতু ইসলামী ব্যাংকের পরিচয় হলো তা এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা কোন প্রকারের সুদ (রিবা নাসিয়া বা রিবা আল ফাদাল) গ্রহণ বা প্রদান করে না এবং এমন ব্যবসায় সহযোগীতা করে না

Dhaka University Institutional Repository

যা শরী'য়াহ কর্তৃক অনুমোদিত নয়। সেহেতু ইসলামিক অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা সযত্ন পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য।"[৩২১]

শরী'য়াহ সুপারভাইজরি বোর্ডের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে জর্দান ইসলামী ব্যাংকের গঠনতন্ত্রে বলা হয় যে-

مراقبة اعمال البنك وانشطته من حيث التزامها بالاحكام الشرعية

অর্থাৎ ঃ "ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম শরী'য়ার বিধানাবলী অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা দেখাশোনা করা।"

ব্যাংক ও বীমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যাবতীয় কার্যক্রম শরী'য়াহ নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালনার জন্য শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড যে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে পেশ করা হলোঃ

ক. ব্যাংক ও বীমার যাবতীয় কার্যক্রম ও নিয়ম কানুন জানা এবং শরী'য়াহ দৃষ্টিতে যাচাই করা।

খ. শরী'য়াহ বোর্ড ব্যাংক ও বীমার যাবতীয় সকল ডকুমেন্ট অধ্যায়ন করে শরী'য়াহ অনুযায়ী যাচাই করা। কোন ত্রুটি নজরে আসলে সাথে সাথে শরী'য়ার আলোকে তা সংশোধন করা।

গ. চুক্তিপত্র, কোম্পানির যাবতীয় ডকুমেন্ট তৈরিতে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা কোম্পানি যে সকল ডকুমেন্ট তৈরি করে যেমন লিফলেট, বিজ্ঞাপন, আবেদন পত্র, দলিল, প্রজেক্ট পরিচিতি, বিভিন্ন চুক্তি ফরম ইত্যাদি প্রস্তুতকরণে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা শরী'য়াহ বোর্ডের দায়িত্ব।

এ ব্যাপারে সুদান খার্তুম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী শরী'য়াহ বিভাগের প্রফেসর যা বলেছেন তার অর্থ হলো- "ব্যাংকের কার্যাবলী, চক্তিপত্র ইত্যাদি শরী'য়াহ পরিপন্থী নয় এ বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম ও চুক্তিপ্রত্রের নমুনা তৈরি এবং সেগুলো উন্নয়নে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাথে অংশগ্রহণ করা।"[৩২২] এছাড়া আরো কতিপয় দায়িত্ব পালন করতে হয় যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

---

৩২১. Md. Abdul Awal Sarker, '*Islamic Banking in Bangladesh, Growth, Structure and Performance*' (Harvard University : Third Harvard University Forum on Islamic Finance. Cambridge: Center 2000), Page - 285

৩২২. মোঃ মুখলেছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৯৬

ক. নতুন প্রডাক্ট উদ্ভাবন

খ. নতুন প্রডাক্ট সম্পর্কে মতামত প্রদান।

গ. পরিচালনা পরিষদ ও ব্যাবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত বিষয় স্টাডি করা এবং সে সম্পর্কে শরঈ মতামত প্রদান করা।

ঘ. প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণ বা যথাযথ গ্রাহক মনোনয়নে ভূমিকা পালন।

ঙ. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি।

চ. শরী'য়াহ বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রদান।

ছ. তদারকী করা।

জ. নীতিনির্ধারণী ফোরামে প্রতিনিধিত্ব করা ।

ঝ. এসিআরে নাম্বার প্রদান।

ঞ. শরী'য়াহ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।

ট. অনুমোদিত পন্থায় অর্জিত আয় জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় নিশ্চিত করা।

ঠ. লাভ লোকসান হিসাব অনুমোদন।

ড. সংবিধান, নীতিমালা ও সংস্থার অবকাঠামো অনুমোদন।

ঢ. লেনদেন বহির্ভুত অন্যান্য বিষয় দেখাশুনা করা।

ণ. ব্যাংকের গ্রাহকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়া।

ত. প্রতিষ্ঠান জনশক্তির বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব দেয়া।

থ. সালিশীর দায়িত্ব পালন।

দ. বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান।[৩২৩]

---

৩২৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কার্যক্রমের মূল্যায়ন

ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'য়াহ অডিটের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম দেশের প্রচলিত আইন মেনে চলার পাশাপাশি ইসলামী শরী'য়াহ আইন কানুনও মেনে চলতে হয়। ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'য়াহ নীতিমালা বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না তা শরী'য়াহ কাউন্সিলের অধীনে নিয়োজিত মুরাকিববৃন্দ বা শরী'য়াহ অডিটরগণ তদন্ত করে থাকেন। শরী'য়াহ অডিটের রিপোর্ট শরী'য়াহ কাউন্সিলের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়।

জেনারেল ব্যাংকিং, বিনিয়োগ, ব্যালেন্সশীট, ব্রোকারেজ হাউজ বা ক্যাপিটাল মার্কেট ও বিবিধ কার্যক্রমে শরী'য়ার যে সকল বিষয় বিবেচনায় আনা হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে পেশ করা হলো।

জেনারেল ব্যাংকিংয়ে বিবেচ্য বিষয়াবলী

১. মুদারাবা ডিপোজিটের বিপরীতে প্রভিশনাল প্রফিট প্রদান করা হচ্ছে কি না?
২. বার্ষিক ব্যালেন্সশীট চূড়ান্ত করার পর প্রভিশনাল প্রফিট ব্যবধান হলে সে অনুযায়ী গ্রাহকদেরকে প্রদান করা হয় কি না?
৩. অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কোন ইনস্ট্রুমেন্ট যেমন চেক, ডিডি, পে অর্ডার ক্রয় বিক্রয় করা হয়েছে কি না? ক্রয় বিক্রয় না করে করজে হাসানাহ প্রদান করে সার্ভিস চার্জ আদায় করার সুযোগ রয়েছে।
৪. ব্যাংকের ডিপোজিট কৃত্তিমভাবে বেশি প্রদর্শনের জন্য গ্রাহক থেকে কোন ভূয়া চেক বা ফলস চেক সংগ্রহ করা হলো কি না?
৫. মুদারাবা গ্রাহকদের সাথে প্রাক্কলিত ওয়েটেজ অনুযায়ী গ্রাহকদেরকে মুনাফা দেয়া হয়েছে কি না?
৬. শরী'য়াহ অননুমোদিত পন্থায় মুদারাবা গ্রাহকদের থেকে কোন টাকা গ্রহণ করা যাবে না এরূপ করা হয়েছে কি না?[৩২৪]

৩২৪. মোঃ মুখলেছুর রহমান, '*ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরী'য়াহ পরিপালন করণীয় ও বর্জনীয়*' (ঢাকা: সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, মার্চ ২০১০), পৃষ্ঠা নং ১৩

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ কার্যক্রমে বিবেচ্যবিষয়

বাই মুরাবাহা মুয়াজ্জালে লক্ষণীয় বিষয়াবলী

১. গ্রাহক বিনিয়োগ গ্রহনের জন্য আবেদন করেছে কি না? কারণ অনেক সময় গ্রাহক বিনিয়োগের আবেদন না করে নগদ টাকার আবেদন করেন আর নগদ টাকা বিনয়োগের কোন সুযোগ নেই।
২. বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য, লাভ উল্লেখপূর্বক ক্রেতা-বিক্রেতার ও স্বাক্ষীর স্বাক্ষর আছে কি না? তা যাচাই করতে হবে।
৩. বিনিয়োগে রিবেট প্রদানের সুযোগ নেই। চুক্তিপত্রে রিবেট প্রদানের কোন বক্তব্য রয়েছে কি না?
৪. যে কোন পণ্যে দুই বার লাভ আরোপ করা যাবে না, এ বিনিয়োগে পুনরায় কোন লাভ ধার্য করা হলো কি না?
৫. বিনিয়োগের টাকা মেয়াদোত্তীর্ন হলে কোনভাবেই নতুন করে লাভ ধার্য করা যাবে না। মেয়াদোত্তীর্ন হলে গ্রাহকের নিকট ক্ষতিপূরণ আদায় করবে এবং তা ব্যাংকের নিয়মিত আয়ের খাতে দেখানো যাবে না তা ক্ষতিপূরণ খাতেই জমা হবে তা করা হয়েছে কি না?
৬. কোন ভাবেই গ্রাহককে নগদ টাকা প্রদান করা যাবে না। গ্রাহক নগদ টাকার সুবিধা নিয়েছে কি না?
৭. ব্যাংক কর্তৃক সাপ্লাইয়ারের নামে ইস্যুকৃত পে অর্ডার নগদায়নের মাধ্যমে গ্রাহক পূর্বের কোন বিনিয়োগ দায় পরিশোধ করেছে কি না?
৮. ক্রয়কৃত পণ্যের ভাউচার বা ক্যাশ মেমো বা বিল ইত্যাদি ডকুমেন্ট নথিপত্রে আছে কি না? ক্রয়কৃত পণ্য ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে হস্তান্তর করেছে কি না?
৯. পণ্য ক্রয়ের ভাউচারে পণ্যের বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাংকের নামে ভাউচার আছে কি না?
১০. বাই মুয়াজ্জালের টাকা দিয়ে এলসি মার্জিন প্রদান করা যাবে না। এরূপ করা হলো কি না?
১১. বাই মুয়াজ্জিলের টাকা দিয়ে কম্পোজিট লিমেটের সুযোগে এমপিআই এর মালামাল ছাড় করানো যাবে না, ডিউটি বা ভেট প্রদান করা যাবে না, পণ্যবিহীন Baim Wes Bill তৈরি করা যাবে না। এরূপ করা হয়েছে কি না?
১২. বাই মুয়াজ্জালের টাকা দিয়ে গ্রাহকের পূর্বে ব্যবহৃত গ্যাস বা পানি বা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা যাবে না। এরূপ করা হয়েছে কি না?
১৩. বিনিয়োগটি রিসিডিউল করা হলে শরী'য়াহ আলোকে নতুনভাবে লাভ আরোপের সুযোগ নেই। অনুরূপ করা হয়েছে কি না?
১৪. বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিনিয়োগকৃত পণ্য অন্য বিনিয়োগ পদ্ধতিতে রূপান্তর করা যাবে না। এরূপ করা হলো কি না?

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. ব্যাংকের বিনিয়োগ গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য গ্রাহকের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র থাকতে হবে। নথিপত্রে গ্রাহকের এরূপ আবেদনপত্র রয়েছে কি-না?[৩২৫]

২. সকল পণ্যের ক্ষেত্রে গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে না। ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ সংক্রান্ত সার্কুলারের সকল শর্ত বিনিয়োগ গ্রাহকের মাঝে পেলেই উক্ত গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে। সীমিত যে সব পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগের অনুমতি রয়েছে তা এবং সার্কুলারে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে কি-না?

৩. গ্রাহককে স্থায়ীভাবে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা সংগত নয়; বরং প্রত্যেক ডীলে আলাদা আলাদা ভাবে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। এরূপ করা হয়েছে কি না?

৪. শরী'য়ার দৃষ্টিতে ক্রয় প্রতিনিধি কর্তৃক পণ্য ক্রয়ের পর সরেজমিনে পরিদর্শন করতঃ তা ব্যাংকের দখলে এনে গ্রাহককে হস্তান্তর করতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি না?

৫. ক্রয় প্রতিনিধির সুযোগে গ্রাহক বিনিয়োগের টাকা দিয়ে ওয়াদাকৃত পণ্যের পরিবর্তে অন্য কোন পণ্য খরীদ কিংবা নগদ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে না। এরূপ করা হয়েছে কি-না?

৬. ক্রয় প্রতিনিধির সুযোগে গ্রাহক বিনিয়োগের টাকা দিয়ে পণ্য ক্রয় না করে তার পূর্বের কোন বিনিয়োগ দায় সমন্বয় করতে পারবে না। এরূপ করা হয়েছে কি-না?

৭. ক্রয় প্রতিনিধির সুযোগে বিনিয়োগের টাকা গ্রাহকের একাউন্টে স্থানান্তর করে শাখা কর্তৃক ডেবিট ভাউচারের মাধ্যমে তা দিয়ে বিনিয়োগ গ্রাহককে পূর্বের কোন বিনিয়োগ দায় সমন্বয় করা হয়েছে কি-না?

৮. ক্রয় প্রতিনিধির সুযোগে গ্রাহক পণ্য ক্রয় না করে বিনিয়োগের টাকা তাঁর একাউন্টে ফেলে রেখেছে কি-না যার উপর শাখা প্রফিট চার্জ করেছে। এক্ষেত্রে পণ্য ক্রয় বিহীন ও বিনিয়োগ গ্রাহক ক্রয় প্রতিনিধি থাকাকালীন ব্যাংক কর্তৃক বিনিয়োগ একাউন্টে কোন প্রফিট চার্জ করা বৈধ নয়। এরূপ করা হয়েছে কি-না?

৩২৫. শরী'য়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৪২

Dhaka University Institutional Repository

বাই মুরাবাহা (MIB/MPI) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. বাই মুরাবাহা চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত কিংবা শুধু গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে রাখা যাবে না। চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, পরিমাণ, মূল্য, প্রফিট উল্লেখসহ গ্রাহক, ব্যাংক কর্মকর্তা ও সাক্ষীর স্বাক্ষর যথাযথভাবে নেয়া শরী'য়ার দাবী। চুক্তিপত্রে তা রয়েছে কি-না?

২. কোন অবস্থায়ই শরী'য়াহ নিষিদ্ধ পণ্য আমদানী করা যাবে না। এমনটি করা হয়েছে কি-না?[৩২৬]

৩. গ্রাহক হতে Irrevocable Letter of Authority নিতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি-না?

৪. MIB ও MIP এর ক্ষেত্রে Single Deal হতে হবে। MIB এর দিন থেকেই মুরাবাহার দিন গণ্য করে মেয়াদোত্তীর্ণ সময়ের জন্য কোনো প্রফিট নেয়া যাবে না। এরূপ নেয়া হয়েছে কি-না?[৩২৭]

৫. MIB হতে MPI হলে চার্জকৃত প্রফিট ও প্রিন্সিপাল MPI তে ট্রান্সফার করতে হবে। MIB কালীন প্রফিট MPI তে ট্রান্সফারকালীন প্রিন্সিপালের সাথে যুক্ত করা যাবে না। এরূপ করা হয়েছে কি-না?

৬. Duty/Tax/Vat ইত্যাদি পণ্যের মূল্য হিসেবে প্রিন্সিপালের সাথে যুক্ত হলেও তার উপর পুরো বছরের প্রফিট চার্জ করা যাবে না। MIB কালীন দিনগুলো বাদে বছরের অবশিষ্ট দিনগুলোর জন্য প্রফিট চার্জ করতে হবে। এর ব্যতিক্রম করা হয়েছে কি-না?

৭. বিনিয়োগটি রিসিডিউল করা হলে সেক্ষেত্রে নতুনভাবে কোন প্রফিট চার্জ বা আদায় করা যাবে না। এরূপ করা হয়েছে কি-না?

৮. কনভেনশাল ব্যাংকের CC Pledge কৃত মালামালের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ঐ ব্যাংক থেকে মালামাল কিনতে পারবে। তবে কনভেনশনাল ব্যাংকের সুদ কিংবা অন্যান্য চার্জ ইসলামী ব্যাংক পরিশোধ করতে পারবে না। এরূপ করা হয়েছে কি-না এবং তার উপর প্রফিট চার্জ করা হয়েছে কি-না?

৯. কনভেনশনাল ব্যাংকের CC Hypo এর বিপরীতে পণ্যের অস্তিত্ব না থাকায় ইসলামী ব্যাংক কনভেনশনাল ব্যাংকের CC Hypo এর বিপরীতে বিনিয়োগ করতে পারে না। তবে গ্রাহক একান্তভাবে ইসলামী ব্যাংকে আসতে চাইলে কনভেনশনাল ব্যাংকের ঋণকৃত প্রিন্সিপাল এর টাকা পরিশোধে গ্রাহককে সাময়িকভাবে করজে হাসানাহ প্রদানের মাধ্যমে

৩২৬. শরী'য়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২৪

৩২৭. আল কুর'আন, ২ : ৮১

সাহায্য করা যেতে পারে। তবে ঐ ব্যাংকের সুদ কিংবা অন্যান্য চার্জ গ্রাহককে পরিশোধ করতে হবে। তারপর মালামাল ক্রয়ের মাধ্যমে গ্রাহককে নতুনভাবে বিনিয়োগ দেয়া যেতে পারে। বিনিয়োগ প্রদানে এর বিপরীত কিছু করা হয়েছে কি-না?

বাই সালাম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. বাই সালাম চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত, কিংবা শুধু গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে রাখা যাবে না। চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, মূল্য, পরিমাণ, গুণাগুণ সরবরাহের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখসহ গ্রাহক, ব্যাংক কর্মকর্তা ও স্বাক্ষীর স্বাক্ষর যথাযথভাবে নেয়া শরী'য়ার দাবী। চুক্তিপত্রে তা রয়েছে কি-না?[৩২৮]

২. শরী'য়ার দৃষ্টিতে বাই সালাম বিনিয়োগে গ্রাহককে সম্পূর্ণ মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি-না?[৩২৯]

৩. বাই সালাম বিনিয়োগে মূল্য প্রদানের পর মুনাফা ধার্য করা যাবে না। এরূপ করা হয়েছে কি-না?

৪. রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাই সালাম বিনিয়োগকৃত পণ্য পুনঃবিক্রি করার জন্য (ব্যাংকের প্রয়োজনে) উক্ত গ্রাহককে ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করা আবশ্যক। এরূপ করা হয়েছে কি-না তা দেখতে হবে।

ইসতেসনা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. ইসতিসনা চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত, কিংবা শুধু গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে রাখা যাবে না। চুক্তিপত্রে পণ্যের নাম, মূল্য পরিমাণ, গুণাগুণ, সরবরাহের সময় ও স্থান সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখসহ গ্রাহক, ব্যাংক কর্মকর্তা ও সাক্ষীর স্বাক্ষর যথাযথভাবে নেয়া শরী'য়ার দাব।। চুক্তিপত্রে তা রয়েছে কি-না?

২. রপ্তানীর ক্ষেত্রে ইসতিসনা পদ্ধতিতে বিনিয়োগকৃত পণ্য পুর্নবিক্রি করার নিমিত্তে (ব্যাংকের প্রয়োজনে) উক্ত গাহককে ব্যাংক কর্তৃক বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি-না তা বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে।[৩৩০]

৩২৮. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৯১
৩২৯. প্রাগুক্ত
৩৩০. মো: মুখলেছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১৮

Dhaka University Institutional Repository

মুশারাকা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. শরী'য়ার দৃষ্টিতে মুশারাকা চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত কিংবা শুধু গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে রাখা যাবে না। চুক্তিপত্রে মূলধনের ইক্যুইটির হারও নির্দিষ্ট করতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি-না?[৩৩১]

২. যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরাসরি সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট তাঁদের সাথে ব্যাংক মুশারাকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারবে না। এরূপ করা হয়েছে কি-না?

৩. শরী'য়ার দৃষ্টিতে লাভ বা মুনাফা প্রাক্কলিত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বণ্টন করা হলে তা মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত হিসাবের সময় সমন্বয় করতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি-না?

৪. শরী'য়ার দৃষ্টিতে ব্যবসার লাভ বা মুনাফা চুক্তিকৃত আনুপাতিক হারে ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝ বণ্টন করতে হবে। এরূপ বণ্টন করা হয়েছে কি-না?[৩৩২]

৫. শরী'য়ার দৃষ্টিতে মুশারাকা কারবারের লোকসান ব্যবসার মূলধন অনুপাতে ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে বণ্টিত হতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি-না?

মুদারাবা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. মুদারাবা চুক্তিপত্র তারিখবিহীন, অপূরণকৃত কিংবা শুধু গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে রাখা যাবে না। ভবিষ্যতে বিরোধ এড়ানোর জন্য উভয় পক্ষের সম্মতিতে মুনাফা বণ্টনের আনুপাতিক হার সুস্পষ্টভাবে চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে। সে মোতাবেক ব্যবসার মুনাফা ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে বণ্টিত হয়েছে কি-না?

২. শরী'য়ার দৃষ্টিতে লাভ বা মুনাফা প্রাক্কলিতভাবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে বণ্টন করা হলে তা মেয়াদ শেষে চূড়ান্ত হিসাবের সময় লাভের অবশিষ্টাংশ সমন্বয় করতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি-না?[৩৩৩]

৩. শরী'য়ার দৃষ্টিতে চূড়ান্ত হিসাবান্তে লোকসান হলে সাহেবুল মাল হিসেবে তা ব্যাংককেই বহন করতে হবে। এরূপ করা হয়েছে কি-না?

---

৩৩১. প্রাগুক্ত

৩৩২. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১২৪

৩৩৩. শরী'য়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৬২

Dhaka University Institutional Repository

হায়ার পার্চেজ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. হায়ার পারচেজ সম্পর্কিত চুক্তিপত্র কোন অবস্থায়ই তারিখবিহীন, অপূরণকৃত কিংবা শুধু গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে রাখা যাবে না। চুক্তিপত্রে চুক্তির মেয়াদ, মাসিক ভাড়ার পরিমাণ ও কিস্তির পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা শরী'য়ার দাবী। চুক্তিপত্রে এরূপ করা হয়েছে কি-না?

২. সম্পদটি অবশ্যই পচনশীল বা একবার ব্যবহারের ফলে অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় এমন হবে না অর্থাৎ সম্পদটি হতে হবে নন পাঞ্জিবল বা একাধিকবার ব্যবহারযোগ্য। বিনিয়োগকৃত পণ্যগুলো এরূপ করা কি-না তা নথিপত্রে নিরীক্ষা করতে হবে।[৩৩৪]

৩. গ্রাহক কর্তৃক ব্যাংকের অংশ কিস্তিতে পরিশোধ করার ফলে ব্যাংকের মালিকানা ক্রমশ কমতে থাকবে এবং গ্রাহকের মালিকানা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে একসময় তার পূর্ণ মালিকানা অর্জিত হবে। গ্রাহক কর্তৃক কিস্তি পরিশোধ বিনিয়োগের বাস্তব অবস্থা এরূপ রয়েছে কি-না?[৩৩৫]

৪. সম্পদটি ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় তা ভাড়া গ্রহণকারীর কাছে অর্পণ করতে হবে এবং সেদিন থেকেই ভাড়া শুরু হবে। গ্রাহক নির্ধারিত কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হলে কিংবা মেয়াদোত্তীর্ণের পর বিনিয়োগ স্থিতি থাকলে সম্পদে ব্যাংকের মালিকানা বহাল থাকবে। তাই সে সময় ব্যাংক ভাড়াও আদায় করতে পারবে তবে তা অবশ্যই ইনসাফপূর্ণ হতে হবে। বিষয়টি যথাযথভাবে হচ্ছে কি-না?

৫. চুক্তি যখনই হোক না কেন সম্পদটি ব্যবহার উপযোগী ও গ্রাহকের নিকট হস্তান্তর করার দিন থেকে ভাড়া গণনা শুরু হবে। Gestation Period এ সম্পদটি ব্যবহারের উপযোগী না হলে সেই Period এর কোন ভাড়া আদায় করা যাবে না। বিষয়টি যথাযথভাবে পরিপালিত হয়েছে কি-না তা দেখতে হবে।[৩৩৬]

---

৩৩৪. শরী'য়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৪৪
৩৩৫. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১০৭
৩৩৬. মো: মুখলেছুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২০

Dhaka University Institutional Repository

ক্যাপিটাল মার্কেট এর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. ব্যাংক কর্তৃক নিজস্বভাবে কোন কনভেনশনাল ব্যাংক বা সুদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ও হারাম পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় বিক্রয় কিংবা ডিভিডেন্ড গ্রহণ করতে পারবে না। এর বিপরীত কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে তা থেকে অর্জিত আয় ব্যাংকের বৈধ আয় রুপে বিবেচিত হবে না। বরং তা ব্যাংকের সন্দেহযুক্ত আয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।[৩৩৭]

২. ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষে কোন কনভেনশনাল ব্যাংক বা সুদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ও হারাম পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় বিক্রয় করে অর্জিত কমিশন ব্যাংকের বৈধ আয় রুপে গ্রহণ করতে পারবে না। এক্ষেত্রে শেয়ার ক্রয়ের পূর্বে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ গ্রাহককে শরী'য়াহ বিষয়ে উৎসাহ উদ্দীপনা দিবেন। এর বিপরীত কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে তা থেকে অর্জিত আয় ব্যাংকের Doubtful Income খাতে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. ব্যাংকের গ্রাহককে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে বাই মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে মার্জিন প্রদান ও মুনাফা গ্রহণ করা হলে সে ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিমালা ও বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগ পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে কি-না তা পরীক্ষা করতে হবে। এর বিপরীত কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হলে তা থেকে অর্জিত আয় ব্যাংকের বৈধ আয় রুপে গ্রহণ করা যাবে না। বরং তা ব্যাংকের Doubtful Income খাতে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে সরকারী বা বেসরকারী কোন সুদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হতে অর্জিত সুদ কোন অবস্থায়ই ব্যাংকের বৈধ আয় হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না বরং তা ব্যাংকের Doubtful Income খাতে রাখতে হবে। বিষয়টির প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।[৩৩৮]

৩৩৭. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও রহমাতুল্লাহ খন্দকার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৭৯
৩৩৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যালেন্স শীট নিরীক্ষা ও সন্দেহযুক্ত আয় পৃথকীকরণ

১. শরী'য়াহ পরিদর্শনকালীন প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত সন্দেহযুক্ত বিনিয়োগগুলোর উপর শাখার মন্তব্য গ্রহণ করতে হবে। অতপর শরী'য়াহ কাউন্সিলের মন্তব্য সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক চূড়ান্তভাবে সন্দেহযুক্ত আয় গৃহীত হবে।

২. যেসব বিনিয়োগের প্রফিট চূড়ান্তভাবে সন্দেহযুক্ত আয় হিসেবে চিহ্নিত হবে সেসব বিনিয়োগের বিপরীতে চিহ্নিত অনিয়মগুলো সুস্পষ্ট হতে হবে। প্রমাণ করা যাবে না এমন বিনিয়োগের প্রফিট সন্দেহযুক্ত আয় হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না।

৩. যেসব বিনিয়োগ এবং শেয়ার ক্রয় বিক্রয় ও ব্রোকারেজ হাউজ বা ক্যাপিটাল মার্কেট হতে অর্জিত আয় শরী'য়াহ কাউন্সিলের দ্বারা চূড়ান্তভাবে সন্দেহযুক্ত প্রমাণিত হবে সেসব বিনিয়োগের আয় সন্দেহযুক্ত আয় (Doubtful Income) হিসেবে বিবেচিত হবে।[৩৩৯]

৪. ব্যাংকের মেয়াদোত্তীর্ন বিনিয়োগের উপর আরোপিত বা আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ কোনক্রমেই যেন ব্যাংকের বৈধ বিনিয়োগের আয়ের সাথে সংমিশ্রিত না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে।[৩৪০]

৫. সন্দেহযুক্ত আয় বের করতে হবে বিগত পরিদর্শনের পর হতে পরিদর্শন বছরের চার্জকৃত প্রফিট অনুযায়ী। তবে বছর শেষের পূর্বেই তা সমন্বিত হলে আদায়কৃত প্রফিটই সন্দেহযুক্ত আয় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আর পরিদর্শনের পরবর্তী বছরের উপর চার্জকৃত বা আদায়কৃত অবশিষ্ট প্রফিটটি আগামী বছরের পরিদর্শনকালীন চিহ্নিত অনিয়ম হিসেবে দেখাতে হবে এবং তা পরবর্তী বছর ব্যাংকের বৈধ আয় খাত হতে বের করতে হবে। এক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত বিনিয়োগগুলো যাতে দ্রুত সমন্বয় করে সে ব্যাপারে শাখাকে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

৬. ব্যাংকের বার্ষিক ব্যালেন্স শীট নিরীক্ষার সময় বাংলাদেশ ব্যাংক FC Clearing A/C ও Nestro A/C হতে প্রাপ্ত সুদের হিসাব প্রধান কার্যালয়ে যথাযথ রয়েছে কি-না তা নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করতে হবে।

৭. ব্যাংকের বার্ষিক ব্যালেন্স শীট নিরীক্ষার সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের FC Clearing A/C হতে প্রাপ্ত সুদ হিসাব করে তা সন্দেহযুক্ত আয় হিসাবে ব্যাংকের বৈধ আয় থেকে পৃথক করতে হবে।[৩৪১]

---

৩৩৯. শরী'য়াহ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ২৭
৩৪০. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও রহমাতুল্লাহ খন্দকার, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৬৩

Dhaka University Institutional Repository

৮. বিদেশী ব্যাংকের সাথে পরিচালিত Nestro A/C হতে প্রাপ্ত সুদ হিসাব করে তা সন্দেহযুক্ত আয় হিসেবে ব্যাংকের বৈধ আয় থেকে পৃথক করতে হবে।

৯. বিদেশী ব্যাংকের সাথে পরিচালিত Nestro A/C ও বাংলাদেশ ব্যাংক FC Clearing A/C এ ক্রেডিট ব্যালেন্স সর্বদা পর্যাপ্ত রাখতে হবে যাতে বৈদেশিক মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করতে বা এর বিপরীতে সুদ প্রদান করতে না হয়। বিদেশী ব্যাংককে ব্যাধ্যতামূলক সুদ প্রদান করতে হলে তা ব্যাংকের সন্দেহযুক্ত আয় থেকে প্রদান করতে হবে। এর বিপরীত কিছু করা হয়েছে কি-না তা দেখতে হবে।

১০. ব্যাংকের বার্ষিক ব্যালেন্স শীট চূড়ান্তকরণের পূর্বে ডিপোজিটরদের সাথে ওয়াদাকৃত প্রত্যেক ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ আয়ের নির্দিষ্ট শতকরা অংশ যথাযথভঅবে প্রদান করা হয়েছে কি-না তা নিরীক্ষা করতে হবে।

১১. ব্যাংকের বার্ষিক ব্যালেন্স শীট নিরীক্ষার সময় সরকারী বা বেসরকারী কোন সুদী ব্যাংক বা বীমা প্রতিষ্ঠানে ব্যাংকের পূঁজি রাখা হলে তা থেকে প্রাপ্ত সুদ হিসেব করে তা সন্দেহযুক্ত আয় হিসেবে ব্যাংকের বৈধ আয় থেকে পৃথক করতে হবে।

১২. পরিদর্শনকালীন নিরীক্ষিত বিনিয়োগগুলো হতে অর্জিত প্রফিট ও চূড়ান্তভাবে চিহ্নিত সন্দেহযুক্ত আয়ের উপরই ব্যাংকের সন্দেহযুক্ত আয় এর শতকরা হার নির্ণয় করতে হবে।[৩৪২]

---

৩৪১. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বীমা কোম্পানিতে শরী'য়াহ পরিপালনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

চুক্তি অনুযায়ী লেনদেনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. মুদারাবা চুক্তির আলোকে গ্রাহকের সাথে কোম্পানির লেনদেন হয় কি না?
২. মুদারাবা চুক্তির অধীনে ব্যবসা সংক্রান্ত খরচাদি কোন ফান্ড থেকে ব্যয় করা হয় তা তদন্ত করে দেখা?
৩. লাভ ও ক্ষতি কিভাবে বণ্টিত হবে তা চুক্তিতে লিপিবদ্ধ আছে কি না?
৪. গ্রাহক ও কোম্পানির মাঝে পলিসির সকল সুবিধা ও শর্তাবলী লিপিবদ্ধ আছে কি না?
৫. চুক্তিতে এমন কোন শর্ত করা হয়েছে কি না যা আল্লাহর কোন হারাম বিধান হালাল করে ও হালাল বিধানকে হারাম করে?

কমিশন প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. ব্যবসা সংগ্রহ করার জন্য উন্নয়ন কর্মীদের যে কমিশন দেয়া হয় তা কোন ফান্ড থেকে দেয়া হয়?
২. এক কর্মীর কমিশন অন্য কর্মী কর্তৃক আত্মসাৎ হয় কি না?
৩. কর্মীর কমিশন যথাযথভাবে পাচ্ছে কি না?

কোম্পানির প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত ফান্ড তদন্ত করা

১. কোম্পানির ফান্ড বিনিয়োগে শরী'য়াহ নীতিমালা আছে কি না?
২. নতুন কোন প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ নিতে চাইলে শরী'য়াহ কাউন্সিলকে অবহিত করা হয় কি না?
৩. কোন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কাউন্সিলের আপত্তি থাকলে তাৎক্ষনিক সেটি প্রত্যাহার করা হয় কি না?
৪. সন্দেহযুক্ত আয়ের আলাদা খাত আছে কি না ও থাকলে তা শরী'য়াহ কাউন্সিলের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যয়িত হয় কি না?
৫. বার্ষিক ব্যালেন্সশীট শরী'য়াহ কাউন্সিলে পর্যালোচনার পর চূড়ান্ত করা হয় কি না?

দাবী প্রদানে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. দুই বছরের পূর্বে গ্রাহক বীমা ভাঙ্গতে চাইলে টাকা ফেরত পায় কি না?
২. দাবী প্রদানে কোম্পানির লিখিত কোন নীতিমালা আছে কি না ও থাকলে তা অনুসরণ করা হয় কি না?
৩. মৃত্যুদাবী প্রদান কালে অধিকাংশ গ্রাহকের তদন্ত করে কি না?
৪. মেয়াদোত্তীর্ন, এসবি ও মৃত্যুদাবী দ্রুত সময়ে প্রদান করা হয় কি না?

Dhaka University Institutional Repository

লভ্যাংশ প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

১. লভ্যাংশের ভিত্তিতে না সারপ্লাস ভিত্তিতে লাভ দেয়া হয়?
২. চুক্তি অনুযায়ী গ্রাহক লাভ পাচ্ছে কি না?
৩. জমাকৃত টাকার উপর না বীমা অংকের উপর লাভ দেয়া হয়?
৪. পলিসি চালু না থাকলে জমাকৃত টাকার উপর লাভ দেয়া হয় কি না?

প্রডাক্টগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

১. প্রডাক্টগুলো শরী'য়াহ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত কি না?
২. প্রডাক্টগুলোতে শরী'য়াহ বিরোধী কোন বক্তব্য আছে কি না?
৩. প্রডাক্টগুলোতে যে রেট চার্ট দেয়া হয়েছে তা শরী'য়াহ ভিত্তিক কি না?

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশ ও প্রস্তাবনা

ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায় ইসলামী শরী'য়াহ প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন আন্তরিক প্রচেষ্টা। সুদের কুফল থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষার জন্য কল্যাণধর্মী ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমার প্রসার একান্তভাবে কাম্য। এজন্য তত্ত্বগত ধারণার চেয়ে বাস্তব প্রয়োগের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা যে সমস্ত সমস্যার মোকাবেলা করছে তা মূহুর্তের মধ্যে সমাধান হয়ে যাবে এমন নয়, ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সাথে এ সমস্ত সমস্যাকে দূর করার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। ইসলাম গতিহীন, শ্লথ জড়, সংকীর্ণ ও বক্র নয় তাতে রয়েছে জীবনের সকল বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা। যেমন মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করেন ঃ 'তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো কঠোরতা আরোপ করেন নাই।'[৩৪৩] সময়ের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইজতিহাদের আলোক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু সুপারিশ নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

১. জনগণ

ক. ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও বীমার মূললক্ষ্য ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের জন্য সকলকে কাজ করতে হবে।

খ. মুসলিম সরকারদের নৈতিক চেতনা জাগ্রত করতে হবে।

গ.একটি সৎ ও সুশৃঙ্খল জাতি গঠনের অভিপ্রায়ে চেষ্টা করতে হবে।

ঘ. ইসলামী দৃষ্টিতে মানুষ তৈরির উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

ঙ. সুদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে হবে।

চ. ইসলামী শরী'য়ার বিধিবিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করে পরিপালনের প্রতি সচেতন হতে হবে।

২. সরকার

ক. অর্থব্যবস্থাকে ইসলামীকরণ করতে হবে।

খ. ইসলামের বাণিজ্যিক আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ. ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমকে নিরাপদ ও সহজতর করার জন্য Legal Framwork প্রণয়ন করা যেতে পারে।

ঘ. কর প্রশাসনকে ইসলামের আলোকে ঢেলে সাজানো যেতে পারে।

চ. একটি শক্তিশালী যাকাত মন্ত্রণালয় তৈরি করা যেতে পারে।

---

৩৪২. আল কুর'আন, ২২ : ৭৮

ছ. প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৩. কেন্দ্রীয় ব্যাংক

ক. ইসলাম অনুমোদিত Securities & Financial Instrument চালু করা যেতে পারে।

খ. বাংলাদেশ ব্যাংকের গবেষণা বিভাগের মধ্যে ইসলামিক ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

গ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ট্রেনিং একাডেমিতে ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কোর্স চালু করা যেতে পারে।

ঘ. শরী'য়াহ পন্ডিতদের নিয়ে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ও ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা যেতে পারে।

ঙ. ইসলামী ব্যাংকারদের প্রশিক্ষণ ও প্রেষণার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি ও তার পরিসর বিস্তৃত করা উচিত।

চ.একজন ইসলামী ব্যাংকারের প্রশিক্ষণ চাহিদা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ক. আদর্শিক প্রশিক্ষণ যা কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। খ. তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ যা ব্যাংকারকে পদ্ধতিগত ব্যাংকিং এর সাথে সাথে ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবনব্যবস্থা এবং ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দেবে। গ. প্রায়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতা।

ছ. বিভিন্ন স্তরের ব্যাংকারদের জন্য নিয়মিত ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা, কেইস পর্যালোচনা, ওয়ার্কশপ, বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে।

জ. সকল ইসলামী ব্যাংকারের জন্য ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তণ করা যেতে পারে।

ঞ.লাভ লোকসানে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অর্থায়নের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনের জন্য ব্যাংকার, বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও গবেষণার সমন্বয় করা যেতে পারে।

ট. শরী'য়াহ পন্ডিতদের নিয়ে একটি কাউন্সিল গঠন করা।

ঠ. ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচালকদের জন্য 'ইসলামী ব্যাংকিং' শীর্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

Dhaka University Institutional Repository

৪. বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (IDRA)

ক. ইসলামী বীমার যে সকল নীতিমালা প্রচলিত সুদভিত্তিক বীমার সাথে সাংঘর্ষিক তা খুঁজে বের করে সে অনুযায়ী আইন তৈরি বা সংশোধন করা।

খ. ইসলামী বীমার জন্য অভিন্ন নীতিমালা ও হিসাবপদ্ধতি তৈরি করা।

গ. ইসলামী বীমার উপর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা।

ঘ. শরী'য়াহ বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে সকল বীমা কোম্পানিকে শরী'য়ার নজরদারীতে আনা।

ঙ. ইসলামী ইন্স্যুরেন্সে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রেষণার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি ও তার পরিসর বিস্তৃত করা উচিত।

চ.একজন ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ চাহিদা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ক. আদর্শিক প্রশিক্ষণ যা কুর'আন ও হাদীসের জ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত। খ. তাত্ত্বিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ যা বীমাবীদদেরকে পদ্ধতিগত বীমার সাথে সাথে ইসলামী মূল্যবোধ ও জীবনব্যবস্থা এবং ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা দেবে। গ. প্রায়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতা।

ছ. বিভিন্ন স্তরের বীমাবীদদের জন্য নিয়মিত ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও বীমা বিষয়ে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা, কেইস পর্যালোচনা, ওয়ার্কশপ, বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে।

জ. সকল ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কর্মকর্তাদের জন্য ইসলামী বীমা বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করা যেতে পারে।

ঝ.লাভ লোকসানে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে অর্থায়নের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবনের জন্য বীমাবিদ, ব্যাংকার, বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের অভিজ্ঞতা, চিন্তা ও গবেষণার সমন্বয় করা যেতে পারে।

ঞ. ইসলামী শরী'য়াহ বীমা ব্যবস্থায় নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ শরী'য়াহ অডিটের ব্যবস্থা করা।

৫. ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির পরিচালকগণ

ক. ব্যাংক ও বীমায় ইসলামী শরী'য়াহ বাস্তবায়নের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য স্থির করা আল্লাহর সন্তুষ্টি।

খ. প্রচলিত ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থার সাথে শরী'য়াহ কে অবজ্ঞা করে আর্থিক প্রতিযোগিতায় লেগে যাওয়ার মানসিকতা পরিহার।

গ. ইসলামী বিধিবিধান পালনে নিবেদিত জনশক্তিকে কর্মকর্তা বা কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ প্রদান।

ঘ. ইসলামী ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানে শরী'য়াহ পরিপালনে যে সকল সমস্যা বিদ্যমান তা দূরিকরণে যথার্থ প্রচেষ্টা চালানো।

ঙ. ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা বিষয়ে ডিগ্রীধারী ও বাস্তব জ্ঞান সম্পন্নদের শরী'য়াহ সদস্য হিসেবে নির্বাচন করা।

৬. শরী'য়াহ কাউন্সিল বা বোর্ড

ক. শরী'য়াহ কাউন্সিলের সদস্যগণকে ইসলামী শরী'য়ার ক্রটিসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের পথ বের করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

খ. বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও ইসলামী জ্ঞানে সুগভীর এবং ব্যক্তিজীবনে শরী'য়ার অনুসরণ করে এমন ব্যক্তিগণকে শরী'য়াহ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন করতে পরামর্শ দেয়া।

খ. শরী'য়াহ কাউন্সিলের সিদ্ধান্তাবলী কোম্পানি পালন করছে কি না তা আরো ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

গ. শরী'য়াহ কাউন্সিলের মিটিংয়ের পূর্বে মিটিং সংশ্লিষ্ট এজেন্ডা ভাল করে অধ্যায়ন ও এর প্রয়োগ ভাল করে জেনে ফাতওয়া বা সিদ্ধান্ত প্রদান করা।

ঘ. শরী'য়াহ কাউন্সিলের সদস্যদের দায়িত্বকে দ্বীনের বিশেষ জিম্মাদারী হিসেবে গ্রহণ করা ও মিটিংয়ে পর্যাপ্ত সময় প্রদান।

Dhaka University Institutional Repository

৭. ইসলামী ব্যাংকসমূহ

ক. ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্যে সত্যিকার শরী'য়ার বাস্তবায়ন থাকা প্রয়োজন।

খ. ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের মধ্যে জনগণের আশা আকাংখার প্রতিফলন ঘটানো প্রয়োজন।

গ.জামানতবিহীন বিনিয়োগ কার্যক্রম বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ঘ. গ্রামীন এলাকায় ব্যাংকের কার্যক্রম বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ঙ. মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

চ. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রাহকদেরকে অবগত করানোর জন্য ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা যেতে পারে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিংয়ের প্রসারের লক্ষ্যে অধিকতর প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে।

ছ. Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution (AAOIFI) কর্তৃক উদ্ভাবিত সমন্বিত হিসাব পদ্ধতি সকল ব্যাংকগুলো মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

জ. মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং এর সুফল ও কল্যাণ সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ঝ. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে বই-পুস্তক, জার্নাল, সাময়িকি ইত্যাদি পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

ঞ. সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ট. শরী'য়াহ কাউন্সিলকে আরো সক্রীয় করা যেতে পারে। বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর প্রকাশিত গ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগীতা করতে পারে।

ঠ. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে গবেষণার জন্য পি.এইচ.ডি স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ড. ক্রয় বিক্রয়ে কৌশলের পরিবর্তে বাস্তব প্রডাক্ট ভিত্তিক ক্রয় বিক্রয় করা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. ইসলামী বীমাসমূহ

১. দুই বছরের পূর্বে বীমা বন্ধ হলে প্রকৃত খরচ বাদ দিয়ে জমাকৃত টাকা ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা বা আইন পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালানো।
২. শেয়ার হোল্ডারদের ফান্ড থেকে এজেন্ট কমিশন দেয়া যেতে পারে।
৩. প্রস্তাবপত্রে গ্রাহক সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য প্রদান করা।
৪. বীমার শুরুতে প্রস্তাবপত্রের আলোকে তদন্ত করা ও মৃত্যুদাবীর পর তদন্ত না করা।
৫. ব্যালেন্স শীটে মুদারাবা ও তাবাররু ফান্ড এর হিসাব আলাদা থাকা।
৬. সারপ্লাস পদ্ধতির পরিবর্তন করে ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন হিসেবে গ্রাহক ও শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে লাভ প্রদান।
৭. পলিসি চালু না থাকলেও জমাকৃত টাকা অনুযায়ী লাভ প্রদান ও পুরা বীমা অংকের উপর প্রত্যেক বছর লাভ না দেয়া।
৮. প্রত্যেক বছর ঘোষিত বোনাস পরবর্তী বছর মূলধন হিসেবে গণনা করা ও মেয়াদপূর্তি না হলে বোনাস না দেয়ার শর্ত প্রত্যাহার করা।
৯. গ্রাহককে জানিয়ে লিয়েন প্রদান করা।
১০. তাবার্‌রু ফান্ডে মাত্রাতিরিক্ত টাকা কর্তন না করা।
১১. গ্রাহক করযে হাসানাহ নিলে তার উপর প্রকৃত সার্ভিস চার্জ না কেটে সুদের ন্যায় টাকা আদায় না করা ও সময়মত করযে হাসানাহ পরিশোধ না করলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য টাকা আদায় না করা ।
১২. সুদভিত্তিক রেট চার্ট অনুসরণ না করে ইসলামী রেট চার্ট তৈরি করা।
১৩. এজেন্টদের মাধ্যমে পলিসি সেল করার সময় মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে তার আইনগত ব্যবস্থা কার্যকর করা।
১৪. বীমার কার্যক্রম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোককে শরী'য়াহ কাউন্সিলের ফকিহ সদস্য নিযুক্ত না করা।
১৫. ইসলামী বীমা বিষয়ে গ্রাহকদেরকে অবগত করানোর জন্য ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা যেতে পারে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী বীমা প্রসারের লক্ষ্যে অধিকতর প্রচেষ্টা নেয়া যেতে পারে।
১৬. মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামী বীমার সুফল ও কল্যাণ সম্পর্কে প্রচারণা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
১৭. ইসলামী বীমা বিষয়ে বই-পুস্তক, জার্নাল, সাময়িকি ইত্যাদি পর্যাপ্ত সংখ্যায় প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।
১৮. সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. শরী'য়াহ কাউন্সিলকে আরো সক্রীয় করা যেতে পারে। বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী বীমার উপর প্রকাশিত গ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা করতে পারে।

২০. ইসলামী বীমার উপর গবেষণার জন্য পি.এইচ.ডি স্কলারশিপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২১. গ্রাহকের মুদারাবা ফান্ড থেকে এজেন্ট কমিশন না দেয়া।

৯. অন্যান্য সহায়ক প্রতিষ্ঠান

ক. Central Shariah Board For Islamic Banks of Bangladesh এর কার্যক্রমকে আরো সুসংহত ও বিস্তৃত করা যেতে পারে এবং এর গবেষণা কার্যক্রমের পরিধি আরো ব্যাপক করা যেতে পারে।

গ. 'সেন্ট্রাল শরী'য়াহ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইনসিওরেন্স অব বাংলাদেশ' এর কার্যক্রম আরো বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা যেতে পারে।

গ. Islamic Economics Research Bureau এর কার্যক্রম বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

ঘ. ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী বীমার আলাদা উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে।

ঙ. দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Islamic Banks Consultative Forum (IBCF) কে আরো কার্যকরি ভূমিকা পালন করতে হবে।

চ. দেশের ইসলামী ইন্স্যুরেন্সের কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার জন্য 'ইসলামী ইন্স্যুরেন্স কনসালটেটিভ ফোরাম' গঠন করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ক.

ব্যাংকিংয়ে শরী'য়ার বাস্তবায়ন জানার নিমিত্তে তৈরিকৃত একটি ফরমেট (বর্তমান থিসিসের জন্য যা ইসলামী ব্যাংকগুলোতে প্রেরণ করা হয়েছে)

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক তথ্যাদি জানার নিমিত্তে তৈরিকৃত ফরমেট

প্রতিষ্ঠারে পূর্ণ নাম ঃ

আপনার প্রতিষ্ঠান পূর্ণাঙ্গ শরী'য়াহ ভিত্তিক কি না? হ্যাঁ / না, না হলে .... টি শাখা বা ... টি উইং রয়েছে, ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরুর তারিখ ঃ

১. প্রডাক্ট বাজারে ছাড়ার পূর্বে শরী'য়াহ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদন নেয়া হয় কি না? হ্যাঁ / না, উত্তর না হলে তার কারণ ঃ

২. মুশারাকা ও মুদারাবায় বিনিয়োগ করা হয় কি না? হ্যাঁ / না, উত্তর না হলে তার কারণ ঃ

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোন শরী'য়াহ মুড বা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় ঃ

৩. বাই মুরাবাহায় শাখা পর্যায়ে পণ্য ক্রয়ের জন্য পারসেজ অফিসার কিংবা সেল আছে কি না? হ্যাঁ / না, বাই মুরাবাহায় ক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে ক্রয়কৃত মালামাল শাখা কর্তৃক পরিদর্শন হয় কি না? হ্যাঁ / না, পরিদর্শন না হওয়ার কারণ ঃ

৪. নতুন বিনিয়োগ সৃষ্টি করে পুরাতন বিনিয়োগের দায় সমন্বয় বা মুরাবাহার মালামাল ছাড় করানো হয় কি না? হ্যাঁ / না, উত্তর না হলে তার কারণ ঃ

৫. শাখার পরিবর্তে গ্রাহক বিক্রেতা হতে সরাসরি মালামাল ক্রয় করে কি না? হ্যাঁ / না

৬. এইচপিএসএম পদ্ধতিতে সম্পদ ভাড়াযোগ্য হওয়ার পূর্বে ভাড়া আরোপ করা হয় কি না? হ্যাঁ / না,

Dhaka University Institutional Repository

৭. অন্য প্রতিষ্ঠানের পে অর্ডার বা চেক বা ডিডি সরাসরি ডিসকাউন্টে ক্রয় করা হয় কি না? হ্যাঁ / না

৮. সন্দেহযুক্ত আয় ব্যালেন্স শীটে আলাদা দেখানো হয় কি না? হ্যাঁ / না, প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ইসলামী না হলে ইসলামী শাখা বা উইংয়ের জন্য আলাদা ব্যালেন্স শীট তৈরি করা হয় কি না? হ্যাঁ / না

৯. সাময়িক হারে প্রদত্ত মুনাফা বছর শেষে চূড়ান্ত মুনাফার সাথে সমন্বয় করা হয় কি না? হ্যাঁ / না, উত্তর না হলে তার কারণ ঃ

১০. ক্ষতিপূরণ ও সুদের সন্দেহযুক্ত আয় জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হয় কি না? হ্যাঁ / না, ব্যাংকের জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান আছে কি না? হ্যাঁ / না

১১. শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের সিদ্ধান্ত পরিপালনে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতা আছে কি না? হ্যাঁ / না

১২. শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড

ক. শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডে ফকীহ সদস্য কতজন আর অন্যান্য সদস্য কতজন?

খ. শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডে কতটি কমিটি আছে? এক / দুই / তিন / চার

গ. ২০১৪ সালে শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ড কমিটি সমূহের সর্বমোট কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে?

ঘ. কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনে শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের প্রতিবেদন দেয়া হয় কি না? হ্যাঁ / না

ঙ. কোম্পানির কর্মকর্তা নিয়োগ কমিটিতে সুপারভাইজরী বোর্ডের কোন সদস্য উপস্থিত থাকেন কি না? হ্যাঁ / না

১৩. শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের সদস্য সচিব

ক. সদস্য সচিব আছে কি না? হ্যাঁ / না, থাকলে তাঁর নাম ঃ

খ. সদস্য সচিব কর্মকর্তা না চুক্তিভিত্তিক?

গ. সদস্য সচিব কুর'আন, হাদীস, ইসলামী ফিকহ, ইসলামী মুয়ামালাত, বাংলা, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী কি না? হ্যাঁ / না

ঘ. সদস্য সচিবের সুযোগ সুবিধা নির্ধারিত হয় শরী'য়াহ সুপারভাইজরী বোর্ডের সুপারিশে / ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সুপারিশে?

ঙ. সদস্য সচিব অফিস করেন নিয়মিত / অনিয়মিত?

Dhaka University Institutional Repository

১৪. মুরাকিব বা শরী'য়াহ অডিটর

ক. মুরাকিব আছে কি না? হ্যাঁ / না, থাকলে সংখ্যা জন, নামগুলো (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ সংযুক্ত করা যেতে পারে) ঃ

খ. মুরাকিব কুর'আন, হাদীস, ইসলামী ফিকহ, ইসলামী মুয়ামালাত, বাংলা, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী কি না? হ্যাঁ / না,

গ. মুরাকিবের সুযোগ সুবিধা নির্ধারিত হয় শরী'য়াহ কাউন্সিলের সুপারিশে / ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সুপারিশে?

ঘ. শরী'য়াহ কাউন্সিলের সকল ফাতওয়া ও সিদ্ধান্তাবলী বাস্তবায়নে মুরাকিব কার্যকরী তদারকী করেন কি না? হ্যাঁ / না

ঙ. মুরাকিব সার্বক্ষণিক অফিস করেন কি না? হ্যাঁ / না,

১৫. শরী'য়াহ অডিট বা পরিদর্শন

ক. প্রত্যেক বৎসর সকল শাখা অফিস শরী'য়াহ অডিটের আওতায় আসে কি না? হ্যাঁ / না

খ. অডিটে প্রাথমিকভঅবে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগে পর্যালোচনা হওয়ার পর চূড়ান্ত করা হয় কি না? হ্যাঁ / না

গ. অডিট রিপোর্ট শরী'য়াহ কাউন্সিলে উপস্থাপন করা হয় কি না? হ্যাঁ / না

ঘ. অডিট প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন হয় কি না? হ্যাঁ / না

ঙ. শরী'য়াহ অডিটের সময় ডেস্ক কর্মকর্তা, গ্রাহক ও সুধীদের সাথে মতবিনিময় সভা হয় কি না? হ্যাঁ / না

১৬. অনুগ্রহপূর্বক বিগত শরী'য়াহ অডিট রিপোর্ট সংযুক্ত করুন (যদি থাকে) ঃ

১৭. বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল বিষয়ক

ক. মুরাবাহা ও মুয়াজ্জালে ওভার ডিউ হলে তাতে কি রিসিডিউল করে প্রফিট চার্জ করা হয়? হ্যাঁ / না, উত্তর না হলে তার কারণ ঃ

খ. প্রফিট চার্জ না করলে ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয় কি না? হ্যাঁ / না

গ. মুরাবাহা বা মুয়াজ্জাল বিনিয়োগটি অন্য কোনো বিনিয়োগ পদ্ধতিতে রূপান্তর করে প্রফিট চার্জ করা হয় কি না? হ্যাঁ / না

ঘ. কমপেনসেশন বা বাই মুরাবাহায় রিসিডিউল এর বিপরীতে অতিরিক্ত চার্জ ইনকামে নেয়া হয় কি না? হ্যাঁ / না

ঙ. মুয়াজ্জাল বা মুরাবাহা বিনিয়োগের টাকা দিয়ে গ্রাহকের এলসি মার্জিন বা ডিউটি ভ্যাট প্রদান করা হয়েছে কি না? টিক চিহ্ন দিন হ্যাঁ / না

১৮. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক জ্ঞান

ক. ডেস্ক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ হয় কি না? হ্যাঁ / না, প্রশিক্ষণ না হলে তার কারণ ঃ

খ. গ্রাহকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা হয় কি না? হ্যাঁ / না, উত্তর না হলে তার কারণ ঃ

গ. ইসলামী ব্যাংকিংয়ের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কোম্পানি কর্তৃক কোন প্রকাশনা বের করেছে কি না? হ্যাঁ / না, উত্তর না হলে তার কারণ ঃ

ঘ. ইসলামী ব্যাংকিং এর প্রসারে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

ঙ. কাম্পানির হেড অফিস ও শাখাপর্যায়ে নিজস্ব লাইব্রেরী আছে কি না? হ্যাঁ / না, উত্তর না হলে তার কারণ ঃ

১৯. শরী'য়ার বিধি বিধান পালনের ব্যবস্থা

ক. অফিসে নামাজ আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট জায়গার ব্যবস্থা আছে কি না? হ্যাঁ / না, উত্তর না হলে তার কারণঃ

খ. মহিলা কর্মকর্তাগণ পর্দার সাথে অফিস করেন কি না? হ্যাঁ / না, উত্তর না হলে তার কারণঃ

গ. অফিসে তালিমের ব্যবস্থা আছে কি না? হ্যাঁ / না, উত্তর না হলে তার কারণ ঃ

ঘ. মহিলা কর্মকর্তাগণের পৃথক বসার ব্যবস্থা আছে কি না? হ্যাঁ / না, উত্তর না হলে তার কারণ ঃ

ঙ. মহিলা গ্রাহকদের সেবা প্রদানের জন্য আলাদা কাউন্টার বা লাইন আছে কি না? হ্যাঁ / না, উত্তর না হলে তার কারণ ঃ

২০. বার্ষিক গোপণীয় প্রতিবেদন বা এসিআর

ক. শরী'য়াহ পরিপালনের বিষয়ে কোন মার্কস আছে কি না? হ্যাঁ / না

খ. শরী'য়াহ বিষয়ক মার্কস প্রদান চূড়ান্ত করেন কে? শরী'য়াহ বোর্ড চেয়ারম্যান / সদস্য সচিব / ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

গ. শরী'য়াহ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য কোন সার্কুলার প্রদান করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ / না, সার্কুলার প্রদান না করার কারণঃ

ঘ. ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় শরী'য়াহ লঙ্ঘন করলে কোন শাস্তির ব্যবস্থা আছে কি না? হ্যাঁ / না

ঙ. শরী'য়াহ বিষয়ে পাশ করার জন্য কার্যকরী কোন পদক্ষেপ আছে কি না?

Dhaka University Institutional Repository

২১. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শরী'য়াহ পরিপালনের ক্ষেত্রে যে সকল ত্রুটি হতে পারে বলে মনে করেন ঃ

২২. মতামত ও পরামর্শ ঃ

স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল
সদস্য সচিব বা মুরাকিব বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট খ. ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরী'য়াহ অডিটের ফরমেট

শরীয়াহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

--------------------------- শাখা

পরিদর্শন তারিখ ঃ -------- ঈসায়ী

শাখা বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন গ্রাহককে বাই-মুয়াজ্জাল ও বাই-মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করেছে। কিন্তু উক্ত বিনিয়োগের বিপরীতে বাই-মুয়াজ্জাল/বাই-মুরাবাহা এগ্রিমেন্ট ফরম পুরণ না করে সেখানে শুধু বিনিয়োগ গ্রাহকের স্বাক্ষর নিয়ে রেখেছে এবং অন্যান্য চার্জ ডকুমেন্টেও সাক্ষী উল্লেখ নেই যা, শরীয়াহ্ (সুরা বাকারা ২৮২ নং আয়াত) এবং Sanction Advice-এর পরিপন্থী। উল্লেখ্য যে, বিনিয়োগ এগ্রিমেন্ট তথা চুক্তিপত্র শুদ্ধ না হলে (চুক্তিপত্রে স্পষ্টভাবে গ্রাহকের নাম, পাওনার পরিমাণ, প্রফিট, মেয়াদ ও স্বাক্ষী উল্লেখ না থাকলে) বিনিয়োগ শুদ্ধ হবে না। বিনিয়োগ শুদ্ধ না হলে তা থেকে অর্জিত আয়ও সন্দেহযুক্ত হবে না। নিম্নে এ ধরণের কতিপয় বিনিয়োগ হিসাব প্রদত্ত হল ঃ

ক্রমিক নং	বিনিয়োগের বিবরণ	বিনিয়োগের তারিখ	বিনিয়োগের পরিমাণ	প্রফিট	মুরাক্বিবগণের পরামর্শ	শাখা ব্যবস্থাপকের মন্তব্য
					গত বছর শাখাকে এরূপ পরামর্শ দেয়া হলেও তা এখনও চালু হয়নি। তাই শাখাকে সকল বিনিয়োগের প্রত্যেকটি ডিলে কমপক্ষে 'বিনিয়োগ এগ্রিমেন্ট' ও 'ডিপি নোট'-এ গ্রাহকের সাক্ষর স্বাক্ষীসহ পূর্ণাঙ্গভাবে পূরণ করে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার জন্য পুনঃপরামর্শ প্রদান করা হল।	

মুরাক্বিবগণের স্বাক্ষর

সচিব
শরীয়াহ্ কাউন্সিল

শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট খ. ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরী'য়াহ অডিটের ফরমেট

খ. শরীয়াহ্ পরিদর্শন রিপোর্ট (নমুনা কপি)

শরীয়াহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

-------------------------- শাখা

পরিদর্শন তারিখ ঃ -------- ঈসায়ী

ক্রমিক নং	বিনিয়োগের বিবরণ	বিনিয়োগের পরিমাণ	প্রফিট	মুরাক্বিবগণের মন্তব্য	শাখা ব্যবস্থাপকের মন্তব্য

মুরাক্বিবগণের স্বাক্ষর

সচিব
শরীয়াহ্ কাউন্সিল

শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট খ. ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরী'য়াহ অডিটের ফরমেট

শরীয়াহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

--------------------------- শাখা

পরিদর্শন তারিখ : --------- ঈসায়ী

শাখা বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন গ্রাহকের নামে L/C ওপেন করে। গ্রাহকের নথিপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, L/C ডকুমেন্ট আসার পর লজমেন্ট করে MIB (মুরাবাহা ইম্পোর্ট বিল) পদ্ধতিতে গ্রাহকের নামে Liability Create করে এবং প্রফিট চার্জ করা হয়। অতঃপর গ্রাহকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত MIB হিসাব ক্লোজ করে উক্ত পণ্য-সমগ্রী MPI (মুরাবাহা পোষ্ট ইম্পোর্ট) পদ্ধতিতে ১ (এক) বছরের জন্য পুনরায় গ্রাহকের নিকট বিক্রি করা হয় এবং পুনঃ হারে প্রফিট চার্জ করা হয় ফলে নিম্নোক্তভাবে শরীয়াহ্ লংঘিত হচ্ছে বলে মনে হয়।

ক) একই পণ্য দু'বার বেচা-কেনা করা হয় ;

খ) একই পণ্যের উপর দু'বার প্রফিট চার্জ করা হয় এবং

গ) MIB এর পর একই মাল MPI করার অর্থ MPI করার সময় গ্রাহকের মালামাল গ্রাহকের নিকটই বিক্রি করা।

এ ধরণের শরীয়ত লংঘিত কতিপয় বিনিয়োগ হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হলো :

ক্র. নং	গ্রাহকের নাম ও এমআইবি নং	বিনিয়োগের পরিমাণ	তারিখ	প্রফিট আদায়কৃত	MPI	বিনিয়োগের পরিমান	তারিখ	পুনরায় প্রফিট চার্জ	শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত	শাখা ব্যবস্থাপকের মন্তব্য
									MIB ও MPI করার ক্ষেত্রে এলসির সূচনা থেকে গ্রাহক কর্তৃক মালামাল ছাড়িয়ে নেয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময়ের জন্য একটি বাইয়ে মুরাবাহা চুক্তি Single Deal হিসাবে প্রফিট চার্জ করার জন্য শাখাকে অনুরোধ করা হলো এবং MIB করার পূর্বে গ্রাহক হতে Irrevocable Letter of Authority নিতে হবে -যা প্রধান কার্যালয় হতে ০১/১২/০৪ ঈসায়ী তারিখে ইস্যুকৃত সার্কুলার নং এআইবিএল/প্রকা-আইডি/ ২০০৪/ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার # ৪৬/০৪ আকারে প্রেরণ করা হয়েছে।	

মুরাক্বিবগণের স্বাক্ষর

সচিব
শরীয়াহ্ কাউন্সিল

শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট খ. ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরী'য়াহ অডিটের ফরমেট

শরীয়াহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

--------------------------- শাখা

পরিদর্শন তারিখ ঃ --------- ঈসায়ী

শাখা বাইম পদ্ধতিতে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন গ্রাহককে 'ক্রয় প্রতিনিধি' নিয়োগ করে গ্রাহকের চলতি হিসাবে বিনিয়োগের টাকা ট্রান্সফার করেছে। নথিপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ক্রয় প্রতিনিধি বিনিয়োগ পত্র সম্পূর্ণ ব্লাংক ও তারিখ বিহীন রাখা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে 'ক্রয় প্রতিনিধি' নিয়োগ পত্রে শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাহক ক্রয়-প্রতিনিধির সুযোগ নিয়ে বিনিয়োগের টাকা দিয়ে পূর্বের বিনিয়োগ হিসাব সমন্বয় করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাহকের নথিতে ক্রয়-প্রতিনিধি কর্তৃক ক্রয়কৃত পণ্য সামগ্রী ব্যাংকের দখল/পজিশনে আনায়ণের কোন রেকর্ড শাখায় রক্ষিত নেই-যা ক্রয় প্রতিনিধি সংক্রান্ত সার্কুলারের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। এছাড়াও 'ক্রয় প্রতিনিধি'র এরূপ অপব্যবহারে ইসলামী ব্যাংকের আয় সন্দেহমুক্ত হবে না এবং গ্রাহকগণ সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না-যার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের সুনাম চরমভাবে ক্ষুণ্ন হবে। নিম্নে এরূপ কয়েকটি বিনিয়োগ হিসাবের বিবরণ পেশ করা হলো ঃ

ক্রমিক নং	বিনিয়োগের বিবরণ	বিনিয়োগের পরিমান	তারিখ	প্রফিট	মুরাক্বিবগণের মন্তব্য ও পরামর্শ	শাখা ব্যবস্থাপকের মন্তব্য
					ক্রয়-প্রতিনিধি নিয়োগের সকল শর্ত বিনিয়োগ গ্রাহকের মাঝে পেলেই উক্ত গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা যাবে। নথিপত্রে গ্রাহকের আবেদন ও আবেদনোত্তর ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে ক্রয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে হবে। তবে গ্রাহককে স্থায়ী ক্রয় প্রতিনিধি বানানো যাবে না বরং ডিল টু ডিল ক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে। মালামাল ক্রয়ের পর ব্যাংকের কর্মকর্তার দ্বারা তা সচক্ষে পরিদর্শন পূর্বক সে সম্পর্কে রিপোর্ট গ্রাহকের নথিতে অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। নচেৎ বিনিয়োগের দায়-দায়িত্ব বিনিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বহন করতে হবে। কোন ভাবেই পূর্বের বাইম সমন্বয় করা যাবে না। ক্রয়-প্রতিনিধির এরূপ সহজতম পদ্ধতি অবলম্বন করেও তা যথাযথভাবে পরিপালন করা হলো না কেন- এ ব্যাপারে শাখা ব্যবস্থাপকের মন্তব্য চাওয়া যেতে পারে। শাখাকে এ ব্যাপারে শরীয়াহ্ কাউন্সিল থেকে ২০/৩/২০০৪ ঈসায়ী তারিখে ইস্যুকৃত শরীয়াহ্ সার্কুলার/০২ ও ৫/১০/২০০৬ ঈসায়ী তারিখে প্রধান কার্যালয়ের এআইবিএল/প্রকা/এমডিএস/ ২০০৬/ ৪১ সার্কুলারদ্বয়ের যথাযথ অনুসরণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো।	

মুরাক্বিবগণের স্বাক্ষর

সচিব
শরীয়াহ্ কাউন্সিল

শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট খ. ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরী'য়াহ অডিটের ফরমেট

শরীয়াহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন
আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

--------------------------- শাখা

পরিদর্শন তারিখ ঃ --------- ঈসায়ী

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধিবদ্ধ হওয়ায় রপ্তানী দ্রব্যের ক্ষেত্রে মালামাল সরবরাহের শেষ পর্যায়ে ব্যাংক গ্রাহককে PSF(Pre-Shipment Finance- শিপমেন্ট পূর্ব নগদ অর্থ প্রদান) করে তার উপর ৭% হারে প্রফিট চার্জ করে। উল্লেখ্য যে, ইসলামী ব্যাংকে নগদ অর্থের বিপরীতে প্রফিট নেয়ার কোন সুযোগ নেই বরং তা সুদেরই নামান্তর। মুরাক্বিবগণ কর্তৃক শাখা পরিদর্শনকালে নথিপত্র নিরীক্ষা করে দেখা যায় যে, QPSF-এর পরিবর্তে বাই-ইসতিসনা বিনিয়োগ পদ্ধতিতে বিনিয়োগের কথা থাকলেও শাখা কিছু দিনের জন্য বাই-ইসতিসনা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ দেয়ার পর পুনরায় Commercial রেটে প্রফিট চার্জ করেছে। একই মালামালের বিনিয়োগে দু'টি ভিন্ন পদ্ধতিতে প্রফিট গ্রহণের সুযোগ ইসলামী ব্যাংকিংয়ে নেই। বাই-ইসতিসনা পদ্ধতিতে চার্জ/আদায়কৃত প্রফিট ব্যাংকের আয় খাতে নেয়া যাবে কিন্তু পরবর্তীতে পুনরায় Commercial প্রফিট রেটে আদায়কৃত টাকা ব্যাংকের Doubtful Income খাতে নেয়া হবেনা -এব্যাপারে শাখা ব্যবস্থাপকের মন্তব্য চাওয়া যেতে পারে। এ ধরণের কতিপয় বিনিয়োগ হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ক্রমিক নং	বিনিয়োগের বিবরণ	বিনিয়োগের তারিখ	পরিমাণ	প্রফিট চার্জ	প্রফিট আদায়	শরীয়াহ্ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত	শাখা ব্যবস্থাপকের মন্তব্য
						কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিধিবদ্ধ হওয়ায় PSF-এর টাকা 'বাই- ইসতিসনা' পদ্ধতিতে যথাযথভাবে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সময়ের জন্য একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। সমন্বয়ের পূর্বে নতুন করে আরেক পদ্ধতিতে প্রফিট চার্জ করা যাবে না। এ ব্যাপারে প্রধান কার্যালয় হতে গত ১৫/৮/২০০৭ ঈসায়ী তারিখে ইস্যুকৃত ইনস্ট্রাকশন সার্কুলার নম্বর আইআরএম/আইটিএফডি /২০০৭/০০৭ যথাযথ ভাবে পরিপালনের অনুরোধ করা হলো।	

মুরাক্বিবগণের স্বাক্ষর

সচিব
শরীয়াহ্ কাউন্সিল

শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট খ. ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরী'য়াহ অডিটের ফরমেট

শরীয়াহ্ পরিদর্শন প্রতিবেদন

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ

--------------------------- শাখা

পরিদর্শন তারিখ ঃ -------- ঈসায়ী

শাখা বাইয়ে মুয়াজ্জাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন গ্রাহককে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করেছে। কিন্তু মুরাক্বিবগন গ্রাহকের নথিপত্র নিরীক্ষা করে দেখেন যে, অনেক ক্ষেত্রে ক্যাশ মেমো/পারচেজ মেমো ব্যাংকের নামে না করে সরাসরি বিনিয়োগ গ্রাহকের নামে করা হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ক্যাশ মেমো/পারচেজ মেমোতে "বর্ণিত মালামাল ব্যাংক হতে বুঝে পেলাম" মর্মে গ্রাহক কর্তৃক স্বেচ্ছায় কোন স্বীকৃতি নেই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, পণ্য-সামগ্রী শাখার দখলে/পজিশনে আসেনি- যা প্রধান কার্যালয় হতে ০৮/১২/৯৭ ও ১৮/০২/০২ ঈসায়ী তারিখে ইস্যুকৃত "বিনিয়োগ/২৩" ও "শরীয়াহ/০১" সার্কুলারদ্বয়ের পরিপন্থী। এ ধরণের কতিপয় বিনিয়োগ হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

ক্রমিক নং	বিনিয়োগের বিবরণ	বিনিয়োগের পরিমান	তারিখ	প্রফিট	মুরাক্বিবগণের পরামর্শ	শাখা ব্যবস্থাপকের মন্তব্য
					শাখাকে বাই-মুয়াজ্জাল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্তৃক পণ্য-সামগ্রী আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের নামে ক্রয় পূর্বক শাখার দখলে/পজিশনে আনার মাধ্যমে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট তা হস্তান্তর করতে হবে এবং পারচেজ মেমোর মধ্যে বিনিয়োগ গ্রাহক কর্তৃক স্বেচ্ছায় "**বর্ণিত মালামাল ব্যাংক হতে বুঝে পেলাম**" লিখিয়ে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, বাই মুয়াজ্জাল বিনিয়োগে ব্যাংকের পক্ষ থেকে মালামাল ক্রয় করে দেয়ার পরই গ্রাহক হতে বুঝে পেলাম লিখে নিতে হবে। নতুবা মালামাল ক্রয় করা ছাড়া পার্চেজ মেমোতে গ্রাহকের থেকে লিখিয়ে নেয়া হবে মিথ্যাচারের শামিল। এছাড়াও পণ্য সামগ্রী ব্যাংক কর্তৃক ক্রয় করায় পারচেজ মেমোতে ক্রেতার স্বাক্ষর হিসাবে ব্যাংকের কর্মকর্তার স্বাক্ষর থাকতে হবে। এ ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেয়া হলো।	

মুরাক্বিবগণের স্বাক্ষর

সচিব
শরীয়াহ্ কাউন্সিল

শাখা ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ও বীমায় শরী'য়াহ বাস্তবায়নের অবস্থা বর্ণনা করে প্রত্যেক বছর শরী'য়াহ কাউন্সিল বা বোর্ড কোম্পানির প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে শরী'য়াহ বার্ষিক প্রতিবেদন দিয়ে থাকে যার নমুনা নিম্নে পেশ করা হলো-

পরিশিষ্ট গ.

শরী'য়াহ সুপারভাইজরী কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদনের নমুনা

بسم الله الرحمن الرحيم

Report of the **Shari'ah Supervisory** Committee

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد و على آله وأصحابه أجمعين

During the year 2013 the Shari'ah Supervisory Committee met in different meetings and reviewed different operational activities, including those referred to it by the Board of Directors and the Management of the Bank, and gave opinions and decisions related to Shari'ah. The honourable members of the Shari'ah Supervisory Committee attended 06 Seminars organized by the Management of the Bank on the eve of inauguration of new branches and 8 Shari'ah Awareness Programs arranged by the Head Office and different Zones. Apart from this, the Shari'ah Secretariat conducted Shari'ah inspection at 276 branches (including 30 SVI /Krishi Branches) during the period excluding 10 new branches of the Bank Opened in 2013 and submitted detailed report thereon.

The duty of the Shari'ah Supervisory Committee is to give independent opinion and necessary guidelines upon observing and reviewing the activities of the Bank and the responsibility of the Bank is to ensure that the Bank conducts its business in accordance with the rules and principles of Islamic Shari'ah.

The Shari'ah Supervisory Committee after reviewing the Shari'ah inspection reports, audited reports i.e. Balance Sheet, Profit & Loss Accounts and other financial statements of the Bank for the year 2013, gives the following opinions:

1. Shari'ah Compliance has remarkably been improved during the year 2013 compared to last few years, due to different steps taken by the Bank like motivational programs, administrative measures, intensive supervision and cooperation rendered by the Board of Directors, Shari'ah Supervisory Committee and Management authority and due to creating Shari'ah awareness at branch level and sincere efforts of the manpower of the Bank.
2. The investments and transactions performed by Islami Bank Bangladesh Limited during the year, have been made in accordance with the principles of Islamic Shari'ah.
3. Profit distributed to deposit accounts has been made in accordance with Islamic Shari'ah.
4. The income detected as doubtful as per Principles and Rules of Islamic Shari'ah has not been included in the distributable income of the Bank.
5. The calculation of Zakat on the Zakatable asset of the Bank has been made in compliance with the rules and the principles of Islamic Shari'ah. It is pertinent to state that Islami Bank does not deduct the Zakat from depositors' and Shareholders' Accounts. It is the responsibility of the Depositors and Shareholders to pay Zakat on their deposits and shares respectively.
6. It is necessary to provide more Shari'ah training to the employees of the Bank and arrange more Shari'ah Awareness Programs and to make the client aware regarding Shari'ah compliance.
7. More precautionary measures are required to be adopted in appointing Buying Agents in the branches and to ascertain the duties of the agents and the branches properly.
8. The Rural Development Scheme (RDS) is a praiseworthy effort of Islami Bank for poverty eradication of the country. It is essential to take effective precautionary measures for Shari'ah compliance in this respect.

May Allah (SWT) bestow us with the best of Tawfique in gaining His satisfaction through implementing Shari'ah in every spheres of our life, Ameen.

Sheikh Moulana Mohammad Qutubuddin
Chairman

Professor Dr. Abu Bakr Rafique
Member Secretary

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ঘ.

সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ এর পরিচিতি ও কার্যক্রম

বাংলাদেশে প্রথম ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৩ সালে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ ব্যাংকের অভাবনীয় সাফল্যের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন ও সহযোগিতায় এরপর থেকে বাংলাদেশে নতুন নতুন শরী'য়াহ ভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এছাড়া দেশে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি কনভেনশনাল ব্যাংক তাঁদের 'ইসলামী ব্যাংকিং শাখা" চালুর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং এর অগ্রযাত্রার শামিল হয়।

ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের পরিসরও দ্রুত বিস্তার লাভ করতে থাকে। ফলে বাংলাদেশে কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহ ও ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সঠিক ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের নিমিত্তে সম্মিলিতভাবে যৌথ ও একক সিদ্ধান্ত প্রণয়ন করা সময়ের অপরিহার্য দাবিতে পরিণত হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ ঈসায়ী সালে বাংলাদেশ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রধান নির্বাহীবৃন্দকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের গতিশীলতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

ইসলামী ব্যাংকিং নিয়মাচার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন শরী'য়াহ ইস্যুতে সম্মিলিতভাবে একক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি সিদ্ধান্ত (ফাতওয়া) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরী'য়াহ বোর্ড বা কাউন্সিলসমূহের সমন্বয়ে একটি যৌথ শরী'য়াহ বোর্ড গঠনের ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত নির্দেশনাপত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নির্দেশনাপত্রে প্রদত্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

'ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রত্যেকের নিজস্ব শরী'য়াহ বোর্ড বা কাউন্সিল স্ব স্ব ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকিং নিয়মাচার নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিভিন্ন শারী'আহ ইস্যুতে সম্মিলিতভাবে একক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা একান্ত প্রয়োজন। এজন্য ইসলামী ব্যাংসমূহের শরী'য়াহ বোর্ড বা কাউন্সিলসমূহের সমন্বয়ে একটি যৌথ শরী'য়াহ বোর্ড (Common Shari'ah Board) গঠন করা যায় কি না সে ব্যাপারে বিচার-বিবেচনা করা যেতে পারে।"[৩৪৪]

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে উক্ত নির্দেশনা প্রাপ্তির পর থেকেই একটি যৌথ শরী'য়াহ বোর্ড বা সম্মিলিত শরী'য়াহ বোর্ড গঠনের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিভিন্নভাবে উদ্যোগ-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। অতঃপর ২০০১ ঈসায়ী সালের ১৬ আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় ইসলামী

৩৪৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১০৫

ব্যাংকসমূহ একটি যৌথ শরী'য়াহ বোর্ড গঠনে একমত হয়। ঐতিহাসিক সে সভার যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে সেদিন-ই প্রতিষ্ঠিত হয়'বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের কেন্দ্রীয় শরী'য়াহ বোর্ড বা 'সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ"।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী ব্যাংকসমূহের শরী'য়াহ কাউন্সিল/বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিববৃন্দ এবং উক্ত ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও ব্যাবস্থাপনা পরিচালকগণ পদাধিকারবলে 'সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ" এর সদস্য। বর্তমানে এর সম্মানিত সদস্যসংখ্যা ৬৬ জন এবং সদস্যব্যাংক সংখ্যা ২১ টি।

সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড এর সদস্যব্যাংকসমূহ ঃ (ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ পর্যন্ত)

১. আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড
২. আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড,
৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
৪. এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
৫. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
৬. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
৭. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
৮. অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামিক উইন্ডো)
৯. এবি ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১০. ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১১. দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১২. দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১৩. পূবালী ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামিক উইন্ডো)
১৪. প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১৫. ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড (ইসলামিক উইন্ডো)
১৬. যমুনা ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১৭. সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামী শাখা)
১৮. স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক (সাদিক শাখা)
১৯. ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামিক উইন্ডো)
২০. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড (ইসলামিক উইন্ডো)
২১. ইসলামিক ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড

(পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক, শাখা ও উইন্ডোধারী এবং পরে অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তালিকা দেয়া হয়েছে)

Dhaka University Institutional Repository

সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড এর উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী ঃ

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় শরী'য়াহ নীতিমালার একই পদ্ধতি ও সর্বসম্মত কর্মপন্থা অনুসরণে সদস্য ব্যাংকসমূহকে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করাই সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য। এর অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক বই-পুস্তক-জার্নাল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশ ও অনুবাদ, শরী'য়াহ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণাকর্ম পরিচালনা, সদস্য ব্যাংকসমূহের কর্মকান্ডে শরী'য়াহ নীতিমালার বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা, ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-মতবিনিময় সভা ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা ইত্যাদি।

সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ঃ

১. ইসলামী ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উপর বিশেষ অবদান রাখার জন্য সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রতিবছর 'ইসলামী ব্যাংকিং অ্যাওয়ার্ড" প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই অ্যাওয়ার্ড ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট এবং নগদ একলক্ষ টাকা সম্মানী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

২. ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতা

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড থেকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট বিষয়ে 'রচনা প্রতিযোগিতা" আহবান করা হয়ে আসছে। স্কুল পর্যায়, কলেজ-বিশ্বদ্যিালয় পর্যায় এবং উন্মুক্ত পর্যায়- এই তিন গ্রুপের প্রত্যেক গ্রুপে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার হিসেবে যথাক্রমে নগদ ১৫ হাজার, ১০ হাজার ও ৭ হাজার টাকা নির্ধারিত আছে।

৩. ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড সদস্য ব্যাংকসমূহের নির্বাহী ও কর্মকর্তা, কলেজ মাদ্রাসার শিক্ষক, মুফতী, ইমাম ও খতীবগণের জন্য ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। এ পর্যন্ত ৩৭৯ জন এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাও রয়েছেন।

৪. প্রস্তাবিত 'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন (খসড়া)' প্রণয়ন

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকের জন্য প্রণীত 'ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১" দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। পৃথক আইন না থাকায় সেন্ট্রাল

শরী'য়াহ বোর্ড একটি খসড়া 'ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন" প্রণয়ন ও অনুমোদন করে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করেছে।

৫. আন্তঃইসলামী ব্যাংক মানি মার্কেট এর নীতিমালা অনুমোদন

নীতিগতভাবে কোন ইসলামী ব্যাংক তার তারল্য সংকট মোচনের জন্য প্রচলিত কলমানি মার্কেট থেকে সুদের ভিত্তিতে অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকেও সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণের কোন ব্যবস্থা নেই। তাই দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিজেদের তারল্য সংকট বা উদ্বৃত্ত তারল্য পারস্পরিক সমঝোতা ও শরী'য়াহ নীতিমালার ভিত্তিতে যেন আদান প্রদান করতে পারে সেজন্য সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড 'আন্তঃইসলামী ব্যাংক মানি মার্কেট" এর নীতিমালা অনুমোদন করেছে।

৬. ব্যাংকিং বিষয়ক শরী'য়াহ ম্যানুয়েল প্রণয়ন

শরী'য়াহভিত্তিক ব্যাংক পরিচালনা সহজতর করার লক্ষ্যে সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ডের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিনিয়োগ পদ্ধতির উপর শরী'য়াহ ম্যানুয়েল প্রণয়নের কার্যক্রম বর্তমানে এগিয়ে চলেছে।

৭. জার্নাল প্রকাল

সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ডের পক্ষ থেকে 'ইসলামিক ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড জার্নাল" শিরোনামে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক গবেষণামূলক একটি জার্নাল প্রকাশনা শুরু হয়েছে।

৮. বুলেটিন প্রকাশ

ইসলামী ব্যাংকিংকে সহজভাবে তুলে ধরা এবং দেশ বিদেশের ইসলামী ব্যাংকিং সংক্রান্ত তথ্য প্রচারের জন্য সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ডের পক্ষ থেকে বুলেটিন আকারে 'ইসলামিক ফাইন্যান্স" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেছে। ভবিষ্যতে 'ইসলামিক ফাইন্যান্স" একটি মাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।

৯. গ্রন্থ প্রকাশ

বাংলা ভাষায় ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক বই পুস্তকের অভাব পূরণের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ডের পক্ষ থেকে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে এবং কয়েকটি বই প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১০. ইসলামিক ক্রেডিট কার্ড প্রচলন

সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে প্রচলনের জন্য 'ইসলামিক ক্রেডিট কার্ড" সংক্রান্ত একটি অভিমত প্রদান করেছে। আশা করা যাচ্ছে তার ভিত্তিতে শীঘ্রই ইসলামিক ক্রেডিট কার্ড চালু হবে।

১১. মতবিনিময় সভা

দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরী'য়াহ বোর্ড বা কাউন্সিলের ফক্বীহ সদস্যবৃন্দকে একত্রীকরণ বা একই প্লাটফরমে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা হিসেবে সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড এর উদ্যোগে সময়ে সময়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়ে আসছে। ফক্বীহ সদস্যগণের মনোনয়ন, শরী'য়াহ ব্যাংকিং বিষয়ে একই রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ব্যাংকিং ক্ষেত্রে প্রচলিত বিভিন্ন আধুনিক বিষয় সম্পর্কিত ফিক্বহী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ডের এ ধরনের মতিবিনিময় সভা বেশ ফলপ্রসূ হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে।

১২. সদস্য ব্যাংক সফর

ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ডের প্রতিনিধিদল বিগত কয়েক বছর যাবৎ দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ এবং ইসলামী ব্যাংকিং শাখাধারী কনভেনশনাল ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় সফর করে ব্যাংকসমূহের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়ে আসছে। এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ডের নির্বাহী কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব শাহ আব্দুল হান্নান। উক্ত মতবিনিময়ের মাধ্যমে সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ডের প্রতিনিধিদল ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের অবস্থান, অগ্রগতি, সমস্যা ও সম্ভাবনা, বিশেষকদের শরী'য়াহ পরিপালনের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গ্রহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত হন এবং ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদারকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহকে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। ইসলামী ব্যাংকসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিচালিত এ পরিদর্শন কার্যক্রম ফলপ্রসূ হওয়ায় এবং সদস্য ব্যাংকসমূহের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রতিবছর কমপক্ষে একবার অনুরূপ কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।[৩৪৫]

৩৪৪. মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ৬.

বীমায় শরী'য়াহ বাস্তবায়ন জানার নিমিত্তে তৈরিকৃত একটি ফরমেট
(বর্তমান থিসিসের জন্য যা ইসলামী বীমা কোম্পানিগুলোতে প্রেরণ করা হয়েছে)

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামী ইন্স্যুরেন্সে শরী'য়াহ পরিপালন বিষয়ক তথ্যাদি জানার নিমিত্তে তৈরিকৃত ফরমেট

প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ নাম ঃ

আপনার প্রতিষ্ঠান পূর্ণাঙ্গ শরী'য়াহ ভিত্তিক কি না? হ্যাঁ / না, না হলে .... টি শাখা বা ... টি উইং রয়েছে, ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরুর তারিখ ঃ

১. **শরী'য়াহ কাউন্সিল বা বোর্ডের সিদ্ধান্ত পরিপালনে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বাধ্যবাধকতা আছে কি না? হ্যাঁ / না**

২. **শরী'য়াহ কাউন্সিল**
   - ক. শরী'য়াহ কাউন্সিলে ফকীহ সদস্য কতজন আর অন্যান্য সদস্য কতজন?
   - খ. শরী'য়াহ কাউন্সিল বা বোর্ডে কতটি কমিটি আছে? এক / দুই / তিন / চার
   - গ. ২০১৪ সালে শরী'য়াহ কাউন্সিলের কমিটি সমূহের সর্বমোট কতটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে?
   - ঘ. কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনে শরী'য়াহ কাউন্সিলের প্রতিবেদন দেয়া হয় কি না? হ্যাঁ / না
   - ঙ. কোম্পানির কর্মকর্তা নিয়োগ কমিটিতে শরী'য়াহ কাউন্সিলের কোন সদস্য উপস্থিত থাকেন কি না? হ্যাঁ / না

৩. **শরী'য়াহ কাউন্সিলের সদস্য সচিব**
   - ক. সদস্য সচিব আছে কি না? হ্যাঁ / না, থাকলে তাঁর নাম ঃ
   - খ. সদস্য সচিব কর্মকর্তা না চুক্তিভিত্তিক?
   - গ. সদস্য সচিব কুর'আন, হাদীস, ইসলামী ফিকহ, ইসলামী মুয়ামালাত, বাংলা, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী কি না? হ্যাঁ / না
   - ঘ. সদস্য সচিবের সুযোগ সুবিধা নির্ধারিত হয় শরী'য়াহ কাউন্সিলের সুপারিশে / ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সুপারিশে?
   - ঙ. সদস্য সচিব অফিস করেন নিয়মিত / অনিয়মিত?

৪. **মুরাকিব বা শরী'য়াহ অডিটর**
   - ক. মুরাকিব আছে কি না? হ্যাঁ / না, থাকলে সংখ্যা জন, নামগুলো ঃ

খ. মুরাকিব কুর'আন, হাদীস, ইসলামী ফিকহ, ইসলামী মুয়ামালাত, বাংলা, আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পারদর্শী কি না? হ্যাঁ / না,

গ. মুরাকিবের সুযোগ সুবিধা নির্ধারিত হয় শরী'য়াহ কাউন্সিলের সুপারিশে / ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সুপারিশে?

ঘ. শরী'য়াহ কাউন্সিলের সকল ফাতওয়া ও সিদ্ধান্তাবলী বাস্তবায়নে মুরাকিব কার্যকরী তদারকী করেন কি না? হ্যাঁ / না

ঙ. মুরাকিব সার্বক্ষণিক অফিস করেন কি না? হ্যাঁ / না,

৫. প্রকাশনা

ক. বর্তমানে যে সকল প্রডাক্ট বা প্রকাশনা রয়েছে সেগুলো শরী'য়াহ কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত কি না? হ্যাঁ / না

খ. নতুন প্রডাক্ট প্রচলনে শরী'য়াহ কাউন্সিলের মতামত নেয়া হয় কি না? হ্যাঁ / না

গ. প্রস্তাবপত্র, বীমা দলীল ও লিয়েনের শর্ত বিষয়ক বক্তব্য দেয়া হয় বাংলায় / ইংরেজীতে?

ঘ. লিয়েনের শর্ত আরোপের বিষয়টি গ্রাহককে জানানো হয় দলীল প্রদানের আগে / দলীলের সাথে?

ঙ. দলীলের শর্তাবলীতে প্রস্তাবপত্রের শর্তের অতিরিক্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ শর্ত দেয়া হয় কি? হ্যাঁ / না

৬. বিনিয়োগ

ক. বিনিয়োগগুলো শরী'য়াহ কাউন্সিলের নির্দেশনা অনুযায়ী হয় কি না? হ্যাঁ / না

খ. শরী'য়াহ কাউন্সিল সদস্য সচিব বা মুরাকিব কর্তৃক বিনিয়োগ তদন্ত হয় কি না? হ্যাঁ / না

গ. বিনিয়োগ তদন্তের উপর শরী'য়াহ কাউন্সিলে প্রতিবেদন দেয়া হয় কি না? হ্যাঁ / না

ঘ. বাধ্যবাধকতার কারণে সুদ বা অবৈধ আয় আসে কি না? হ্যাঁ / না,

ঙ. সুদ বা অবৈধ আয় আসলে কোন তহবিলে নেয়া হয়? জনকল্যাণমূলক তহবিল / কোম্পানির তহবিল

চ. গ্রাহক করজে হাসানাহ বা ঋণ নিলে তার বিপরীতে প্রকৃত সার্ভিস চার্জ কাটা হয় / শতকরা   % বাৎসরিক বা ষান্মাসিক বা ত্রৈমাসিক সুদ নেয়া হয়?

ছ. গ্রাহকদেরকে বিনিয়োগ দেয়া হয় কি না? হ্যাঁ / না, দিলে শরী'য়ার কোন কোন মুডে দেয়া হয়ঃ

জ. শেয়ারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শরী'য়াহ নীতিমালা অনুসরণ করা হয় কি না? হ্যাঁ / না

ঝ. কনভেনশনাল ব্যাংকে ইসলামী শাখা বা উইং ছাড়া অন্য শাখায় এমটিডিআর করা হয় কি না? হ্যাঁ / না

ঞ. সাবসিডিয়ারী কোন প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করলে তা শরী'য়াহ অনুযায়ী পরিচালনা করা হয় কি না? হ্যাঁ / না,

৭. **শরী'য়াহ অডিট বা পরিদর্শন**

ক. প্রত্যেক বৎসর সকল শাখা অফিস পরিদর্শনের আওতায় আসে কি না? হ্যাঁ / না

খ. পরিদর্শনের প্রাথমিকভঅবে প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগে পর্যালোচনা হওয়ার পর চূড়ান্ত করা হয় কি না? হ্যাঁ / না

গ. পরিদর্শন রিপোর্ট শরী'য়াহ কাউন্সিলে উপস্থাপন করা হয় কি না? হ্যাঁ / না

ঘ. শরী'য়াহ প্রতিবেদনের পরামর্শ ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন হয় কি না? হ্যাঁ / না

ঙ. শরী'য়াহ পরিদর্শনে ডেস্ক কর্মকর্তা, উন্নয়ন কর্মকর্তা, গ্রাহক ও সুধীদের সাথে মতবিনিময় সভা হয় কি না? হ্যাঁ / না

৮. **গ্রাহক সেবা**

ক. দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে পলিসি সারেন্ডার করলে সমর্পণ মূল্য পায় কি না? হ্যাঁ / না

খ. ২০১৪ সালে কোন শাখা বন্ধ করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ / না

গ. এস এম এস সেবা আছে কি না?

ঘ. ব্যাংক ও বিকাশের মাধ্যমে টাকা জমা দেয়ার ব্যবস্থা আছে কি না?

ঙ. গ্রাহক তাৎক্ষণিক কোন সমস্যায় পড়লে দ্রুত সেবা দেয়ার জন্য কোন কর্মকর্তা আছেন কি না?

৯. **উন্নয়ন কর্মকর্তা**

ক. উন্নয়ন কর্মকর্তা গ্রাহকের জমাকৃত টাকার বিপরীতে লভ্যাংশ দেয়ার কথা কি বলে? কোম্পানির ঘোষণা অনুযায়ী / উন্নয়ন কর্মীর ইচ্ছেমত

খ. ৩/৪/৫ বছর অন্তর পলিসি অনুযায়ী গ্রাহক তার জমাকৃত টাকার যে অংশ উঠাতে পারেন তাকে উন্নয়ন কর্মীরা কি বলেন? এসবি / বোনাস

গ. প্রস্তাবপত্র পূরণ করেন কে? গ্রাহক নিজে / উন্নয়ন কর্মী

ঘ. উন্নয়নকর্মীর কমিশন কোন তহবিল থেকে দেয়া হয়? পরিচালকদের তহবিল / গ্রাহকের মুদারাবা তহবিল

ঙ. এক কর্মী অন্য কর্মীর কমিশন আত্মসাৎ করে কি না? হ্যাঁ / না

Dhaka University Institutional Repository

১০. দাবী প্রদান

ক. আবেদনের পর সাধারণত কতদিনের মধ্যে মৃত্যু দাবী পরিশোধ করা হয়? ১৫-২০ দিন/ ২০-৩০ দিন/ ১-২ মাস

খ. আবেদনের পর সাধারণত কতদিনের মধ্যে মেয়াদোত্তীর্ন দাবী পরিশোধ করা হয়? ১৫-২০ দিন/ ২০-৩০ দিন/ ১-২ মাস

গ. আবেদনের পর সাধারণত কতদিনের মধ্যে এসবি এর টাকা প্রদান করা হয়? ১৫-২০ দিন/ ২০-৩০ দিন/ ১-২ মাস

ঘ. দাবী নাকচ হলে সার্ভিস চার্জ বাদ দিয়ে মুদারাবা অংশের বাকি টাকা গ্রাহক ফেরত পান কি না? হ্যাঁ / না

ঙ. গ্রাহক পলিসি সারেন্ডার করলে তা সমর্পণে সময় লাগে কতদিন? ১৫-২০ দিন/ ২০-৩০ দিন/ ১-২ মাস

১১. হিসাব পদ্ধতি

ক. পলিসি ও শেয়ারহোল্ডারের হিসাব আলাদা কি না? হ্যাঁ / না

খ. মুদারাবা ও তাবাররু হিসাব আলাদা কি না? হ্যাঁ / না

গ. কোন মডেল অনুসরণ করা হয়? মুদারাবা / ওয়াকালা / অন্যান্য

ঘ. লভ্যাংশ প্রদানের পদ্ধতি কোনটি সারপ্লাস / অন্য কোন পদ্ধতি

ঙ. সকল শাখা পর্যায়ে গ্রাহক তার হিসাবের স্থিতি ও অন্যান্য তথ্য জানার সুযোগ আছে কি না?

১২. শরী'য়ার বিধি বিধান পরিপালন

ক. হেড অফিস ও শাখা পর্যায়ে সালাত আদায়ের নির্দিষ্ট জায়গা আছে কি না? হ্যাঁ / না

খ. মহিলা কর্মকর্তাগণ পর্দার সাথে অফিস করেন কি না? হ্যাঁ / না

গ. অফিসে তালিমের ব্যবস্থা আছে কি না? হ্যাঁ / না

ঘ. মহিলাদের পৃথক বসার ব্যবস্থা আছে কি না? হ্যাঁ / না

ঙ. বিধি বিধান পালনে উৎসাহ দানের নিমিত্তে সার্কুলার প্রদান করা হয় কি না? হ্যাঁ / না

১৩. ইসলামী বীমা বিষয়ক জ্ঞান অর্জন

ক. উন্নয়ন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কি না? হ্যাঁ / না

খ. ডেস্ক কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় কি না? হ্যাঁ / না

গ. বীমা গ্রাহকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা হয় কি না? হ্যাঁ / না

ঘ. ইসলামী বীমার জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কোম্পানি কর্তৃক কোন প্রকাশনা বের করেছে কি না? হ্যাঁ / না

ঙ. হেড অফিস ও শাখা পর্যায়ে লাইব্রেরী আছে কি না? হ্যাঁ / না

Dhaka University Institutional Repository

১৪. বার্ষিক গোপণীয় প্রতিবেদন বা এসিআর

ক. শরী'য়াহ পরিপালনের বিষয়ে কোন মার্কস আছে কি না? হ্যাঁ / না, থাকলে নাম্বার কত?

খ. শরী'য়াহ বিষয়ক মার্কস প্রদান চুড়ান্ত করেন কে? শরী'য়াহ কাউন্সিল চেয়ারম্যান / সদস্য সচিব / ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ

গ. শরী'য়াহ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য কোন সার্কুলার প্রদান করা হয়েছে কি না? হ্যাঁ / না

ঘ. শরী'য়াহ বিষয়ে পাশ না করলে প্রমোশন বা ইনক্রিমেন্ট পেতে কোন বাঁধা আছে কি না? হ্যাঁ / না

ঙ. শরী'য়াহ বিষয়ে পাশ করার জন্য কার্যকরী কোন পদক্ষেপ আছে কি না? হ্যাঁ / না

১৫. যে প্রতিষ্ঠানের সাথে রি-ইন্স্যুরেন্স করা হয়েছে তা কি ইসলামী ? হ্যাঁ / না। হ্যাঁ হলে রি-ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠানের নামঃ

১৬. গ্রাহক আত্মহত্যায় মারা গেলে তার নমিনী বীমা দাবী পান কি না? হ্যাঁ / না

১৭. প্রথম গর্ভধারণকালে বীমা নেয়া যাবে কি না? হ্যাঁ / না

১৮. অনুগ্রহপূর্বক শরী'য়াহ পরিদর্শনের একটি প্রতিবেদন সংযুক্ত করুন ঃ সংযুক্ত ? হ্যাঁ / না

১৯. পুরা কোম্পানি ইসলামী না হলে ইসলামী শাখা বা উইংয়ের জন্য আলাদা ব্যালেন্সশীট তৈরি করা হয় কি না? হ্যাঁ / না

২০. বিবিধ

ক.নমিনীকে বীমা দাবীর চেক প্রদানকালে উত্তরাধীকার অনুযায় বণ্টনের কথা কোম্পানি বলে কি না? হ্যাঁ / না

খ. গ্রাহক পলিসি গ্রহন করেন কিভাবে? নিজ উদ্যোগে / অন্যের প্ররোচনায়

গ.কোম্পানির শাখা পর্যায়ের অফিস দূর দুরান্তে স্থানান্তর হয় কি না? হ্যাঁ / না

আপনার দৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শরী'য়াহ ভিত্তিক জীবন বীমা পরিচালনায় যে সকল ত্রুটি হতে পারে ঃ

মতামত ও পরামর্শ ঃ

স্বাক্ষর, তারিখ ও সীল

সদস্য সচিব বা মুরাকিব বা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট চ.

ইসলামী বীমায় শরী'য়াহ অডিটের ফরমেটের নমুনা

(ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির শাখা অফিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১. অফিসের নাম ও কোড ঃ অডিটের তারিখ ঃ

বিগত অডিটের তারিখ ঃ

২. ইনচার্জের নাম, পদবী ও কোড ঃ

৩. অধীনস্থ অফিস সমূহের বিবরণ ঃ সার্ভিসিং= জোন= ফপিআর = সাংগঠনিক = ইউনিট=

৪. পদবী ও বিভাগ সহ দাপ্তরিক কর্মকর্তার সংখ্যা ঃ

৫. পদবী ও বিভাগ সহ উন্নয়ন কর্মকর্তার সংখ্যা ঃ

অরন	এফএ	ইউএম	বিএম	বিসি	ডিসি	আরসি	ডিআইভিসি	এসভিপি	জেইভিপি	ইভিপি	এসইভিপি	মোট
সক্রিয়												
নিক্রিয়												

❒ নিষ্ক্রিয় উন্নয়ন কর্মী বা কর্মকর্তাদের সক্রিয় করার ব্যপারে অফিস ইনচার্জ বা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

৬. অডিটকালে অফিসে উপস্থিতির সংখ্যা ঃ

দাপ্তরিক,পুরুষ = উন্নয়ন, পুরুষ = গ্রাহক, পুরুষ = সুধী, পুরুষ =
মহিলা= মহিলা= মহিলা = মহিলা =

৭. শরী'য়ার দৃষ্টিতে জনশক্তির নৈতিক অবস্থা ও অফিস পরিবেশ ঃ

ক. জনশক্তির শরী'য়াহ বিষয়ক জ্ঞান ঃ ☐ সন্তোষজনক % ☐ ভালো % ☐ সন্তোষজনক নয় %

খ. জনশক্তির ইসলামী বীমা বিষয়ক জ্ঞান ঃ☐ সন্তোষজনক % ☐ ভালো % ☐ সন্তোষজনক নয় %

গ. জনশক্তির ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার আগ্রহঃ☐ সন্তোষজনক %☐ ভালো%☐সন্তোষজনক নয় %

❒ সন্তোষজনক হওয়ার কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন) ঃ

☐ নিজ উদ্যোগে কুরআন, হাদীস, ইসলামী সাহিত্য এবং কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত বই ও জার্নাল সংগ্রহ করে অধ্যয়ন

☐ নিয়োগের ক্ষেত্রে ইমাম, মুয়াজ্জিন, স্কুল-কলেজ-মাদরাসার শিক্ষক ও ইসলামী আদর্শ অনুসারীদের অগ্রাধিকার প্রদান

☐ কোম্পানি ও নিজ উদ্যোগে আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সভায় অংশগ্রহণ

☐ বার্ষিক মান যাচাই প্রতিবেদনে শরী'য়াহ সম্পর্কীত বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা

☐ অন্যান্য

☐

☐

❐ সন্তোষজনক না হওয়ার কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন) ঃ

☐ নিয়মিত পাঠাভ্যাস ও তা'লীমের ব্যবস্থা না থাকা

☐ অনুকূল পরিবেশ ও কোন কোন ইনচার্জ বা কর্মকর্তার আন্তরিকতার অভাব

☐ ইনচার্জের অজ্ঞতা ও কর্মীদের এ বিষয়ে অনুপ্রেরণা না দেওয়া

☐ নিজ উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সভার ব্যবস্থা না করা

☐ পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা

☐ অন্যান্য

☐

☐

☐

ঘ. অফিসে নামাজের ব্যবস্থা ঃ ☐ আছে ☐ নেই

❐ নামাজের ব্যবস্থা না থাকার কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন) ঃ

☐ এক রুম বিশিষ্ট ছোট অফিস কক্ষ যাতে নামাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়

☐ অফিসের অতি নিকটে মসজিদ রয়েছে

☐ কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি

☐ অন্যান্য

☐

☐

ঙ. মহিলাদের পৃথক বসার ব্যবস্থা ঃ ☐ আছে ☐ নেই

❐ পৃথক বসার ব্যবস্থা না থাকার কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন) ঃ

☐ কোম্পানির বিধি মোতাবেক মহিলাগণ চেয়ার-টেবিল পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি

☐ মহিলা কর্মীদের সার্বক্ষণিক অফিসে বসে কাজ করতে হয় না

☐ মহিলা কর্মকর্তাগণ শুধু আদায়কৃত প্রিমিয়ামের টাকা জমা ও উন্নয়ন বা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে অফিসে আসেন

☐ পর্যাপ্ত জায়গার অভাব

☐ অন্যান্য

☐

☐

Dhaka University Institutional Repository

চ. (i) তা'লীমের ব্যবস্থা ঃ ☐ আছে (ii) ধরণ ☐ দারসুল কুর'আন ☐ দারসুল হাদীস ☐ বই পাঠ ☐ বিষয়ভিত্তিক আলোচনা (iii) মাসে কয়টি তা'লীম হয় : টি ☐ তা'লীমের ব্যবস্থা নেই

☐ তা'লীমের ব্যবস্থা না থাকার কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন) ঃ

☐ অফিসে সময়মত কর্মকর্তাগণের উপস্থিতি না থাকা

☐ অধিকাংশ অফিসে ক্যাশিয়ার ছাড়া অন্য কোন উন্নয়ন কর্মকর্তা নিয়মিত অফিস করেন না

☐ অফিসে তা'লীম প্রদান করার মত কর্মকর্তা না থাকা

☐ তা'লীম গ্রহণে আগ্রহী কর্মকর্তা নেই

☐ অফিস এত ছোট যে, সেখানে তা'লীম করার মত পরিবেশ নেই

☐ অন্যান্য

☐

☐

৮. ব্যাংক একাউন্ট ঃ ☐ আছে ☐ ব্যাংকের নাম-

☐ নেই

☐ ব্যাংক একাউন্ট না থাকার কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন) ঃ

☐ অফিসের যৌক্তির সীমানায় কোম্পানি কর্তৃক একাউন্ট খোলার চুক্তিকৃত কোন ব্যাংকের শাখা নেই

☐ ব্যাংক একাউন্ট খোলার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন

☐ ব্যাংক একাউন্ট খোলার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি

☐ অফিসে ক্যাশিয়ার নেই

☐ অন্যান্য

☐

☐

৯. শরী'য়ার দৃষ্টিতে আয় ও ব্যয় ঃ☐ সঠিক ☐ সঠিক নেই ☐ সঠিক না থাকার কারণ ও তা দূর করার উপায় ঃ

১০. শরী'য়ার দৃষ্টিতে দাবী পরিশোধ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিঃ ☐ সঠিক আছে ☐ সঠিক নেই ☐ সঠিক না থাকার কারণ ও তা দূর করার উপায় ঃ

১১. শরী'য়ার দৃষ্টিতে ঋণ বা বিনিয়োগ প্রদান পদ্ধতি ঃ ☐ সঠিক আছে ☐ সঠিক নেই ☐ সঠিক না থাকার কারণ ও তা দূর করার উপায় ঃ

১২. শরী'য়ার দৃষ্টিতে কমিশন প্রদানের পদ্ধতি ঃ ☐ সঠিক আছে ☐ সঠিক নেই ☐ সঠিক না থাকার কারণ ও তা দূর করার উপায় ঃ

১৩. শরী'য়ার দৃষ্টিতে প্রকাশনা সমূহ ঃ ☐ সঠিক আছে ☐ সঠিক নেই ☐ সঠিক না থাকার কারণ ও তা দূর করার উপায়ঃ

১৪. লাইব্রেরী ঃ ☐ আছে ☐ রেজিস্ট্রার আছে ☐ বই সংখ্যা = ☐ পাঠক সংখ্যা =

☐ লাইব্রেরী নেই ☐ রেজিস্ট্রার নেই ☐ লাইব্রেরী না থাকার কারণ ঃ

□
□

১৫. পলিসি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা বা অস্বচ্ছতা ঃ □ আছে % □ নেই %

❒ পলিসি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা বা অস্বচ্ছতার ধরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন) ঃ

□ এসবি বা প্রত্যাশিত বীমা সুবিধাকে স্পেশাল বোনাস বলে অভিহিত করেন
□ পলিসিতে দ্বিগুণ বা তিনগুণ লাভ দেওয়া হবে এমন কথা বলা
□ প্রস্তাবপত্রে উল্লিখিত বিষয়সমূহের উপর সুস্পষ্ট ধারণার অভাব লক্ষ করা গেছে
□ মৃত্যু জনিত বীমা দাবী নাকচের কারণ সম্পর্কে অজ্ঞতা রয়েছে
□ নির্দিষ্ট মেয়াদের কম বীমা মেয়াদ বলে পলিসি বিক্রয় করা
□ অন্যান্য
□
□

১৬. গ্রাহকদের মূল্যায়ন ঃ

ক. গ্রাহক সেবার মান ঃ □ সন্তোষজনক %□ ভালো % □ সন্তোষজনক নয় %

❒ গ্রাহক সেবার মান সন্তোষজনক হওয়ার কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন) ঃ

□ স্থানীয় অফিস থেকে গ্রাহকদের সার্বিক সহযোগিতা দেওয়া হয়
□ সুদমুক্ত ও সমহার প্রিমিয়াম
□ মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ কর্মকর্তা ইসলামী অনুশাসন মেনে চলেন
□ কর্মীদের কথা ও কাজে মিল রয়েছে
□ গ্রাহকদের সাথে উন্নয়ন কর্মী বা কর্মকর্তাগণ নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন
□ অন্যান্য
□
□

❒ গ্রাহক সেবার মান সন্তোষজনক না হওয়ার কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন) ঃ

□ প্রত্যাশিত বীমা সুবিধা ও বীমা দলিল যথাসময়ে না পাওয়া
□ বীমা করানোর পর কর্মী বা কর্মকর্তাগণ পূর্বের ন্যায় আর যোগাযোগ করেন না
□ অন্যান্য
□
□

খ. গ্রাহকের পলিসি সম্পর্কিত ধারণা ঃ□ সন্তোষজনক % □ ভালো %□ সন্তোষজনক নয় %

❒ গ্রাহকের পলিসি সম্পর্কিত ধারণা সন্তোষজনক হওয়ার কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন) ঃ

□ মাঠ কর্মী বা কর্মকর্তা ও অফিসের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা

Dhaka University Institutional Repository

- ☐ গ্রাহককে বুঝানোর পরে বীমা করানো হয়
- ☐ অন্যান্য
  - ☐
  - ☐
  - ☐

❒ গ্রাহকের পলিসি সম্পর্কিত ধারণা সন্তোষজনক না হওয়ার কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন) ঃ

- ☐ জ্ঞানগত ঘাটতি ও সচেতনতার অভাব
- ☐ মাঠ কর্মকর্তাগণ গ্রাহককে সঠিক তথ্যাবলি জানানোর গুরুত্ব অনুভব না করা
- ☐ গ্রাহকদের জানার আগ্রহ কম ও ব্যস্ততা
- ☐ জেনে বুঝে বীমা গ্রহণ না করে আত্মীয় বা পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে বীমা গ্রহণ করা
- ☐ অন্যান্য
  - ☐
  - ☐

১৭. প্রশিক্ষণঃ ☐ গত এক বছরে কয়টি প্রশিক্ষণ হয়েছে– টি☐ মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা– জন

❒ প্রশিক্ষণ শিরোনাম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন) ঃ

- ☐ পেশা হিসেবে ইসলামী জীবনবীমার গুরুত্ব
- ☐ পরিকল্প পরিচিতি ও বিক্রয় কৌশল
- ☐ জীবনবীমা পেশায় সফলতার উপায়
- ☐ কুর'আন সুন্নাহর আলোকে জীবনবীমা
- ☐ অন্যান্য
  - ☐
  - ☐
- ☐ সংগঠন তৈরি, সংরক্ষণ, সম্প্রসারন ও তত্বাবধান পদ্ধতি
- ☐ ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মপদ্ধতি ও কর্মকৌশল
- ☐ অত্যবশ্যকীয় অবলিখন নীতিমালা ও প্রস্তাবপত্র পূরনের পদ্ধতি
- ☐ গ্রাহক সেবা ও বীমা দাবী নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা

❒ সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ নিয়মিত হচ্ছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

১৮. স্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক, সূধী, ডেস্ক ও উন্নয়ন কর্মকর্তার নিকট থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ ঃ

১৯. মুরাকিব বা অডিটরের মন্তব্য ঃ

দাপ্তরিক কর্মকর্তার স্বাক্ষর (সীল সহ) অফিস ইনচার্জের স্বাক্ষর (সীল সহ) অডিটরের নাম ও স্বাক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট ছ.

ইসলামী বীমায় শরী'য়াহ কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদনের নমুনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

শরী'য়াহ কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন- ২০১৪

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা ও তাঁর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবাগণের প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করত: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড-এর শরী'য়াহ কাউন্সিলের বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৪ উপস্থাপন করা হলো–

২০১৪ সালে শরী'য়াহ কাউন্সিল পূর্ণাঙ্গ কমিটি ৪টি, নির্বাহী কমিটি ৩টি, গবেষণা কমিটি ২টি এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর গঠিত সাব-কমিটি ২টি সভায় মিলিত হয়ে পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত বিষয়াদিসহ কোম্পানির কার্যাবলি পর্যালোচনা পূর্বক ৫৯টি শরয়ী সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রদান করেছে। এ ছাড়া, উন্নয়ন সভা, সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শরী'য়াহ কাউন্সিলের সদস্যগণ অংশগ্রহণ করে শরী'য়াহ বিষয়ে বক্তব্য পেশ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

২০১৪ সালে শরী'য়াহ কাউন্সিলের মুরাকিবগণ কোম্পানির ৫৪টি অফিস নিরীক্ষা পূর্বক বিস্তারিত যে প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন তা কাউন্সিলের সভায় পর্যালোচনা পূর্বক প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

শরী'য়াহ কাউন্সিল কোম্পানি কর্তৃক অনুসৃত কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ, সংশ্লিষ্ট নথিপত্র এবং যাবতীয় লেনদেন যাচাই-বাছাই, মুরাকিবগণ কর্তৃক অফিস পরিদর্শন প্রতিবেদন নিরীক্ষা করে নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করছে–

১. আলোচ্য বছরে প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড কর্তৃক অনুসৃত নীতিমালা, ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ, লেনদেন এবং চুক্তিপত্র যাচাই করে দেখা গেছে যে, সামগ্রিক কার্যাবলি পরিচালিত হয়েছে যথাসম্ভব শরী'য়াহ কাউন্সিলের নির্দেশনা মোতাবেক।
২. শরী'য়াহ নীতিমালা ও বিধি-বিধান অনুযায়ী চিহ্নিত সন্দেহযুক্ত আয় সমূহ বণ্টনযোগ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।
৩. কোম্পানির বার্ষিক ব্যালেন্সশিট পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, তাতে শরী'য়াহ নীতিমালা যথাসম্ভব পরিপালন করা হয়েছে।
৪. শরী'য়াহ মোতাবেক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয়েছে অধিকতর সতর্কতা ।
৫. তাবাররু হিসাবের ক্ষেত্রে আনয়ন করা হয়েছে যথাসম্ভব স্বচ্ছতা ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশেষ করে জীবনবীমায় শরী'য়াহ পরিপালনের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমীন!

অধ্যক্ষ সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী
চেয়ারম্যান, শরী'য়াহ কাউন্সিল।[৩৪৬]

---

৩৬১. Prime Islami Life Insurance Ltd. '*Annual Report 2014*'. (Dhaka : Prime Islami Life Insurance Ltd), Page no 66

পরিশিষ্ট জ.

"সেন্ট্রাল শরী'য়াহ্ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইনসিওরেন্স অব বাংলাদেশ" এর পরিচিতি ও কার্যক্রম

প্রত্যেকটি ইসলামী বীমা কোম্পানির শরী'য়াহ কাউন্সিল বা বোর্ডের কার্যক্রম একই নীতিমালার আলোকে পরিচালনার জন্য এবং ইসলামী বীমার উন্নয়নে ১টি কেন্দ্রীয় শরী'য়াহ কাউন্সিল গঠন অতীব প্রয়োজন বলে ইসলামী বীমা কোম্পানিগুলো অনুভব করে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে ২০ জুন, ২০০২ তারিখে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব আল্লামা উবায়দুল হক (রহঃ) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইসলামী বীমা কোম্পানি সমূহের শরী'য়াহ কাউন্সিল বা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব এবং কোম্পানির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের যৌথ সভায় বাংলাদেশের ইসলামী বীমা কোম্পানিসমূহের জন্য কেন্দ্রীয় শরী'য়াহ কাউন্সিল হিসেবে 'সেন্ট্রাল শরী'য়াহ্ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইনসিওরেন্স অব বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

১৩ অক্টোবর ২০০২ তারিখে বায়তুল মোকাররম জাতীয় সমজিদের খতিব আল্লামা উবায়দুল হক (রহঃ) এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইসলামী বীমা কোম্পানিসমূহের শরী'য়াহ কাউন্সিল বা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্য সচিব এবং কোম্পানির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের দ্বিতীয় যৌথ সভায় 'সেন্ট্রাল শরী'য়াহ্ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইনসিওরেন্স অব বাংলাদেশ" গঠন করা হয়। উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব আল্লামা উবায়দুল হক (রহঃ) কে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষ সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরীকে সেক্রেটারী জেনারেল (বর্তমানে চেয়ারম্যান) ও অধ্যাপক মাওঃ এবিএম মাছুম বিল্লাহকে সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল (বর্তমানে সেক্রেটারী জেনারেল) করে সেন্ট্রাল শরী'য়াহ্ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইনসিওরেন্স অব বাংলাদেশ এর প্রথম কমিটি গঠন করা হয়।[৩৪৭]

কাউন্সিল কর্তৃক দাখিলকৃত সংঘ স্মারক ও গঠনতন্ত্রের আলোকে রেজিষ্ট্রার অব জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস কর্তৃক ৪ মার্চ, ২০০৯ তারিখে কাউন্সিলকে সরকারী নিবন্ধন দেয়া হয়। যার নিবন্ধন নম্বর (এস) ৮৯৬৯।[৩৪৮]

---

৩৪৬. '*তাকাফুল জার্নাল ২০১৪*' প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা নং ৫
৩৪৭. প্রাগুক্ত।

'সেন্ট্রাল শরী'য়াহ্ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইনসিওরেন্স অব বাংলাদেশ' যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো-

১. কাউন্সিল বীমা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরী'য়াহ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ইসলামী বীমা কোম্পানিসমূহের পরিচালনা পরিষদ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেয়া।
২. বাংলাদেশের ইসলামী বীমা কোম্পানি বা প্রকল্পসমূহের যাবতীয় কার্যক্রম শরী'য়াহ নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পরীক্ষ-নিরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজনবোধে শরী'য়াহ কাউন্সিল যে কোন সদস্য কোম্পানি বা প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় বা কেন্দ্রীয় কার্যালয় বা যেকোন শাখা ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অবহিত করে পরামর্শ দেয়া।
৩. শরী'য়াহ সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও অন্য কোন বিষয়ে যদি কোন ইসলামী বীমা কোম্পানি বা প্রকল্পের শরী'য়াহ বোর্ড বা কাউন্সিল, বোর্ড অব ডিরেক্টরস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মতামতের জন্য কাউন্সিলে প্রেরণ করেন তাহলে কাউন্সিল সে বিষয়ে মতামত দেবে।
৪. কাউন্সিলের প্রতি কোন সদস্য কোম্পানি বা প্রকল্পের কোন বিষয় সম্পর্কে শালিসির দায়িত্ব অর্পিত হলে কাউন্সিল এ দায়িত্ব পালন করবে।
৫. কাউন্সিল ইসলামী বীমা কোম্পানি বা প্রকল্পসমূহের কর্মরত জনশক্তিকে মতবিনিময়, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শরী'য়াহ বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবে।
৬. শরী'য়াহ সংক্রান্ত বিষয়ে অধিকাংশ ফকীহ্ সদস্যদের মতামতই কাউন্সিল এর মতামত হিসাবে গণ্য হবে।
৭. অন্য কোন বীমা কোম্পানি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সাধারণ প্রতিষ্ঠান বীমা বা অর্থনৈতিক কোন বিষয়ে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী জানতে চাইলে কাউন্সিল উক্ত বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করবে।
৮. ইসলামী বীমা কোম্পানি বা প্রকল্পসমূহকে কোন নতুন পদ্ধতি চালু করার পূর্বে সে বিষয়ে কাউন্সিল শরী'য়াহ মোতাবেক পরামর্শ দেবে।
৯. শরী'য়াহ সংক্রান্ত বিষয়ে কাউন্সিল ইসলামী বীমা কোম্পানি বা প্রকল্পসমূহে জড়িত ব্যক্তি ও উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।
১০. ইসলামী বীমা কোম্পানি বা প্রকল্পসমূহের শরী'য়াহ নীতিমালা প্রনয়নের জন্য কাউন্সিল পরামর্শ ও সহযোগিতা করবে।
১১. বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে শরী'য়াহ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করবে।

১২. কাউন্সিল শরী'য়াহ সুপারভাইজারী কাউন্সিলের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবে।
১৩. ইসলামী বীমা কোম্পানি হতে দাতব্য কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য আর্থিক অনুদান সংগ্রহের ব্যবস্থা করবে।

কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ

চেয়ারম্যান

অধ্যক্ষ সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী
প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ভাইস চেয়ারম্যান

প্রফেসর মাওঃ মোঃ সালাহ উদ্দীন
খতীব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা।

সেক্রেটারী জেনারেল

অধ্যাপক মাওঃ এবিএম মাছুম বিল্লাহ
সদস্য সচিব, শরী'য়াহ বোর্ড, গোল্ডেন লাইফ ইনসিওরেন্স লিমিটেড।

সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল

জনাব আবুল কালাম আজাদ
সাবেক সেক্রেটারী, তাকাফুল এক্সিকিউটিভ ফোরাম।[৩৪৯]

---

৩৪৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

অর্থনীতি মানুষের জীবনের একটি অপরিহার্য অনুসঙ্গ যা ছাড়া মানুষের জীবন অতিবাহিত করা যাবে না। এ বিশাল অর্থনীতি পরিচালনায় ইসলামের রয়েছে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা। কীভাবে অর্থ উপার্জন ও কীভাবে তা ব্যয় করবে এ বিষয়ে কুর'আন ও হাদীস তথা ইসলামী শরী'য়াহতে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। কুর'আন ও হাদীসের আলোকে অর্থনীতি পরিচালনা করা হলেই তাকে ইসলামী অর্থনীতি বলা হয়। বর্তমান বিশ্বে অর্থনীতির বড় অংশটি ব্যাংক ও বীমা নিয়ন্ত্রণ করে তাই ব্যাংক ও বীমাকে ইসলামী শরী'য়াহ অনুযায়ী পরিচালনা করলে সুদের মত ভয়াবহ পাপ থেকে বেঁচে থেকে ইসলামের অনেক বিধান পালন করা মানুষের পক্ষে সহজ হবে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্ব এ বিষয়টির অনুধাবন করে তার বাস্তবায়ন শুরু করে কল্যাণ পেতে শুরু করেছে। তাই বর্তমান বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিসমূহ ইসলামী শরী'য়ার কথা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থায় ইসলামী শরী'য়ার বাস্তবায়ন ঘোষণা দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে আসলেও ইসলামী শরী'য়ার বিধিবিধান বাস্তবায়নে অনেক সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছে। সমস্যাসমূহের দ্রুত সমাধান না হলে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলোকে মারাত্মক হুমকির সম্মুখিন হবে।

ব্যাংক ও বীমা ইসলামী শরী'য়াহ মোতাবেক পরিচালিত এই ঘোষণার প্রতি আস্থা স্থাপন করে দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ ইসলামী ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থাকে সহজেই প্রচলিত ব্যাংকের উত্তম বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করেছে। ক্রমান্বয়ে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা গণমানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ফলে বাংলাদেশের মত ছোট্ট একটি দেশে ২৪টি ব্যাংক ও ২৫টি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ইসলামী প্রডাক্ট বাজারে সেল করছে ও ইসলামী ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলো প্রচলিত ব্যাংক ও বীমা কোম্পানি থেকে শীর্ষে রয়েছে। ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থার সকল সম্পদের প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ সম্পদ ইসলামী ব্যাংক ও বীমা নিয়ন্ত্রণ করছে। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংক ও বীমার কার্যক্রম যদি ইসলামী শরী'য়ার প্রতিফলন বাস্তবে না হয় তথা প্রচলিত ব্যাংক ও বীমার সাথে ইসলামী ব্যাংক ও বীমার কোন পার্থক্য না থাকে তাহলে ইসলামী ব্যাংক ও বীমা ইসলাম প্রিয় জনসাধারণের আস্থা হারাবে এবং বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না প্রচলিত ব্যবস্থার মত ব্যর্থ হবে ফলে সমাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ও মহান আল্লাহর দরবারে এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে কঠোর জবাবদিহি করতে হবে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকগুলো যে সকল পদ্ধতির মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে তাহলো আল-ওয়াদি'য়াহ ও মুদারাবা। আর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করে

Dhaka University Institutional Repository

তাহলো বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, বাই ইসতিসনা, মুদারাবা, মুশারাকা, ইজারা ও হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিলক ইত্যাদি। আর ইসলামী বীমা কোম্পানিগুলো আমানত গ্রহণের ক্ষেত্রে মুদারাবা আর বিনিয়োগ প্রদানে মুদারাবা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই মুরাবাহা এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্যকে সামনে রাখলে বুঝা যায় মুদারাবা ও মুশারাকা মডেল হলো মানুষের জন্য বেশি উপকারী। বর্তমান বাংলাদেশে এ মডেল দুটির ব্যবহার বিনিয়োগে এতই অল্প মাত্রায় করা হয় যা দৃশ্যপটে আসে না। তবে সাধারণ মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে এ পদ্ধতিদ্বয়ের ব্যবহার করতে ব্যাংক হিমশিম খাচ্ছে বা বিনিয়োগ দিচ্ছে না। আবার যারা নৈতিক মানে উন্নত ও ব্যবসায়ে দক্ষ তারা ব্যাংককে তাঁর সাথে লাভে ভাগাভাগি করতে চায় না। সমস্যা থেকে উত্তোরণের পথ বের করে পদ্ধতিদ্বয়ের ব্যবহার সময়ের দাবী।

বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক ও বীমাগুলো যে ইসলামী মুডসমূহ ব্যবহার করেন তা অনেকখানি বিল-ভাউচারে সাজানোর মতই মনে হয়। আবার যারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামী অর্থনীতির আলোকে বিনিয়োগ করতে চান তাঁরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন হলেও অনেক ক্ষেত্রেই সফল হতে পারেন। শরী'য়ার চাহিদার আলোক মুড মুডগুলোর প্রকৃত ব্যবহার অত্যাবশ্যক।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হলে ইসলামী ব্যাংক ও বীমাসমূহের বিনিয়োগ পদ্ধতি প্রয়োগে বিদ্যমান সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে, ইসলামী ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থা যে হারে বিকশিত হচ্ছে তার সাথে সঙ্গতি রেখে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি সরবরাহের লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথা বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোতে ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী বীমা বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তন করতে হবে। ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা বিষয়ে বইপত্র, জার্নাল, সাময়িকী, গবেষণাপত্র ও প্রয়োজনীয় টেক্সবই প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ নিতে হবে।

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে ইজতিহাদের আলোকে ওলামায়ে কেরামের নতুন বিনিয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে যুগোপযোগী গবেষণা অব্যাহত রাখতে হবে। গ্রাহকগণকে ইসলামী ব্যাংকিং ও ইসলামী তাকাফুল বা বীমা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, আলোচনা সভার পাশাপাশি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে ব্যবহার করতে হবে। ফলে সুদের বিপক্ষে ও ইসলামী ন্যায়-নীতির পক্ষে জনমত গড়ে তোলার মাধ্যমে দারিদ্রমুক্ত সমাজ উপহার দেয়া সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. সম্পাদনা পরিষদ : *আল কুর'আনুল কারীম*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

২. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল বুখারী : *সহীহ আল বুখারী*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী

৩. আবু আবদুল্লাহ ইবন মাজা : *সুনানে ইবনে মাজা*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী

৪. মাকতাবাতুশ শামেলা ২য় সংস্করণ : সহীহ মুসলিম

৫. " " : সহীহ বুখারী

৬. " " : ইবনে মাযাহ

৭. " " : সুনানে নাসাঈ

৮. " " : সুনানে তিরমিযি

৯. " " : মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা

১০. " " : মুসনাদে আহমাদ

১১. " " : আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি

১২. " " : গারিবুল হাদীস লিইবনে কুতাইবা

১৩. " " : মুয়াত্তায়ে মালিক

১৪. " " : আল মুজামুল আওসাত লিততিবরানী

১৫. মজিবুর রহমান : *ব্যাংকিং*, ঢাকা: আতিকুর রহমান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২

১৬. মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান : *উচ্চতর ব্যাংকিং ও বীমা*, ঢাকা: দি যমুন পাবলিশার্স ২০০০

১৭. সম্পাদনা পরিষদ : *টেক্সট বুক অন ইসলামিক ব্যাংকিং*, ঢাকা: ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২০০৪

১৮. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৮

১৯. ইকবাল কবীর মোহন : *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, ঢাকা: জেরিন পাবলিশার্স, সপ্তম প্রকাশ, মে, ২০১৪

২০. এ. এ. এম. হাবীবুর রহমান : *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: হেলেনা পারভীন, পঞ্চম সংস্করণ, মার্চ ২০১৩

২১. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামিক ফাইন্যান্স* ২য় সংখ্যা, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, মে ২০০৫

২২. আজিজ আহমেদ সাদেক

Dhaka University Institutional Repository

রেজা এম. এ. কালাম : *বীমা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা: কমার্স পাবলিকেশন্স, সপ্তম প্রকাশ, জুন, ২০১১

২৩. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান : *আরবী বাংলা ব্যবহারিক অভিধান*, ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করণ মার্চ, ২০১১

২৪. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী : *ইসলামী বীমা : পরিচিতি ও প্রেক্ষাপট*, ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, দ্বিতীয় প্রকাশ, মে ২০১১

২৫. ড. বি. এম. মফিজুর রহমান আল আযহারী : *জাতীয় সেমিনার স্মরণিকা-০৯*, ইসলামী বীমার শরয়ী ভিত্তি' *শীর্ষক প্রবন্ধ*, ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, ২০০৯

২৬. প্রফেসর ড. আ ক ম আবদূল কাদের : *কুর'আন-হাদীসের আলোকে ইসলামী জীবনবীমা*, ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, ফেব্রুয়ারী ২০১৪

২৭. মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী : *ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাংকিং-এর রুপরেখা*, ঢাকা: মাহমুদা রহমান, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬

২৮. ড. মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন : *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,

২৯. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক শরীয়াহ ম্যানুয়াল*, ঢাকা: আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, মার্চ ২০১২

৩০. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী : *ইসলামী বীমা : পরিচিতি ও প্রেক্ষাপট*, ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, দ্বিতীয় প্রকাশ : মে ২০১১

৩১. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী : *ঝুঁকি ও বীমা*, ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, প্রকাশকাল, জানুয়ারী ২০১২

৩২. সম্পাদনা পরিষদ : *তাকাফুল জার্নাল ২০১৪*, ঢাকা: বাংলাদেশের ইসলামী বীমা কোম্পানিসমূহের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ কাউন্সিল, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১৪

৩৩. ডা. জাকের নায়েক : *সুদমুক্ত অর্থনীতি*, ঢাকা: পিস পাবলিকেশন

৩৪. মোঃ আসাদুজ্জামান : *ইসলামী ব্যাংকিং ঃ কিছু ভ্রান্তি কিছু প্রশ্ন,* ঢাকা: যমুনা ব্যাংক লিমিটেড

৩৫. আলী হায়দার আমীন আফিন্দি : *দুরারুল হুক্কাম ফি ইলমিল আহকাম'* লেবানন: দারুল কুতুব আল ইসলামিয়্যাহ

৩৬. মুহাম্মদ শামসুল হুদা ও মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা : *ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ পদ্ধতি : শরীয়াহ নীতিমালা*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০১১

৩৭. শায়খ আল ইমাম মুওয়াফফিকুদ্দিন আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবেন আহমদ ইবনে কুদামা : *আল মুগনি*, লেবানন, দারুল ফিকর, ৪র্থ খন্ড, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৪

৩৮. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution) : *শরী'য়াহ স্ট্যান্ডার্ড-১০*, বাহরাইন: মে ২০০২

৩৯. মোঃ মুখলেছুর রহমান : *ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীয়াহ পরিপালন*, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, জুন, ২০০৪

৪০. শায়খুল ইসলাম বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবি বকর আল ফারগানী আল মুরগানানী : *আল হিদায়াহ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারী, ১৯৯৮

৪১. মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী : ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি (সমস্যা ও সমাধান), ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, অনুবাদ মুফতী মুহাম্মদ জাবের হোসাইন, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ২০০৮

৪২. ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর ইবনে মাসউদ আল কাছানী আল হানাফী : *বাদাইউস সানাই*, লেবানন: দারুল কিতাব আল আরাবী, ৫-৬ খন্ড, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৮২

৪৩. অধ্যপক এম মুজাহিদুল ইসলাম : *বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ঃ সাফল্য-অসাফল্য সমস্যা ও দিকনির্দেশনা'* শীর্ষক প্রবন্ধ, দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই, ২০০৪

৪৪. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামিক ব্যাংকস সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড জার্নাল*, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯,

৪৫. এ. জেড. এম শামসুল আলম : *ইসলামী ব্যাংকিং এর ইসলামী সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ*, দৈনিক সংগ্রাম, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, ২৩ জুলাই, ২০০৪

৪৬. শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান : *ইসলামী ব্যাংকিং ঃ পেছনে ফিরে দেখা*, ঢাকা: বিক্রম পাবলিকেশন্স, জুলাই, ২০০৪

৪৭. মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা : *ইসলামী ব্যাংকিং নতুন প্রোডাক্ট নতুন ভাবন*, ঢাকা: মুনিরাতুল কুবরা,

Dhaka University Institutional Repository

মে, ২০১৩
৪৮. নির্মল চন্দ্র পাল : *বীমা আইন (সর্বশেষ সংশোধনসহ)*, (ঢাকা: শামস পাবলিকেশন্স, পঞ্চম সংস্করণ: জুন, ২০১১)
৪৯. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী : *ইসলামী জীবনবীমা : বর্তমান প্রেক্ষিত*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৬
৫০. সম্পাদনা পরিষদ : *জাতীয় সেমিনার স্মরনিকা-০৯*, ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
৫১. সম্পাদনা পরিষদ : *জাতীয় সেমিনার স্বরণিকা -৭*, ঢাকা: প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড
৫২. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী বীমা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ কাউন্সিল ফর ইসলামিক ইন্স্যুরেন্স অব বাংলাদেশ, ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬
৫৩. আররাগিব আল ইস্পাহানী : *আল মুফরাদাতু ফি গারিবিল কুর'আন*, প্রথম খন্ড
৫৪. ড. ইউসুফ হামিদ আল আলিম : *আল মাকাসিদুস আম্মা লিশ শারীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ*, রিয়াদ : আল মাহমুদ আলাম আল ইসলামী, ১৪১৫ হিজরী
৫৫. ড. মুহাম্মদ আত তাহের আর রিযকী : *মানবাধিকার ও দন্ডবিধি*, ঢাকা : ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০৮
৫৬. ড. আব্দুল করিম যায়দান : *আল মাখদাল লিদ দিরাসাতিশ শরীয়াতিল ইসলামিয়াহ*, আলেকজান্দ্রিয়া: দারু উমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৬৯
৫৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : *মাকাসিদে শরী'আহর আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০১৬
৫৮. মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার : *মাকাসিদ আশ শরী'আহ ও ইসলামের সৌন্দর্য*, ঢাকা : মুক্তদেশ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ২০১৫
৫৯. ড. ইউসুফ আল কারযাভী : *ইসলামী শরীয়তের বাস্তবায়ন*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৯
৬০. ড. ইউসুফ আল কারযাভী : *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮
৬১. ড. ইউসুফ আল কারযাভী : *ইসলামী ব্যাংকিং-এ মুরাবাহা*, ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৯
৬২. লেখকমন্ডলী : *ফিকহে হানাফির ইতিহাস ও দর্শন*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪
৬৩. সম্পাদনা পরিষদ : *শরী'আহ সুপারভাইজরি কমিটির সিদ্ধান্তাবলি*, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, মে ২০১৫
৬৪. নাজমুদ্দিন আত তুফি : *রিসালাতু ফি রিআয়াতিল মাসলিহা*, লেবানন: দারুল মিসরিয়্যাহ লিবানিয়্যাহ

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আয যুহাইলি : *আল ওয়াজিফ ফি উসূলিল ফিকহিল ইসলামী*, দামেশক : দারুল খাইর, ২০০৩

৬৬. ইবনে হাযম র. : *মারাতিবুল ইজমা*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

৬৭. বিচারপতি আবদুল কাদির আওদাহ র. : *আত তাশরীউল জিনাইল ইসলামী*, বৈরুত : মুয়াসসাআনতুর রিসালাহ, ১৯৮৬

৬৮. সম্পাদনা পরিষদ : *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*, ঢাক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬

৬৯. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম : *ইসলামী শরীয়তের উৎস*, ঢাকা : খাইরুন প্রকাশনী, ২০০৬

৭০. মুহাম্মদ তাকী আমীনী : *ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪

৭১. ইবনুল কাইয়্যিম র. : *ইলামুল মুওয়াক্কিঈন আন রাব্বিল আলামিন*, লেবানন : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

৭২. মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ ইউসুফ : *মাওলানা মওদুদীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা*, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী

৭৩. মোঃ মুখলেছুর রহমান : *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরীয়াহ বোর্ড*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, জুন, ২০০৪

৭৪. সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী ব্যাংক কোম্পানি আইন' প্রস্তাবিত*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরী'য়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ

৭৫. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক : *শরীয়াহ কাউন্সিল উপবিধি*, ঢাকা : শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

৭৬. ড. আহমদ মুহিউদ্দীন আহমাদ : '*حدود الهيات الشرعية و ادارات الموسسات المالية الاسلامية فى التأكد من الالتزام بالاحكام الشرعية*' শীর্ষক প্রবন্ধ, বাহরাইন: AOIFI কর্তৃক আয়োজিত ৩য় আন্তর্জাতিক শরীয়াহ বোর্ড নফারেন্স, ৫-৬ অক্টোবর, ২০০৩

৭৭. ওয়েবসাইট :http://www.alokitobangladesh.com/islam-&-economics/2015/05/17/137135

৭৮. ওয়েবসাইট : http//:www.ifsb.org

৭৯. ওয়েবসাইট : http//:www.inceif.org

৮০. Bangladesh Gazette Extraordinary : The Banking Companies (Amendment) Act, 1995

৮১. Md. Abdul Awal Sarker: *Islamic Banking in Bangladesh, Growth, Structure and Performance*, Harvard University : Third

Dhaka University Institutional Repository

Harvard University Forum on Islamic Finance. Cambridge: Center, 2000

৮২. Social Investment Bank Limited : *Bye Laws of the Shari'ah Board,* Social Investment Bank Limited

৮৩. Middle East Insurance Review : *World Islamic Insurance Directory 2012*

৮৪. Prime Islami Life Insurance Ltd : *Annual Report 2014*, Dhaka : Prime Islami Life Insurance Ltd, 2014

৮৫. মোঃ ফরিদ উদ্দিন : *ইসলামী ব্যাংকিং এ্যান্ড ফাইন্যান্স শীর্ষক ২৭তম প্রশিক্ষণ, ব্যাংকিং লেনদেনে শরীয়াহ পরিপালন-বিষয়ক লেকচার*, স্থান : এক্সিম ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, আয়োজনে : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংক অব বাংলাদেশ, এপ্রিল ৪-৯, ২০১৫

৮৬. কাজী মোঃ মোরতুজা আলী : *ইসলামী ব্যাংকিং এ্যান্ড ফাইন্যান্স শীর্ষক ২৭তম প্রশিক্ষণ, 'ইসলামী ব্যাংকিং এ তাকাফুল ঃ একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা'* শীর্ষক বক্তব্য, স্থান: এক্সিম ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী, আয়োজনে : সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংক অব বাংলাদেশ, এপ্রিল ৪-৯, ২০১৫

৮৭. মির্জা ওয়ালী উল্লাহ : *বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ, 'কুর'আন-হাদীসের আলোকে ইসলামী জীবনবীমা'* শীর্ষক বক্তব্য, আয়োজনে : প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, স্থান: ৩৯ দিলকুশা, ৭ম তলা, তারিখ অক্টোবর ১৬, ২০১৫

৮৮. মোঃ শহিদুর রহমান : *সাক্ষাতকার*, এসভিপি, এ্যাকচুয়ারিয়াল বিভাগ, প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড, তারিখ : ০৫.০৭.২০১

৮৯. মোঃ আব্দুর রহিম : *সাক্ষাতকার*, ঢাকা: যাত্রাবাড়ী ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির শাখা অফিস থেকে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহক, তারিখ : ০৫, ০৭, ২০১